নগর সংস্করণ

# প্রথম আলো

শনিবার

১২ অক্টোবর ২০২৪

২৭ আশ্বিন ১৪৩১, ৮ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২


www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৩১




## চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু ২০০ ছাড়াল

**নিজস্ব প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে ২০১ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে চলতি অক্টোবর মাসেই মারা গেছেন ৩৮ জন। আগের সব রেকর্ড ভেঙে গত বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

গতকাল শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম এ তথ্য জানিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে গতকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত সারা দেশে ৪৯০ জন নতুন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪০ হাজার ৮৯৫ জন ডেঙ্গু রোগী। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৩৭ হাজার ১৭২ জন রোগী।

চলতি বছর ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের সংখ্যাই বেশি। এই বয়সের মোট ৪৭ জন এখন পর্যন্ত মারা গেছেন। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৩০ জনই নারী। এ ছাড়া মোট মৃত্যুর মধ্যে পুরুষ ১০১ ও নারী ১০০ জন।

সিটি করপোরেশনভিত্তিক হিসেবে এ বছর ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এই সিটি করপোরেশনে এখন পর্যন্ত ১০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যাও দক্ষিণ সিটিতেই বেশি, ৮ হাজার ৮৭৭ জন। আর ঢাকা উত্তর সিটি এলাকায় মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের। এই সিটি করপোরেশন এলাকায় এখন পর্যন্ত ৮ হাজার ৩১৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এবং ঢাকা বিভাগের বাইরে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকায়। সেখানে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ৭ হাজার ৯০৪। এর পরে বরিশাল ও খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় যথাক্রমে ৩ হাজার ৫৪৭ এবং ৩ হাজার ২০৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন। বরিশালে মারা গেছেন ২৩ জন আর খুলনায় মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের।

### ভেতরের পাতায়



### বাজার নিয়ন্ত্রণে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে

জুলাই অভ্যুত্থানে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ যেসব কারণে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। বাজার নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে লিখেছেন

**কল্লোল মোস্তফা**


বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫


ঢাকার কমলাপুরের আদলে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে প্রায় ৫৮ কোটি টাকায় হাইটেক সিটি স্টেশনটি নির্মাণ করা হয়। এখানে থামে মাত্র দুটি ট্রেন। ফলে আয় দিয়ে কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাই উঠছে না। গত বুধবার। ছবি : মাসুদ রানা

# বিপুল ব্যয়ে স্টেশনবিলাস

রেলওয়ে

রেলস্টেশন ও রেললাইন নির্মাণে বিগত সরকার জোর দিলেও যাত্রীসেবায় ইঞ্জিন-কোচ কেনায় আগ্রহ ছিল না।

**আনোয়ার হোসেন,** *ঢাকা*

প্রায় ৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি রেলস্টেশন নির্মাণ করেছে রেলওয়ে। প্রতিদিন গাজীপুর শিল্পাঞ্চল, ঢাকা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে ১০ হাজারের বেশি যাত্রী যাতায়াত করবে—এমনটা ধরে নিয়ে স্টেশনটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু গত তিন বছরে স্টেশনটি থেকে দিনে গড়ে যাত্রী যাতায়াত করেছে মাত্র ৪৭ জন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন খরচের হিসাবে বছরে এই স্টেশনে ব্যয় ৩০ লাখ টাকার বেশি। অথচ বছরে গড় আয় সোয়া ৯ লাখ টাকা। রেলওয়ে সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের পাশে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন বিশাল পরিসরে এই স্টেশন ২০১৮ সালে উদ্বোধন করা হয়। চালুর ছয় বছর পর দেখা যাচ্ছে, এই স্টেশনে মাত্র দুটি ট্রেন থামে। এগুলো হচ্ছে টাঙ্গাইল কমিউটার ও সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস। অথচ এই স্টেশন হয়ে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল ও উত্তরবঙ্গের পথে ৪০টি ট্রেন চলাচল করে। মূলত যাত্রী না পাওয়ায় এসব ট্রেন এই স্টেশনে থামানো হয় না।

রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের গত সাড়ে ১৫ বছরে রেলের যাত্রীসেবা উন্নত করা হয়নি। কেনা হয়নি রেলের প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন ও কোচ। জনবলেরও ঘাটতি রয়েছে। অথচ এই সময়ে বিপুল ব্যয়ে নতুন রেললাইনের পাশাপাশি স্টেশন ভবন নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। যদিও এসব স্টেশন দিয়ে ট্রেন চলে না কিংবা চললেও থামে না। ফলে সাধারণ মানুষের তা কোনো কাজে লাগছে না।

অন্তর্বর্তী সরকারের রেল মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান গতকাল শুক্রবার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গত সাড়ে ১৫ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো আগ-পাছ বিবেচনা করা হয়নি। খেয়ালখুশিমতো অবকাঠামো বানানো হয়েছে। এখন যেখানেই হাত দিই, সেখানেই অনিয়ম পাওয়া যাচ্ছে।' তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এভাবে অপরিকল্পিতভাবে কোনো প্রকল্প নেবে না। অতীতের অনিয়মগুলো খতিয়ে দেখা হবে।

রেলওয়ের তথ্য অনুসারে, বিগত সরকারের


এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪


> “ গত সাড়ে ১৫ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো আগ-পাছ বিবেচনা করা হয়নি। খেয়ালখুশিমতো অবকাঠামো বানানো হয়েছে। এখন যেখানেই হাত দিই, সেখানেই অনিয়ম পাওয়া যাচ্ছে।
>
> **মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান**
> অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, রেল মন্ত্রণালয়

> “ ইঞ্জিন-কোচের অভাবে লোকাল ট্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জোড়াতালি দিয়ে এক লাইনের ট্রেন দিয়ে অন্য লাইনে চালানো হচ্ছে। তাই স্টেশন ভবন আর নতুন রেললাইন নির্মাণ অপচয় ছাড়া কিছুই নয়।
>
> **মো. হাদীউজ্জামান**
> অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় গ্রামের মাঝখানে নির্মিত ১৫০ কোটি টাকার স্টেশন। গত বুধবার ঘারুয়া ইউনিয়নের বামনকান্দায়। ছবি : আলীমুজ্জামান

# বিএনপির 'অবাধ্য' নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের স্তূপ

রাজনীতি

ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে এসেছে ধরে নিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের অনেকে চাঁদাবাজি, দখল ও হাঙ্গামায় লিপ্ত হন।

- ১০২৩ নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- ঢাকা মহানগর উত্তর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, মাগুরা ও খুলনা জেলা কমিটি বাতিল করা হয়েছে।
- কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পরও অভিযোগ আসা থামেনি।
- নেতা-কর্মীদের গত দুই মাসের কর্মকাণ্ড বিএনপিকে সমালোচনার জায়গায় নিয়ে গেছে।

**সেলিম জাহিদ,** *ঢাকা*

সারা দেশে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের 'অবাধ্য' নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের স্তূপ পড়েছে দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর হামলা, দখল, অর্থ দাবি, আধিপত্য বিস্তার এবং দলীয় নির্দেশনা অমান্য করাসহ সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গত দুই মাসে এক হাজারের বেশি নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে বিএনপি। এর মধ্যে বহিষ্কার, অব্যাহতি, পদাবনতি ও কমিটি বাতিল করার মতো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পরও অভিযোগ আসা এখনো থামেনি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিভিন্ন স্থানে নেতা-কর্মীদের একটি অংশ নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়ায়। ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে ধরে নিয়ে তাঁরা কোথাও হামলা, চাঁদাবাজি, দখল, আবার কোথাও আধিপত্য বিস্তারে সংঘর্ষ ও হাঙ্গামায় লিপ্ত হন। তাঁদের নিবৃত্ত করতে শীর্ষ নেতৃত্বকে শাস্তিমূলক সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে হয়। দলের দায়িত্বশীল নেতারা বলছেন, এত কম সময়ে এত বিপুলসংখ্যক নেতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা বিএনপিতে এই প্রথম।

তবে বিএনপি নেতাদের অনেকে বলছেন, এই 'অবাধ্য' নেতা-কর্মীদের গত দুই মাসের কর্মকাণ্ড ১৫ বছর ধরে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার দলকে সমালোচনার জায়গায় নিয়ে গেছে। বিশেষ করে,


এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২


# পরমাণু অস্ত্রবিরোধী জনমত গড়ে শান্তিতে নোবেল

নোবেল পুরস্কার

পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তুলে এ বছর শান্তিতে নোবেল পেল জাপানের সংগঠন নিহন হিদানকায়ো।

**বিবিসি**

পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলার স্বীকৃতি হিসেবে এ বছর শান্তিতে নোবেল পেয়েছে জাপানে পারমাণবিক বোমা হামলার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সংগঠন নিহন হিদানকায়ো। গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বেলা তিনটায় নরওয়ের রাজধানী অসলোর নোবেল ইনস্টিটিউট থেকে এবারের শান্তিতে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। নোবেল কমিটি বলেছে, সে হামলায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সংগঠন নিহন হিদানকায়ো বিশ্বকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার যে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবারের শান্তির নোবেল তারই স্বীকৃতি।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়েরগেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস বলেছেন, পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার চিরতরে বন্ধে জনমত গড়ে তুলতে বহু বছর ধরে কাজ করছে নিহন হিদানকায়ো। এ লক্ষ্যে হামলার শিকার ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শীরা দুঃসহ সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে এর ভয়াবহতা তুলে ধরার কাজটি করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, পারমাণবিক অস্ত্র যে একটি নিষিদ্ধ বিষয়, তা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে সংগঠনটি।

নিহন হিদানকায়ো পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা তুলে ধরার এ কাজ শুরু করে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে হামলার এক দশক পর। ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠন ভয়াবহ সেই পারমাণবিক হামলার নির্মমতা, ভোগান্তি ও দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা যেন মানুষ জানতে পারে, এ লক্ষ্যে হামলার শিকার ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের একটি বোমারু বিমান থেকে হিরোশিমা শহরে পারমাণবিক বোমা হামলা চালানো হয়। এতে প্রাণ হারান প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষ। এর তিন দিন পর নাগাসাকি শহরে মার্কিন বাহিনীর


এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২


শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরের খোঁজখবর শেষে ভেলায় ও সাঁতরে আশ্রয়কেন্দ্রে ফিরছেন এক দম্পতি। গতকাল দুপুরে বাথুয়াকান্দা গ্রামে। ছবি : আবদুল মান্নান

# পানি কমলেও হাজারো পরিবার এখনো পানিবন্দী

তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি

নদ-নদীর পানি কমায় ও নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে।

**প্রথম আলো ডেস্ক**

এক একর জমি ইজারা নিয়ে মাছের খামার করেছিলেন মোহাম্মদ আলী। ব্যাংকঋণ নিয়ে এতে বিনিয়োগ করেছিলেন প্রায় সাত লাখ টাকা। এক রাতের মধ্যে বন্যার পানি ঢুকে ভেসে গেছে সব মাছ। এখন কীভাবে ঋণ শোধ আর সংসার খরচ চালাবেন, তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় আছেন।

মোহাম্মদ আলীর বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার বগাডুবি গ্রামে। গত সপ্তাহে হঠাৎ দেখা দেওয়া বন্যায় তাঁর মতো অনেক পরিবার ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। বন্যার পানি কমায় শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় ক্ষয়ক্ষতি দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।

নদ-নদীর পানি কমায় ও নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় এ তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে। তবে পানি কমলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর নিয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। তুলনামূলক উঁচু এলাকা থেকে বন্যার পানি অনেকটা কমে গেলেও নিম্নাঞ্চলের অনেক গ্রাম এখনো প্লাবিত। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, তিন জেলায় এখনো ১৩ হাজার পরিবার পানিবন্দী।

**পানি কমলেও দুর্ভোগে কমেনি**

জেলা, উপজেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সূত্রে জানা গেছে, শেরপুরের ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, সদর ও নকলা উপজেলার বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে। বন্যার পানি ধীরে ধীরে নিম্নাঞ্চলে সরে যাচ্ছে। তবে এখনো প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ পানিবন্দী।


এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫


# ইলিশ আর কত অত্যাচার সহ্য করবে

জলবায়ু পরিবর্তন
প্রথম আলোর অনুসন্ধান ১

**নেয়ামতউল্যাহ,** *ভোলা*

ভোজনপ্রিয় মানুষের কাছে যেমন লোভনীয় ইলিশ, তেমনি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষের কাছে মোহনীয় হতে পারে ডুবোচর। আর এই দুটিরই সমাহার দেখতে হলে আসতে হবে ভোলার মেঘনা নদীতে। তবে আগেই বলে রাখা ভালো, আসার পর কিন্তু ছুটে যেতে পারে সব রোমাঞ্চ। কারণ, এখানে ঘটে চলেছে মন খারাপ করা সব ঘটনা।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে এবং মানুষের অবিবেচক-অবৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে সৃষ্টি হচ্ছে ডুবোচর। সেই চরে বাধা পেয়ে ইলিশ যাচ্ছে ভিন্ন পথে। ডিম ছাড়ছে 'অন্য বাড়িতে'। সেই ডিম ফুটে বের হওয়া ছানাপোনারা খাবারের খোঁজে এসে জড়ো হচ্ছে ডুবোচরগুলোয়। আসছে অন্য মাছের পোনারাও।

তখন আবার সেই মাছের লোভে দলে দলে ছুটে আসেন অসাধু মৎস্য কারবারিদের ভাড়াটে জেলেরা। তাঁরা বাছবিচার ছাড়াই মেতে ওঠেন মাছ শিকারে। ক্ষতিকর নিষিদ্ধ জাল ফেলে ডুবোচরে ও আশপাশের নদীতে আশ্রয় নেওয়া ধরা নিষিদ্ধ এমন সব ছোট মাছ ধরে নিয়ে যান। সঙ্গে বড় ও মাঝারি মাছও ধরা পড়ে। ওই জালে আরও ধরা পড়ে অন্যান্য প্রজাতির মাছ, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের রেণু-পোনা। জালে আটকে সেগুলো অকালেই মারা পড়ে। রেহাই পায় না চাপিলা-জাটকা-ছোট আকারের ইলিশও। সেগুলো ধরে নিয়ে তুলে দেওয়া হয় আড়তদারের হাতে।

আরও অনেক রকমের অঘটনের কথা শোনা যাবে বিশেষজ্ঞদের মুখে। দেখা যাবে সরেজমিন ঘুরলে। প্রিয় পাঠক, *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানের সারথি হয়ে জেনে নিতে পারেন ইলিশের ধ্বংসকাহিনি।

**জলবায়ুর অভিঘাতে ইলিশ**

মৎস্য অধিদপ্তরের ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পরিচালক মোল্লা এমদাদুল্যাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, কয়েক বছর ধরে ভরা মৌসুমে নদীতে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ উঠছে না। এর প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টির ব্যাকরণ বদলে যাচ্ছে। বর্ষার বড় সময়জুড়ে বৃষ্টি থাকছে না, আবার হঠাৎ হঠাৎ অনেক বৃষ্টি হচ্ছে।

আষাঢ়ের শুরু থেকে (এপ্রিল-মে) যদি পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়, তাহলে ইলিশের পেটে ডিম আসত। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। পেটে ডিম না এলে ইলিশ সাগর থেকে নদীতে উঠবে না। অতিরিক্ত খরা, অনাবৃষ্টি, প্রচণ্ড গরম, পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা অস্বাভাবিক হলেও ইলিশের পেটে ডিম আসে না। এর সঙ্গে নদীর স্রোত ও পানির গভীরতাও সম্পর্কিত। নদীর পানি ডিম ছাড়ার উপযুক্ত হলে ইলিশই বোঝে যে তার নদীতে ওঠার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে বৃষ্টি অতিরিক্ত হলেও ইলিশের ক্ষতি নেই।

মোল্লা এমদাদুল্যাহ বলেন, নদী থেকে সাগর, সাগর থেকে নদী—ইলিশের চলাচলের পথ (মাইগ্রেটরি রুট) ভরাট হয়ে গেছে; ডুবোচর পড়েছে। ইলিশের পথ যদি আটকে যায়, তাহলে সে উঠবে কীভাবে? আবার ইলিশ ওঠার জন্য কমপক্ষে ১০-১২ ফুট গভীর পানি দরকার। কিন্তু মোহনার পথে পলি পড়ে ভরাট হয়ে পানির গভীরতা কোথাও কোথাও ৪-৫ ফুটও হয়েছে।

জেলেরাও জানান, সাগরমোহনার গ্যাসফিল্ড নামক স্থান থেকে উত্তরে চাঁদপুর পর্যন্ত মেঘনা নদীজুড়ে অসংখ্য ডুবোচর পড়েছে। তেঁতুলিয়া নদীরও একই অবস্থা। জেলেদের দাবি, এসব ডুবোচরের কারণে নদীতে ইলিশ কম উঠছে।

গত ৬ জুন চরফ্যাশনের ঢালচর ইউনিয়নের ফরেস্ট বাজারে ১০-১২ জন প্রবীণ জেলের সঙ্গে কথা হয়। তাঁরা বলেন, আগের বর্ষাকাল আর এখনকার বর্ষাকালে অনেক পার্থক্য। এখন সেই পরিমাণ মেঘ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা নেই। বৃষ্টি হলেও অসহ্য গরম।

ঢালচরের মো. শামসুল হক মাঝি (৭২) এখনো সাগরমোহনায় গিয়ে মাছ শিকার করেন। তিনি বলেন, আগে আষাঢ়ের শুরুতেই বৃষ্টি হতো। সেই বৃষ্টি চলত আশ্বিন মাস পর্যন্ত। বৃষ্টির কারণে নদীর পানির লবণাক্ততা কমে পানি মিষ্টি হতো। আবহাওয়ায় একটা ঠান্ডা ভাব ছিল। এখন ভরা বর্ষায় বৃষ্টি কম, বর্ষার শেষ সময়ে তুমুল বৃষ্টি। এতে লবণাক্ততা কমছে না। এসব কারণেই নদীতে ইলিশ উঠছে না। তাঁর সঙ্গে অন্য জেলেরাও একমত প্রকাশ করেন।

**নিষিদ্ধ জালে ইলিশের বংশনাশ**

গত ২৮ সেপ্টেম্বর সরেজমিন ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের তুলাতুলী খেয়াঘাট দিয়ে মেঘনা নদীর মধ্যে জেগে ওঠা মাঝের চরে যাওয়ার পথে দেখা যায়, সদরের কাচিয়া ও দৌলতখানের মদনপুর ইউনিয়নের উত্তর-পূর্বাংশ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে চরমুনশি, তারও দক্ষিণে নেয়ামতপুর, হাজারীর চরের আশপাশ পর্যন্ত ডুবোচর পড়েছে। মধ্যে সরু লোঙ্গা বা খাল।

সেখানে ২০-২২ জন জেলে পিটানো জাল টেনে মাছ শিকার করছেন। একই লোঙ্গায় গত শুকনো মৌসুমেও মদনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাছির উদ্দিন ও ধনিয়া ইউপি সদস্য মনিরুল ইসলামের নিয়োজিত জেলেদের পাইজাল টেনে মাছ শিকার করতে দেখা গেছে। এসব পিটানো জাল ও পাইজালে মাছ শিকার নিষিদ্ধ।

দেখা যায়, এসব জালে যে মাছ ধরা পড়ছে, তার বেশির ভাগই জাটকা ও ছোট ইলিশ। সঙ্গে অন্য মাছের রেণুপোনা আছে। বড় মাছ খুব কম।

স্থানীয় জেলেরা জানান, যদি কখনো জেলেরা গভীর পানিতে ইলিশ জাল (ছান্দিজাল) পাতে, আর সেই জাল যদি ভাসতে ভাসতে অবৈধ পিটানো জালের এলাকায় যায়, তবে পিটানো জালের জেলেরা ওই সাধারণ জেলেদের ধাওয়া দেন, মারধর করেন।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল আটটায় তুলাতুলী মাছঘাটে গিয়ে দেখা যায়, ভোরে নদীতে যাওয়া জেলেরা একে একে ঘাটে আসছেন মাছ বিক্রি করতে। কেউ এক হালি, কেউ দুই হালি, মাঝারি কিংবা বড় ইলিশ নিয়ে আড়তদারের বাক্সে ফেলছেন। কোনো আড়তের বাক্স ভর্তি হচ্ছে জাটকায়। জেলে-আড়তদারেরা জানান, এসব জাটকা পিটানো জালে ধরা।

তুলাতুলী মাছঘাটের জেলেরা কয়েকটি আড়তের মাছবাক্স দেখিয়ে বলেন, 'ওই দেখেন, পিটানো জালের একটা সাভারে (মাছ ধরা ট্রলার, জাল, অন্য মালামাল সব মিলিয়ে বলা হয় জাল-সাভার।) সব ছোট ইলিশ পড়ছে; এক-দেড় লাখ টাকা অইবে।'

বেতুয়া লঞ্চঘাট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখা যায়, লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের পুবের মেঘনায় ৮ নম্বর চর, মহিষার চর, সাবেক উড়িরচর ও ১২ নম্বর চর এলাকায় কয়েক কিলোমিটারজুড়ে ডুবোচর পড়েছে। এসব চরে পিটানো জাল, মশারি জাল ও খরচি জাল পাতা হচ্ছে। মশারি জালের জন্য চরের নেতাদের চাঁদা দিতে হয়। আর খরচি জাল পাতেন স্থানীয় নেতারা।

লালমোহন বাত্তিরখালে দেখা যায়, নৌকা থেকে ঝুড়ি ভরে ভরে ঘাটে জাটকা ওঠানো হচ্ছে। অন্য ছোট মাছও রয়েছে। জেলেদের জিজ্ঞেস করলে বলেন, নদী ও সাগরমোহনায় নিষিদ্ধ জাল পাতেন নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, সন্দ্বীপ, হাতিয়া ও চট্টগ্রামের জেলেরা।


এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আজকের আবহাওয়া

ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৩৬ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৫ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : সৈয়দপুরে ৩৫.৪° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : সিলেটে ২৩.৮° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফজর | ৪ :৪১ | মাগরিব | ৫ :৩৯ |
| জোহর | ১১ :৪৯ | এশা | ৬ :৫২ |
| আসর | ৩ :৫৭ | কাল ফজর | ৪ :৪১ |



চট্টগ্রামে বিএনপি-জামায়াত নেতাদের সঙ্গে বৈঠক

# সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে আগ্রহী চীন

**বাসস**, *ঢাকা*

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রামে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন। ঢাকার চীনা দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা গোলাম আকবর খন্দকারের নেতৃত্বে বিএনপির স্থানীয় নেতারা চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। অন্যদিকে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহানের নেতৃত্বে দলের নেতারা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে রাষ্ট্রদূত ইয়াও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সব রাজনৈতিক দলের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রদূত অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে সম্পর্ক জোরদারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাড়াতে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে চীনের ইচ্ছার কথা জানান। উভয় দেশের জনগণের সুবিধার জন্য ব্যাপক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্বকে এগিয়ে নিতে চীন আগ্রহী বলেও জানান রাষ্ট্রদূত।

**গ্রামীণ ব্যাংকের প্রশংসা**

এদিকে চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও স্ত্রী লি ইউকে নিয়ে চট্টগ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকের জোবরা শাখা এবং জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। এ সময় বাংলাদেশের সাধারণ গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের অবদানের প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূত।

চীনা দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বলা হয়, বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব সম্পর্কে সরেজমিন জানতে রাষ্ট্রদূত এই সফর করেন।

চীনা প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার জীবনযাত্রার উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এ ব্যাংককে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি উল্লেখযোগ্য মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

পররাষ্ট্রসচিব-আন্ডার সেক্রেটারি বৈঠক

# বাংলাদেশের সংস্কার উদ্যোগে জাতিসংঘের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত

**ইউএনবি**, *ঢাকা*

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগের প্রতি জাতিসংঘের জোরালো সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে সংস্থাটির রাজনীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠাবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল (ইউএসজি) রোজমেরি ডিকার্লো।

ডিকার্লো এক্সে দেওয়া এক বার্তায় বলেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশের উত্তরণ, আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ ও জাতিসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রোহিঙ্গাদের প্রতি বাংলাদেশের উদারতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের সংস্কার প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিনের প্রথম সফরে গত বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে এই বৈঠক হয়।

জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সমর্থনকে 'গুরুত্বপূর্ণ' উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রসচিব। জাতিসংঘের সমর্থনের নিশ্চয়তা পুনর্ব্যক্ত করার জন্য তিনি ডিকার্লোকে ধন্যবাদ জানান। বৈঠকে তাঁরা জাতিসংঘ শান্তি কাঠামোতে বাংলাদেশের অবদান ও দীর্ঘায়িত রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা করেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের বিষয়ে পররাষ্ট্রসচিব ইউএসজির মাধ্যমে উর্ধ্বতন নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর অনুরোধ জানান।

# ৪ জেলায় বজ্রপাতে ছয়জনের মৃত্যু

**প্রথম আলো ডেস্ক**

দেশের চার জেলায় বজ্রপাতে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল শুক্রবার ও গত বৃহস্পতিবার বজ্রপাতের এসব ঘটনা ঘটে।

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার পদুমহার গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে বজ্রপাতে দুই আত্মীয় মারা যান। তাঁরা হলেন রাজা মিয়া (৪৬) ও শাহাজাহান আলী (৪৫)।

স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজা মিয়ার বাড়িতে বেড়াতে আসেন শাহাজাহান। বিকেলে বাড়ির পাশে করলাখেত দেখতে যান দুজন। সন্ধ্যায় বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়। বৃষ্টি থেমে গেলে রাতে করলাখেতের পাশ থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করেন স্বজনেরা।

নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার খোলাবাড়িয়া গ্রামের হালতি বিলে গতকাল সকালে শামুক সংগ্রহ করতে গিয়ে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়। তাঁরা হলেন খোলাবাড়িয়া গ্রামের মোমিন হোসেন (৩৪) ও নওগাঁর আত্রাই উপজেলার ক্ষুদ্রপারবিশা গ্রামের রায়হান আলী (৩২)। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।

নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলায় ইয়ারাবাজ হাওরে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে তানভির মিয়া (২১) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা দুই জেলে আহত হন।

নওগাঁর আত্রাইয়ে গতকাল বিকেলে খালে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে ক্ষুদ্রাবিশা গ্রামের রায়হান আলী মণ্ডলের (২৫) মৃত্যু হয়।

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান রমনা কালীমন্দিরে বক্তব্য দেন। সেনাপ্রধানের সঙ্গে নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল রমনা কালীমন্দির পরিদর্শন করেন। ছবি : আইএসপিআর

# সেনাবাহিনী পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিতে তৎপর রয়েছে : সেনাপ্রধান

**বাসস**, *ঢাকা*

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, সেনাবাহিনী দেশব্যাপী পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব সময় প্রস্তুত ও তৎপর রয়েছে। গতকাল রাজধানীর রমনা কালীমন্দির পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বী সবাইকে শুভেচ্ছা জানান সেনাবাহিনী প্রধান। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান।

জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা। ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব মানুষ যেন উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন করতে পারে, সেটি আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমরা অতীতের মতোই সব ধর্মের মানুষের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখব এবং দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।'

নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান বক্তব্যের শুরুতেই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনী পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পূজা উদ্‌যাপন প্রত্যাশা করেন।

বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিমানবাহিনীও সর্বোচ্চ সতর্কতায় দায়িত্ব পালন করছে। তিনি সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

# জোরালো সহযোগিতার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

**পররাষ্ট্রসচিবের ওয়াশিংটন সফর**

পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠকে এ বিষয়গুলো এসেছে।

**কূটনৈতিক প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে জোরালো সহযোগিতার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি দেশটি দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঢাকা-ওয়াশিংটন সহযোগিতার বিষয়টি যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে জোর দিয়েছে।

ওয়াশিংটন সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠকে এ বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে আলোচনার পর যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় এ কথা জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র সফররত পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিন গত বুধবার রাতে ওয়াশিংটনে পৌঁছান। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের মূল বৈঠক হয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি জন বাসের সঙ্গে। এ ছাড়া তাঁর খসড়া সূচিতে ওই দিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক লিন্ডসে ফোর্ড, উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড ভার্মা, সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা। এসব বৈঠকের মাঝে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। সেখানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু।

রাজনীতিবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি জন বাস এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সন্ত্রাসবাদ দমনের বিষয়ে আমাদের অভিন্ন লক্ষ্যের বিষয়ে আলোচনার প্রশংসা করি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সহযোগিতার বিশেষ গুরুত্বের বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি।'

মার্কিন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড ভার্মা আলোচনার পর এক্সে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার জন্য আনন্দের। তাঁর কাছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কার, স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতি জোরদারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছি।'

ওয়াশিংটন সফররত পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার বৈঠক করেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি জন বাস। ছবি : জন বাসের এক্স হ্যান্ডল থেকে

এদিকে জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসনবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্থা কস্টানজো ইয়ুথ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের সম্মানে ওয়াশিংটনে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ডি এম সালাহউদ্দিন মাহমুদের দেওয়া মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। ওই মধ্যাহ্নভোজের পর মার্থা কস্টানজো তাঁর এক্সে লিখেছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে চমৎকার আলোচনা হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ অংশীদার হিসেবে কাজ করছে। রোহিঙ্গা সংকটে সাড়াদান এবং অন্য দাতারা যাতে আরও বেশি ভূমিকা রাখেন, সে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রসঙ্গত, গত মাসে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিরল বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ওই বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে জোরালো সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এরপর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সেখানে দুই দেশের সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সফর করে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল। এসব সফর ও বৈঠকের ধারাবাহিকতায় পররাষ্ট্রসচিব এখন ওয়াশিংটন সফর করছেন।

# দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে অনেকে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছেন : রিজভী

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

বিভিন্ন স্থানে প্রভাব খাটিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টায় তৎপর একশ্রেণির ব্যক্তিদের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। কারও নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেছেন, দীর্ঘ দুঃসময়ে প্রবাসে অবস্থান করে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো জীবন যাপন করেছেন। এখন দেশে ফিরে এসে প্রভাব খাটিয়ে আরও বেশি স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টায় তৎপর থেকে প্রশাসন, ব্যবসায়ী মহল এবং মিডিয়া হাউসসহ নানা প্রতিষ্ঠানে খবরদারি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এসব ব্যক্তির কেউ বিএনপির প্রতিনিধিত্ব করে না।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী এই কথাগুলো বলে এ ধরনের খবরদারি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন থাকার অনুরোধ জানান।

রিজভী বলেন, বিগত ১৬-১৭ বছর দুর্বিষহ ফ্যাসিবাদী অপশাসন সহ্য করতে গিয়ে বিএনপির অসংখ্য প্রাণ ঝরে যায়। অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে অনেকে নিজ দেশেই বাস্তুহারা শরণার্থীতে পরিণত হয়েছেন। ৫ আগস্টের বিপ্লবের পর বিএনপি নিপীড়িত দেশবাসীকে সোনালি ভবিষ্যতের চিন্তায় যখন উদ্বুদ্ধ করছে, তখন দলের কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির সুবিধাবাদী ভূমিকা সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন।

# জেলে হত্যার ঘটনায় মিয়ানমারের কাছে বাংলাদেশের প্রতিবাদ

**বাসস**, *ঢাকা*

বাংলাদেশি জেলে হত্যার ঘটনায় মিয়ানমারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মিয়ানমার দূতাবাসে পাঠানো চিঠিতে এই প্রতিবাদ জানানো হয়। চিঠিতে একই সঙ্গে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

৯ অক্টোবর মিয়ানমারের নৌবাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশি জেলে উসমান (৬০) নিহত হন। তাঁর বাড়ি কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপের কোনাপাড়ায়।

গতকাল এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশি জেলেকে হত্যার ঘটনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিয়ানমার সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ঢাকায় মিয়ানমার দূতাবাসে পাঠানো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবাদলিপিতে এই মর্মান্তিক ঘটনায় বাংলাদেশ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

প্রতিবাদলিপিতে মিয়ানমারকে বাংলাদেশের জলসীমার অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণভাবে সম্মান করতে বলা হয়েছে। যেকোনো উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

টেকনাফ উপজেলার সেন্ট মার্টিন দ্বীপের কাছে মাছ ধরার সময় উসমানের মালিকানাধীন একটি নৌকাসহ ৫৮ বাংলাদেশি জেলেকে অপহরণ করেছিল মিয়ানমার নৌবাহিনী। তারা মোট ছয়টি মাছ ধরার নৌকা অপহরণ করেছিল। এই জেলেরা টেকনাফ উপজেলার সেন্ট মার্টিন ইউনিয়নের কাছে মাছ ধরছিলেন। অপহরণের ঘটনায় মিয়ানমারের কাছে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও মিয়ানমার নৌবাহিনীর মধ্যে যোগাযোগের পর বৃহস্পতিবার দুই দফায় নৌকাসহ জেলেদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়, ঢাকা এ ধরনের অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রোধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

# হাজারো পরিবার এখনো পানিবন্দী

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

পাউবো সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বেলা তিনটায় ভোগাই নদের পানি বিপৎসীমার ২৩৩ সেন্টিমিটার, চেল্লাখালী নদীর পানি ১১০ সেন্টিমিটার ও ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বিপৎসীমার ৫০০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এ ছাড়া ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদীর পাহাড়ি নদ মহারশি ও সোমেশ্বরীর পানি বিপৎসীমার অনেক নিচে রয়েছে।

বন্যায় পাঁচ উপজেলার মৎস্যখামারের ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে সরেজমিনে ঝিনাইগাতীর কয়েকটি গ্রামে দেখা যায়, পানির তোড়ে মাছগুলো ভেসে গেছে। অনেক খামার এখনো পানিতে তলিয়ে আছে।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রণব কুমার কর্মকার *প্রথম আলোকে* বলেন, উজানে ঢল ও অতিবৃষ্টিতে পাঁচ উপজেলায় ৭ হাজার ৩৬৪টি মৎস্যখামার ও পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে এ ক্ষতির পরিমাণ ৭০ কোটি টাকা।

গত চার দিন আকাশে রোদ থাকায় নিম্নাঞ্চলের প্লাবিত গ্রামগুলোর পানি কমতে শুরু করেছে। বাড়িঘরের পানি নেমে গেলেও আশপাশে জমে থাকা পানিতে মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। নৌকা ও কলাগাছের ভেলা ছাড়া চলাচল করতে পারছেন না অনেকেই। এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন।

**এখনো ৭ হাজার পরিবার পানিবন্দী**

বন্যা শুরুর সপ্তম দিনে ধীরে ধীরে কমছে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া ও ফুলপুর উপজেলার পানি। এসব উপজেলায় গত বৃহস্পতিবার রাতেও বৃষ্টি হয়েছে। পাউবোর ময়মনসিংহের নির্বাহী প্রকৌশলী আখলাক উল জামিল গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। নদ-নদীর পানি বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এখন যে পানি আছে, তা জলাবদ্ধতা। তা সরতে কত সময় লাগবে, তা বলা সম্ভব নয়।

ফুলপুরে ছনধরা, সিংহেশ্বর, ফুলপুর সদর, বালিয়া ও রূপসী ইউনিয়নে ধীরে ধীরে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। তবে পাঁচটি ইউনিয়নের ৩২টি গ্রামের প্রায় সাত হাজার পরিবার এখনো পানিবন্দী। খাবারের পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে বন্যাকবলিত এসব এলাকায়। ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ বি এম আরিফুল ইসলাম বলেন, বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। তবে বন্যার পানি কমছে খুব ধীরে।

হালুয়াঘাটেও বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তবে এখনো উপজেলার ২৫টি গ্রামে ছয় হাজার পরিবার পানিবন্দী। ধোবাউড়ার পোড়াকান্দুলিয়া, গোয়াতলা ও ধোবাউড়া সদরে ধীরে ধীরে পানি কমছে। এর আগে সাতটি ইউনিয়নের অন্যান্য ইউনিয়নেও পানি কমতে শুরু করে। উপজেলাটিতে এখনো সাড়ে চার হাজার পরিবার পানিবন্দী রয়েছে। এসব গ্রামে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট রয়েছে। ইউএনও নিশাত শারমিন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, পানি ধীরে ধীরে কমছে।

**বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি**

নেত্রকোনার পাঁচটি উপজেলার অনন্ত ২৫টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল থেকে চার দিন ধরে নামতে শুরু করেছে বন্যার পানি। বন্যায় প্লাবিত গ্রামগুলোর অধিকাংশ সড়ক ভেঙে গেছে। পচে গেছে আমন ধান ও সবজিখেতের ফসল। ভেসে গেছে খামারের মাছ। বিধ্বস্ত হয়েছে প্রচুর ঘরবাড়ি।

স্থানীয় বাসিন্দা ও জেলা প্রশাসন সূত্র বলছে, মঙ্গলবার থেকে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখনো প্রায় দুই হাজার পরিবার পানিবন্দী।

জেলা কৃষি অধিদপ্তরের তথ্যমতে, অন্তত সাড়ে ২২ হাজার হেক্টর আমন ধানখেত এখনো পানিতে নিমজ্জিত। এতে প্রায় ২৯৩ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. নুরুজ্জামান।

পূর্বধলা উপজেলার জারিয়া এলাকার কৃষক মফিজ উদ্দিন বলেন, ১০ একর জমিতে আমন ধান চাষ। সব খেতের ধান পানিতে পচে নষ্ট হয়ে গেছে। কলমাকান্দা উপজেলার কৈলাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন বলেন, বন্যার পানি কয়েক দিন ধরে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু ফসল আর রক্ষা হলো না। এখনো অনেক সড়কে পানি থাকায় চলাফেরা করতে সমস্যা হচ্ছে।

বন্যার পানিতে জেলার প্রায় দেড় হাজার পুকুরের মাছ ভেসে গেছে বলে জানান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. শাহজাহান কবির। তিনি বলেন, এতে আনুমানিক ৯ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বন্যায় সড়ক ডুবে বা ভেঙে প্রায় ১২২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নেত্রকোনা কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম।

# জনমত গড়ে শান্তিতে নোবেল

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

পারমাণবিক বোমা হামলায় আরও প্রায় ৭৪ হাজার মানুষ নিহত হন। সেই প্রথম ও শেষবার পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার দেখেছে বিশ্ব।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য এর আগেও একাধিকবার মনোনয়ন পেয়েছিল নিহন হিদানকায়ো। ২০০৫ সালে নোবেল কমিটি বিশেষভাবে সংগঠনটির নাম উল্লেখ করে। নিহন হিদানকায়ো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে জানার পর সংগঠনটির উপপ্রধান তোশিইউকি মিকামি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জাপানি সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি এটা ঘটতে পারে।' পারমাণবিক অস্ত্রের ইতিবাচকতার কথা যাঁরা বলেন তাঁদের সমালোচনা করে মিকামি বলেন, বলা হয় যে পারমাণবিক অস্ত্রের কারণে নাকি বিশ্বে শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র তো সন্ত্রাসীরাও ব্যবহার করতে পারে।

গত বছর বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তোশিইউকি মিকামি বলেন, হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা হামলার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র তিন। কম বয়স হলেও তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে ঝলসানো ও দগ্ধ মানুষজনের ছোটাছুটির সেই দুঃসহ স্মৃতি আজও তিনি মনে করতে পারেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানো ও বিদ্যমান পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংসের ব্যাপারে প্রচার চালিয়ে আসছে নিহন হিদানকায়ো। পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার জন্য আন্তর্জাতিক একটি চুক্তিরও আহ্বান জানিয়ে আসছে সংগঠনটি।

নিহন হিদানকায়োকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর গতকাল একটি বিবৃতি দেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। বিবৃতিতে তিনি বলেন, পারমাণবিক অস্ত্রের বিলুপ্তির জন্য বহু বছর ধরে কাজ করে আসা একটি সংগঠনকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা সত্যিই অর্থবহ।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এক বিবৃতিতে বলেন, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া এসব মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য মানুষকে যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে, সে সাক্ষ্য বহন করে চলেছেন তাঁরা। এসব মানুষ যতটা স্পষ্ট দেখেছেন, সেই চোখেই পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতাকে দেখতে হবে বিশ্বনেতাদের। এ মৃত্যুযন্ত্র কোনোভাবেই সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিতে পারে না। পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকিমুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় সব পারমাণবিক অস্ত্র একসঙ্গে ধ্বংস করে ফেলা।

নরওয়েজিয়ান নোবেল ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, এবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৮৬। এর মধ্যে ব্যক্তি ছিলেন ১৯৭ জন। আর প্রতিষ্ঠান ৮৯টি। এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য তালিকায় আরও দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো জাতিসংঘের ফিলিস্তিনবিষয়ক শরণার্থী সংস্থা (ইএনডব্লিউআরএ) ও আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)।

নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে ১ কোটি ১০ লাখ ক্রোনার (সুইডিশ মুদ্রা) ও একটি স্বর্ণপদক পাবে নিহন হিদানকায়ো। গত বছর শান্তিতে নোবেল পেয়েছিলেন ইরানের কারাবন্দী মানবাধিকারকর্মী নার্গিস মোহাম্মদি। দেশটিতে নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ১৯০১ সাল থেকে প্রতিবছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানবকল্যাণে যাঁরা অবদান রাখেন, তাঁরা পান বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার।

প্রতিবছরের মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ৭ অক্টোবর থেকে এ বছরের নোবেলজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। চিকিৎসার পর ৮ অক্টোবর পদার্থবিদ্যা, ৯ অক্টোবর রসায়ন, ১০ অক্টোবর সাহিত্যে এবারের নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। ১৪ অক্টোবর অর্থনীতিতে নোবেলজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবারের নোবেলজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

**ড. ইউনূসের অভিনন্দন**

শান্তিতে নোবেল পাওয়ায় নিহন হিদানকায়োকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল এক বিবৃতিতে ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনূস বলেন, 'পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্য আপনাদের অবিচল অবস্থান আমাদের সবার জন্য একটি অনুপ্রেরণা। হিরোশিমা ও নাগাসাকির দুঃসহ স্মৃতি যাতে বিশ্ব কখনো ভুলে না যায়, এ জন্য আপনাদের নিরলস প্রচেষ্টা একটি নিরাপদ পৃথিবীর জন্য আমাদের প্রত্যাশাকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। সাহসিকতা ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়ায় আপনাদের ধন্যবাদ।'

# বিপুল ব্যয়ে স্টেশনবিলাস

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

আমলে সারা দেশে ৪৮৪টির মধ্যে ১১৬টি স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে ১৪৬টি নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগই বিদেশি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা প্রকল্পের টাকায় হয়েছে। রাজস্ব খাতের প্রকল্প থেকেও কিছু কিছু স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এই সময়ে ২৩৭টি স্টেশন ভবন মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

রেলের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, স্টেশন ভবন, রেলস্টেশন ও রেললাইন নির্মাণে বিগত সরকার জোর দিলেও ইঞ্জিন-কোচ কেনায় আগ্রহ ছিল না। কারণ, ইঞ্জিন-কোচ কেনার প্রকল্প সময়সাপেক্ষ। মেরামত কিংবা নতুন রেললাইন নির্মাণে 'কমিশন' বেশি। এ জন্য রেলমন্ত্রী, কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের এমন প্রকল্পে আগ্রহ বেশি ছিল।

**কালিয়াকৈর স্টেশনে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি**

রেলের হিসাব অনুযায়ী, কালিয়াকৈর স্টেশনে বর্তমানে স্টেশনমাস্টার, টিকিট বিক্রেতাসহ ৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন করছেন। মাসে তাঁদের বেতন-ভাতা দুই লাখ টাকার ওপরে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ, পানিসহ অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আছে। সব মিলিয়ে বছরে খরচ ৩০ লাখ টাকার বেশি।

কিন্তু এ খরচের বিপরীতে আয় অনেক কম। যাত্রী বহনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই স্টেশন থেকে আয় মাত্র ১০ লাখ ৭২ হাজার টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১ লাখ ৮৩ হাজার টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে আয় হয়েছে ৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ বছরে গড় আয় সোয়া ৯ লাখ টাকা।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ককে কেন্দ্র করে স্টেশনটি নির্মাণে ২০১৫ সালে প্রকল্প নেওয়া হয়। অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত এ রেলস্টেশনটির মূল নকশা করা হয়েছে রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনের আদলে।

**আইকনিক স্টেশনে বিপুল ব্যয়**

প্রথমবারের মতো সৈকত শহর কক্সবাজারে ট্রেন চালু হয়েছে গত বছর নভেম্বরে। এই পথে চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে ৯টি নতুন স্টেশন। এর মধ্যে শুধু কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের কাছে নির্মিত ঝিনুক আকৃতির দৃষ্টিনন্দন ছয়তলাবিশিষ্ট আইকনিক রেলস্টেশনের ব্যয় ২১৫ কোটি টাকা। ২৯ একর জায়গার ওপর গড়ে তোলা স্টেশনটি ১ লাখ ৮৭ হাজার বর্গফুটের। এখানে তারকা মানের হোটেল, শপিংমল, রেস্তোরাঁ, শিশুযত্ন কেন্দ্র, লাগেজ রাখার লকারসহ অত্যাধুনিক সুবিধা থাকার কথা বলা হয়েছে। ৪৬ হাজার মানুষের ধারণক্ষমতার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আইকনিক রেলস্টেশনে আরও আছে ডাকঘর, কনভেনশন সেন্টার, তথ্যকেন্দ্র, এটিএম বুথ ও প্রার্থনার স্থান।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, এই পথে ১০০ কিলোমিটার রেললাইন ও নয়টি স্টেশনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১৫ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে রেলের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, সমুদ্র শহরে বলে আইকনিক স্টেশনটি দরকার ছিল। কিন্তু ব্যয় বেশি হয়েছে। এ পথে এখন তিন জোড়া ট্রেন চলাচল করে। এর মধ্যে দুই জোড়া ট্রেনই কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের মাঝের কোনো স্টেশনে থামে না। আর এক জোড়া লোকাল ট্রেন মাঝের চারটি স্টেশনে থামে। বিপুল ব্যয়ে আইকনিক স্টেশন নির্মিত হলেও অন্য স্টেশনগুলো পুরোপুরি ব্যবহৃত হচ্ছে না।

বিপুল ব্যয়ে আরেকটি স্টেশন নির্মাণের উদাহরণ হলো ফরিদপুরের ভাঙ্গা রেলস্টেশন। এটি পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর আওতায় ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কিলোমিটার রেললাইন ও ১৪টি নতুন স্টেশনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ১৫০ কোটি টাকায় তৈরি করা হয়েছে একটি আইকনিক স্টেশন।

রেলওয়ে সূত্র বলছে, ভাঙ্গার নতুন স্টেশনটির পাঁচ কিলোমিটার পরে ভাঙ্গা জংশন এবং ১২ কিলোমিটার আগে মাদারীপুরের শিবচর স্টেশন। পুরোনো জংশনটি প্রকল্পের আওতায় মেরামত ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দুটি (ভাঙ্গা জংশন ও শিবচর) স্টেশনের মাঝখানে এমন কোনো শহর বা উল্লেখ করার মতো কোনো স্থাপনা নেই। অনেকটা মাঠের মাঝখানে বিপুল টাকায় ভাঙ্গা স্টেশনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এটি তিনতলাবিশিষ্ট। এতে একাধিক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে।

শুরুতে এখানে বিপুল টাকায় স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল না। রেলওয়ে সূত্র জানায়, তৎকালীন সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী (লিটন চৌধুরী) এবং তাঁর ভাই ভাঙ্গা এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরীর (নিক্সন চৌধুরী) আগ্রহে বিশাল এই স্টেশন নির্মাণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে। সরকার পতনের পর এই দুজন আত্মগোপনে গেছেন। তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

রেলের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, মাদারীপুরে অলিম্পিক ভিলেজ এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হবে—এই কথা বলে লিটন চৌধুরী ও নিক্সন চৌধুরী স্টেশনটি করার জন্য চাপ দেন।

**ব্যবহার নেই, তবু স্টেশনে ব্যয়**

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের মালামাল পরিবহনের জন্য পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় ৩৩৬ কোটি টাকায় রূপপুর রেলস্টেশন এবং ২৬ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ করা হয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে রেলপথটি চালু হয়। কিন্তু এখনো এতে কোনো ট্রেন চলাচল শুরু হয়নি। কবে এই স্টেশনে ট্রেন যাবে, তা জানে না রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের আখাউড়া-লাকসাম অংশে আরেকটি নতুন লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৩টি স্টেশন আধুনিকায়ন করা হয়। এর মধ্যে কুমিল্লার ময়নামতি, লালমাই ও আলীশ্বরও রয়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালে চালুর পর এসব স্টেশনে কোনো ট্রেন থামে না।

জাপানের আন্তর্জাতিক সংস্থা জাইকার অর্থায়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের লাকসাম-চিনকি আস্তানা অংশে আরেকটি লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার নওটি, নাঙ্গলকোটের শার্শাদি, ফেনীর জেলার কালীদহ এবং মহুরীগঞ্জ স্টেশন আধুনিকায়ন করা হয়। তবে স্টেশনগুলোতে ট্রেন থামে না।

এ ছাড়া ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত যে নতুন রেললাইন নির্মাণ করা হয়েছে, সেই পথের অন্তত চারটি নতুন স্টেশনে ট্রেন থামে না। এগুলো হচ্ছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বোড়াশী, চন্দ্রদিঘলিয়া, কাশিয়ানীর ছোট-বাহিরবাগ এবং চাপতা। ২০১৮ সালে এসব স্টেশন চালু করা হয়।

**মুজিব বর্ষে স্টেশন মেরামতে প্রকল্প**

২০২২ সালে 'বঙ্গবন্ধু শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন' উপলক্ষে রেলে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প নেওয়া হয়। প্রকল্পের অধীনে ৫৫টি স্টেশন মেরামত-প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা হয়। এ ছাড়া ৫০টি কোচ ও কিছু রেললাইন মেরামতও ছিল।

রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, ২০১৮ সালে আধুনিকায়ন করা চট্টগ্রাম ও খুলনা স্টেশনও মেরামত করা হয় ওই প্রকল্পের আওতায়। চট্টগ্রাম স্টেশনটি আগে আধুনিকায়ন করা হয়েছিল ২১৫ কোটি টাকায়। আর খুলনা ও বেনাপোল স্টেশন একটি প্রকল্পের আওতায় ৮৫ কোটি টাকায় আধুনিকায়ন করা হয়েছিল।

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কিশোরগঞ্জের যশোদলপুর স্টেশনে ট্রেন না থামলেও স্টেশন দুটি আধুনিকায়ন করা হয় মুজিব বর্ষের প্রকল্পের আওতায়।

রেলের কর্মকর্তারা বলছেন, মুজিব বর্ষে ওই প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছিল তৎকালীন রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজনের আগ্রহে। এর অনেকগুলোই অপ্রয়োজনীয় ছিল। কাজও হয়েছে নিম্নমানের।

**সেবায় মনোযোগ নেই**

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরে রেললাইন, স্টেশনসহ অবকাঠামো নির্মাণে বড় প্রকল্পের অধীনে ব্যয় হয়েছে ৭১ হাজার কোটি টাকার বেশি। কিন্তু এই সময়ে প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন ও কোচের অভাবে ট্রেন বাড়ানো যায়নি।

রেলওয়ের হিসাবে, রেলে যাত্রীবাহী কোচ আছে প্রায় দুই হাজার। এর মধ্যে ব্যবহারের উপযোগী দেড় হাজারের মতো। বাকিগুলো মেরামত কারখানায় থাকে। এ জন্য একই কোচ একাধিক পথের ট্রেনে চলে। ফলে সময়সূচি মেনে ট্রেন চালানো যায় না। রেলে ইঞ্জিন আছে ৩০০টির মতো। এর মধ্যে ১৮০টি ইঞ্জিন ২০ বছরের বেশি পুরোনো। এগুলো রেলের ভাষায় মেয়াদোত্তীর্ণ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. হাদীউজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, বড় বড় স্টেশন বানানোর মূল লক্ষ্য ছিল প্রকল্পকে 'মেগা' আকার দেওয়া। রেলের মূল কাজ হচ্ছে যাত্রীসেবা। এর কোনো নামগন্ধ নেই। ইঞ্জিন-কোচের অভাবে লোকাল ট্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জোড়াতালি দিয়ে এক লাইনের ট্রেন দিয়ে অন্য লাইনে চালানো হচ্ছে। তাই সামগ্রিক দিক বিবেচনা না করে স্টেশন ভবন আর নতুন রেললাইন নির্মাণ অপচয় ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা সবাইকে একটা বার্তা দিচ্ছি যে দুর্বৃত্তায়ন চলবে না, অপরাধ করলে মেনে নেব না।

**মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর**, মহাসচিব, বিএনপি; বিভিন্ন অভিযোগে দলের অনেক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রসঙ্গে

# শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসর সুবিধার টাকা পাচ্ছেন না

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আর্থিক সংকটে এমনিতেই শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণসুবিধার টাকা পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। এখন সমস্যাটি প্রকট হয়েছে।

শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরের পরপরই যেন তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা পেতে পারেন, সে জন্য সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

**মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান**, সভাপতি বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ

**মোশতাক আহমেদ**, *ঢাকা*

দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার ভবানীপুর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক শাহ মোহা. সাদীদুল ইসলাম অবসরে গেছেন গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে। ৮ অক্টোবর তিনি এসেছিলেন রাজধানীর পলাশী-নীলক্ষেত এলাকায় বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ভবনে। এই ভবনে অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট এবং অবসর সুবিধা বোর্ড। অবসরের প্রায় দেড় বছরেও অবসর সুবিধার টাকা তিনি পাননি।

ব্যানবেইস ভবনের নিচতলায় সাদীদুল ইসলামের সঙ্গে কথা হয়। গত বছর এপ্রিলে অবসর সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু এখনো নিজের পাওনা টাকা পাচ্ছেন না। স্ট্রোক করে এখন তিনি বেশ অসুস্থ। এরপর চিকিৎসার কাগজপত্রও জমা দিয়েছেন। তারপরও টাকা পাচ্ছেন না। এ সময় সঙ্গে থাকা তাঁর স্ত্রী বলেন, 'চিকিৎসার খরচ জোগাতে ফকির হয়ে গেছি।'

শুধু শাহ মোহা. সাদীদুল ইসলাম নন। আবেদন করে বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার হাজারো শিক্ষক-কর্মচারী অবসর ও কল্যাণ সুবিধার টাকা পাচ্ছেন না। কর্মজীবনের শেষে নিজের প্রাপ্য টাকা না পাওয়ায় নিদারুণ কষ্টে ভুগছেন মানুষ গড়ার এসব কারিগর।

আর্থিক সংকটের কারণে এমনিতেই বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধার টাকা পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এখন সরকার পরিবর্তনের পর অবসর সুবিধা বোর্ড পুনর্গঠন না করায় এই সমস্যা প্রকট হয়েছে। কারণ, বিগত সরকারের আমলে গঠিত বোর্ডের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিরা অফিস করছেন না। দিন যত যাচ্ছে, শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধার টাকা পেতেও অপেক্ষার সঙ্গে কষ্ট ও ভোগান্তি বাড়ছে।

সারা দেশে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী আছেন পাঁচ লাখের বেশি। এসব শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর ও কল্যাণ সুবিধা দেওয়া হয় দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এর মধ্যে কল্যাণ সুবিধার টাকা দেওয়া হয় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে। আর অবসর সুবিধার টাকা দেওয়া হয় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডের মাধ্যমে।

**৬৮ হাজার আবেদন, দেওয়ার মতো টাকা নেই**

নিয়মানুযায়ী, অবসরের পরপরই অবসর ও কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষক-কর্মচারীদের চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

অবসর সুবিধা বোর্ডের সূত্রমতে, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের ৩১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী আবেদন করে অবসর ভাতা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। এর মধ্যে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জমা দেওয়া আবেদনগুলোর নিরীক্ষা (অডিট) নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কিন্তু তহবিলের অভাবে টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। সর্বশেষ ২০২০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত জমা হওয়া আবেদনগুলোর বিপরীতে অবসর সুবিধার টাকা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কল্যাণ ট্রাস্ট সূত্রে জানা গেছে, কল্যাণ সুবিধার জন্য প্রায় ৩১ হাজার আবেদন জমা আছে। এর মধ্যে এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছে ১০ হাজার ২৪২টি।

**কত টাকা দরকার**

অবসর ও কল্যাণ সুবিধার টাকার বড় একটি অংশ নেওয়া হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকেই। এ জন্য চাকরিকালীন তাঁদের মূল বেতনের ৬ শতাংশ টাকা মাসে কেটে রাখা হয়। কল্যাণ সুবিধার জন্য কাটা হয় মূল বেতনের ৪ শতাংশ। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বছরে ১০০ টাকা (৭০ টাকা অবসরের জন্য ও ৩০ টাকা কল্যাণের জন্য) নেওয়া হচ্ছে। বাকি টাকা সরকার ও চাঁদা জমার সুদ থেকে সমন্বয় করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, নিয়মতিভাবে এই তহবিলে কোনো বাজেট দেয়নি সরকার। মাঝেমধ্যে থোক বরাদ্দ হিসেবে সহায়তা দেওয়া হয়।

অবসর সুবিধা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ৬ শতাংশ হারে টাকা কাটার মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ৭০ কোটি টাকা আদায় হয়। এফডিআরের লভ্যাংশ হয় প্রতি মাসে ৩ কোটি টাকা। কিন্তু প্রতি মাসে গড়ে অবসর সুবিধার জন্য আবেদন জমা পড়ে ১ হাজার, যা নিষ্পত্তি করতে প্রতি মাসে দরকার ১১৫ কোটি টাকা। এর মানে হলো প্রতি মাসে ৪২ কোটি টাকা ঘাটতি থাকে; বছরে যা ৫০৪ কোটি টাকা। বর্তমানে জমা হওয়া ৩৭ হাজার আবেদন নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজন প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা।

অবসর সুবিধা বাবদ শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে যে টাকা কেটে রাখা হয়, তা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের (পদ অনুযায়ী) নামে খোলা ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমানে নিয়মিত মহাপরিচালক নেই। আরেকজন রুটিন দায়িত্ব পালন করছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এর ফলে জমা হওয়া সেই টাকা অবসর সুবিধা দেওয়ার কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

অবসর সুবিধার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কল্যাণ সুবিধার টাকা কম। বর্তমানে এই ট্রাস্টে সচিবের রুটিন দায়িত্বে আছেন ট্রাস্টের কর্মকর্তা মো. আবুল বাশার। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, শিক্ষকদের কল্যাণ সুবিধার জন্য যত আবেদন জমা আছে, তা সমাধানের জন্য এখন ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এরপর প্রতিবছর বাজেটে ২০০ কোটি টাকা দিলে কল্যাণ সুবিধা নিয়মিতভাবে দেওয়া সম্ভব।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান *প্রথম আলো*কে বলেন, এখানে দুই ধরনের সমস্যা আছে। একটি হলো তহবিলগত সমস্যা, আরেকটি হলো ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা। এই দুটি সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ জন্য প্রতিবছর সরকারকে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দিতে হবে, যেটি মূলধন হিসেবে থাকবে। এই টাকার সুদ থেকে এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে কাটা চাঁদা মিলিয়ে অবসর ও কল্যাণ সুবিধাসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরের পরপরই যেন তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা পেতে পারেন, সে জন্য সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

## সংক্ষেপে

### আমিরাতে মাঙ্কিপক্সে মৃত্যু, কুমিল্লায় লাশ দাফন

সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বাসিন্দা কামাল হোসেনের (৩৮) লাশ দেশে এসেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে গতকাল শুক্রবার সকাল আটটায় জানাজা শেষে গ্রামের বাড়িতে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এ সময় উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কামালের বাড়ি চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মুন্সিরহাট ইউনিয়নের মেসতলা গ্রামে। গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর মরদেহ ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। গত ৩ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতে তাঁর মৃত্যু হয়। চৌদ্দগ্রামের ইউএনও মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ বলেন, কামাল হোসেনের মরদেহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী দাফন করা হয়েছে। তাঁরা সেখানে উপস্থিত থেকে সার্বিক বিষয়ে খেয়াল রেখেছেন, যেন কেউ স্বাস্থ্যবিধি অমান্য না করেন।

**সংবাদদাতা**, *কুমিল্লা*

### খেলনা

ফেরি করে কাগজ ও প্লাস্টিকের তৈরি রঙিন খেলনা বিক্রি করছেন আক্কাস শেখ। গতকাল ফরিদপুরের কমলাপুরে। আলীমুজ্জামান

### নৈশপ্রহরীকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় রবিউল ইসলাম (৩৫) নামের এক নৈশপ্রহরীকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে হত্যা করা হয়। রবিউলের বাড়ি নীলফামারী জেলায়। স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ বলছে, রবিউল ঢাকা উদ্যান এলাকায় একটি নির্মাণপ্রতিষ্ঠানে নৈশপ্রহরীর কাজ করতেন। স্থানীয় বখাটেরা সেখান থেকে রডসহ বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী চুরি করতেন। চুরিতে বাধা দেওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হতে পারে। মোহাম্মদপুর থানার ওসি ইফতেখার ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, চুরিতে বাধা দেওয়ার কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

### বাল্যবিবাহ করতে এসে বাবাসহ কারাগারে বর

৩০ বছর বয়সী বর আগেও দুটি বিয়ে করেছিলেন। এবার এসেছিলেন তৃতীয় বিয়ে করতে। ১৩ বছর বয়সী কনের বাবা নেই। খালু আয়োজন করেছেন বিয়ের। বরযাত্রীদের খাওয়াদাওয়া চলছে। এ খবর চলে যায় রাজশাহীর পবার ইউএনও সোহরাব হোসেনের কাছে। সেখানে তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বর, বরের বাবা ও কনের খালুকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। গতকাল উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্দেশে ওই কিশোরীকে পবা উপজেলার বায়ায় অবস্থিত মহিলা ও শিশু-কিশোরী নিরাপদ হেফাজতিদের আবাসনে (সেফ হোম) পাঠানো হয়। দণ্ডিত বরের নাম আশরাফুল ইসলাম। তিনি বাক্‌প্রতিবন্ধী। তাঁর বাবার নাম শুকুর উদ্দিন। বাড়ি পবার বাগশৈল গ্রামে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *রাজশাহী*



আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে ইউএনএফপিএ ও *প্রথম আলো* আয়োজিত 'সেলিব্রেটিং ডটার্স' অনুষ্ঠানে *কথা হোক, বাবা-মেয়ের চিঠি* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বই হাতে অতিথিদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীরা। গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। ছবি : প্রথম আলো

# ঘর থেকেই কন্যার প্রতি যত্ন শুরু হোক

কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন

২৯টি চিঠি নিয়ে বই *কথা হোক, বাবা-মেয়ের চিঠি*। অনুষ্ঠানে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। চিঠির লেখকদের সনদ ও ক্রেস্ট উপহার।

প্রথাগতভাবে পরিবারে বাবাদের প্রভাব থাকে বেশি। বাবা পরিবারে সমতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখলে, কন্যার শিক্ষা নিশ্চিত করলে তা মেয়ের জন্য সুরক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

**মাসাকি ওয়াতাবে**, ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, ইউএনএফপিএ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

নৌকা ডুবে মাছের খাবার নষ্ট হওয়ার বেদনা তখন পরিবারের সদস্যদের। সেই খাবার বাঁচাতে শার্ট খুলে পানিতে নেমেছিলেন বাবা। উঠে দেখেন শার্টের পকেট থেকে টাকা চুরি গেছে। এরপরও হাসি মুখে বাড়ি ফিরেছিলেন। কারণ, মেয়ের জন্য কেনা নূপুরজোড়া চুরি হয়নি।

রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রীর বাসিন্দা শিল্পী আক্তার সেই স্মৃতি তুলে ধরে চিঠি নিবেদন করেছেন বাবার প্রতি। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছেন, 'এ রকম অজস্র সুখময় স্মৃতিতে তুমি আমাদের জড়িয়ে রেখেছ। যে হিজলগাছটার ওপর ভর করে তুমি আমাদের সাঁতার শেখাতে, সেই গাছটা এখনো আছে আগের জায়গাতেই। সব ঠিকঠাক, শুধু তুমি নেই, বাবা।'

*কথা হোক, বাবা-মেয়ের চিঠি* বইয়ে এমন ২৯টি চিঠি স্থান পেয়েছে। বাবা ও মেয়ের পরস্পরের প্রতি এমন ভালোবাসা, হারানোর বেদনা, মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার প্রত্যাশা, এমনকি অভিমান ও ক্ষোভ উঠে এসেছে এসব চিঠিতে।

গতকাল শুক্রবার আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন এবং *কথা হোক* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উঠে আসে বাবা-মেয়ের নানা কথা। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য 'কন্যাদের চোখে আগামী'। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) ও প্রথম আলো ডটকম যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে ইউএনএফপিএর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মাসাকি ওয়াতাবে বলেন, পরিবার থেকেই জেন্ডার সমতার চর্চা শুরু হওয়া দরকার। প্রথাগতভাবে পরিবারে বাবাদের প্রভাব থাকে বেশি। বাবা পরিবারে সমতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখলে, কন্যার শিক্ষা নিশ্চিত করলে তা মেয়ের জন্য সুরক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

*প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, মেয়েদের জীবনযাপন এখনো অনেক দুঃসহ। মেয়েদের প্রতি যত্ন নিতে প্রত্যেকের দায়িত্ব পালন করা দরকার। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে এমন আরও ভালো ভালো উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

ইউএনএফপিএ পরিচালিত একটি প্রচারাভিযান হচ্ছে 'সেলিব্রেটিং ডটার্স'। ২০২২ সাল থেকে 'আমার মেয়ে, আমার আগামী' স্লোগানে শুরু এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারী ও মেয়েদের সঠিক মূল্যায়ন এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মেয়েদের অবদানের স্বীকৃতি ও উদ্‌যাপন।

২০২৩ সালের শেষ দিকে এই প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রথম আলো ডটকমের সহযোগিতায় 'কথা হোক' নামে উদ্যোগ নেয় ইউএনএফপিএ। ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে প্রচারাভিযানটি প্রায় ৮৪ লাখ অনলাইন ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়। প্রায় ১৬ লাখ পাঠক জানতে পারেন চিঠি লেখার এই আয়োজনের কথা।

এরপর সারা দেশ থেকে আসা তিন শতাধিক চিঠি থেকে ২৯টি চিঠি নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় *কথা হোক, বাবা-মেয়ের চিঠি* শিরোনামে বই প্রকাশ করে প্রথমা প্রকাশন। বইটির সম্পাদক সাইদুজ্জামান রওশন ও খায়রুল বাবুই।

২৯টি চিঠির মধ্যে নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার ফজলে এলাহী ও রাজধানীর খিলগাঁওয়ের বাসিন্দা দেবাশ্রিতা পাল প্রাচুর্যের লেখা দুটি চিঠি সেরা নির্বাচিত হয়।

**অভিমান-ক্ষোভে ভরা চিঠি**

বাবার প্রতি অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখা চিঠিও স্থান পেয়েছে বইটিতে।

বাবাকে নিয়ে বিদ্বেষ-ভালোবাসামিশ্রিত আবেগে চিঠি লিখেছেন মিরপুরের বাসিন্দা ৮০ বছর বয়সী আমেনা খাতুন। বাবা ১৬ বছর বয়সে পাকিস্তান এয়ারলাইনসে কর্মরত এক তরুণের সঙ্গে বিয়ে দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বামী মারা গেলে তিনি চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে করাচি থেকে ঢাকায় চলে আসেন। তখন বাবার ভূমিকার কথা তুলে ধরে 'জীবনঝড়ে ঝরে যাইনি' শিরোনামের চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'মানুষ যখন বাবা দিবসে বলে, পৃথিবীতে কিছু খারাপ পুরুষ আছে। কিন্তু একটিও খারাপ বাবা নেই। আমার তখন হাসি পায়। কষ্ট বুকে চেপে অনেক কথা লিখলাম, বাবা। যেখানেই আছ ভালো থেকো।'

**বাবার সহযোগিতা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়**

প্যানেল আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়সের আগে অর্ধেক মেয়ের বাল্যবিবাহ হচ্ছে। বাল্যবিবাহের কারণে অল্প বয়সে গর্ভধারণ এবং মা ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পরিবার থেকে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মেয়েদের জন্য সুন্দর পরিবেশ গড়া সম্ভব।

অনুষ্ঠানের আরও বক্তৃতা করেন পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব খ ম হারুন, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক কথাসাহিত্যিক আফসানা বেগম, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের প্রধান ইসমত জাহান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে *কথা হোক* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন ইউএনএফপিএর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং *প্রথম আলোর* সম্পাদক।

সেরা চিঠির একটির ওপর ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। মিলনায়তনের বাইরেও চিঠি ও বাবা-মেয়ের বিভিন্ন আবেগঘন আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়।

অনুষ্ঠানে বাছাই করা ২৯ চিঠির লেখককে সনদ ও ক্রেস্ট উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষক প্রিয়াঙ্কা গোপ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থী অনুভা ঐশী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রুহানি সালসাবিল।

**ভোগান্তি** প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামলেও বগি চলে গেছে আউটার সিগন্যাল পর্যন্ত। এ অবস্থায় ওঠানামা করেন যাত্রীরা। এতে ট্রেন ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত যানবাহন ও পথচারীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। গতকাল সকালে গাজীপুরের শ্রীপুর রেলস্টেশনে। ছবি : সাদিক মৃধা

# মাথায় গুলি লেগেছে রুবেলের, যন্ত্রণায় ঘুমাতে পারেন না

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

পোশাককর্মী রুবেলের বাড়ি গাইবান্ধায়। ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আশুলিয়া থানার কাছে গুলিবিদ্ধ হন তিনি।

**প্রতিনিধি**, *গাইবান্ধা*

আহত রুবেল মণ্ডলের দিন কাটছে শুয়ে-বসে। গতকাল গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর বড় শিমুলতলা গ্রামে। ছবি : প্রথম আলো

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিক রুবেল মণ্ডল (২৮)। তাঁর মাথার ভেতরে দুটি গুলি আটকে আছে; সব সময় যন্ত্রণা করে। রাতে তিনি ঘুমাতে পারেন না। চিকিৎসকেরা উন্নত চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু টাকার অভাবে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে না।

রুবেল মণ্ডলের বাড়ি গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার কিশোরগাড়ি ইউনিয়নের বড় শিমুলতলা গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের রিকশাচালক বাবলু মিয়ার ছেলে। মা রওশন আরা বেগম গৃহিণী। রুবেল স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে ঢাকার সাভারে থাকতেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। গত ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আশুলিয়া থানার কাছে গুলিবিদ্ধ হন। পরে তিনি গ্রামের বাড়িতে ফিরে যান।

তিন ভাইবোনের মধ্যে রুবেল মণ্ডল বড়। ছোট ভাই ওয়াশিম মণ্ডল ঢাকায় রিকশা চালান। একমাত্র বোন রুমানা আক্তারের বিয়ে হয়েছে। রুবেল অষ্টম শ্রেণি পাস। রুবেল প্রায় ১২ বছর আগে ঢাকার আশুলিয়ায় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি নেন। সাত বছর আগে সাথি বেগমকে বিয়ে করেন। সাথিও পোশাক কারখানায় চাকরি করেন।

গত বৃহস্পতিবার বড় শিমুলতলা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে রুবেল মণ্ডলের সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, ৪ আগস্ট সন্ধ্যা ছয়টায় কারখানা ছুটি হয়। তখন সড়কে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল। আশুলিয়া থানার সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া শুরু হয়। পুলিশের গুলিতে তাঁর চোখের সামনে এক শিক্ষার্থী মারা যান। অনেকে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। এসব দৃশ্য দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি তিনি। যোগ দেন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে। হঠাৎ তাঁর মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুলি লাগে; মাটিতে পড়ে যান। এ অবস্থায় ছোট ভাই ওয়াশিমকে ফোন করেন। তিনি আশপাশেই ছিলেন। ওয়াশিম তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে শরীর থেকে পাঁচটি গুলি বের করা হয়। মাথার তিনটি গুলি বের করা সম্ভব হয়নি।

পরে রুবেল ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, মাথার গুলি বের করা সম্ভব নয়। ২৮ আগস্ট নিজ বাড়ি পলাশবাড়ীতে চলে আসেন রুবেল মণ্ডল। তিনি বলেন, মাথায় তীব্র ব্যথা ও যন্ত্রণা হচ্ছিল। এক সপ্তাহ আগে রংপুরের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) গিয়ে একটি গুলি বের করা হয়। এখনো তাঁর মাথায় দুটি গুলি রয়েছে। একটি মাথার বাঁ পাশের কানের ওপর এবং আরেকটি মাথার পেছনে।

রুবেল মণ্ডল জানান, আহত হওয়ার আগে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই চাকরি করতেন। বর্তমানে কারও চাকরি নেই। কয়েক দিন আগে তাঁর স্ত্রী চাকরির খোঁজে ঢাকায় গেছেন। মেয়ে রুনা আক্তার (৫) ও ছেলে জিহাদ মণ্ডলকে (৩) নিয়ে তিনি বাড়িতে আছেন। রিকশাচালক বাবার উপার্জনে কোনোমতে পাঁচজনের সংসার চলছে।

রুবেল মণ্ডল বলেন, 'ঢাকা ও রংপুরে কোনো হাসপাতাল মাথার গুলি বের করতে সাহস পাচ্ছে না। এখানকার চিকিৎসকেরা বলছেন, বিদেশে যেতে হবে। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার টাকা পাব কোথায়?'

বাবা বাবলু মিয়া বলেন, '১৩ শতক বাড়িভিটে ছাড়া হামার কোনো জমিজমা নাই। বয়োস হয়া গ্যাচে। একন এ্যাকসা চলাতে কষ্ট হয়। আশা করি ব্যাটাক চাকরিত পাঠানো। সোংসারোত আয়-উন্নাতি করবে, কিনতো গুলি নাগি সগ শ্যাষ হয়া গেল। এ্যাকসা চলেয়া যেকনা কামাই করি, তাক দিয়া বাজার খরোচই হয় না। ব্যাটার চিকিৎসা করামো ক্যামন করি।'

মা রওশন আরা বেগম বলেন, 'গুলির ব্যতাত ছোলটে আইতোত নিন (ঘুম) পারব্যার পায় না। ওর জন্যে হামারঘরে নিন হামার হচে। ব্যাটার বউ ঢাকাত গ্যাচে। ছোট ছোল দুইট্যাক নিয়া কষ্টোত আচি। হামার ব্যাটাক ভালো করি কেটা দিবে।'

পলাশবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল হাসান বলেন, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে রুবেল মণ্ডলের পরিবারকে খাবারসামগ্রী পাঠানো হয়েছে। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য পাঠানো হয়েছে।

# গণহত্যার বিচার শুরু হলে অনেক দ্বিধা, অনেক প্রশ্ন দূর হবে

বললেন আসিফ নজরুল

**প্রতিনিধি**, *সিরাজগঞ্জ*

আসিফ নজরুল

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যার প্রচুর আলামত পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, 'আমরা যখন জুলাই-আগস্ট মাসের পৈশাচিক গণহত্যার বিচার অচিরেই শুরু করব, তখন দেখবেন, আমাদের অনেক দ্বিধা, অনেক প্রশ্ন দূর হয়ে যাবে।'

গতকাল শুক্রবার বিকেলে সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আখড়া পূজামণ্ডপে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

বর্তমান সরকার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর উল্লেখ করে উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেন, 'সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) গঠিত হয়ে যাবে। এর কাজ কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের প্রসিকিউশন টিম গঠিত হয়েছে প্রায় এক মাস হয়ে গেছে। আমাদের ইনভেস্টিগেশন টিম গঠিত হয়েছে দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে।'

আসিফ নজরুল বলেন, 'এই দেশে আমরা কেউ সংখ্যালঘু নই, কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ নই। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা সবাই বাংলাদেশে সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার ভোগ করে থাকব। সবাই সবার ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব। সবাই শান্তি ও সুখে থাকব।'

এর আগে শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আখড়া পূজামণ্ডপে সনাতন ধর্মালম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় আসিফ নজরুল। তিনি হিন্দুধর্মালম্বীদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা কখনো কোনো দিন কোনো রাজনৈতিক দলের ফাঁদে পা দেবেন না। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ, আপনারা স্বাধীনভাবে চলবেন। আপনাদের নিয়ে খেলা তো কোনো দলই কম করেনি। আমরা এই সরকারে আসার পর আমাদের কাছে মনে হয়েছে, এটা যথেষ্ট হয়েছে। আপনারা কখনো বিপন্ন বোধ করবেন না, অসহায় বোধ করবেন না। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু করার, প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আছে, তাদের সমর্থনে, তাদের আগ্রহে যতটুকু করা যায় আমরা করব।'

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে জেলার শাহজাদপুরে অবস্থিত রবীন্দ্র কাছারিবাড়ি পরিদর্শন করেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। পরে মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। শেষে সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী চলনবিল ঘুরে দেখেন তিনি।

# ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ সিন্ডিকেট : উপদেষ্টা

**বাসস**, *ঢাকা*

ডিমের মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ সিন্ডিকেট বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি বলেন, এসব বিষয় মাথায় নিয়েই কাজ করছে সরকার। বাজারে নিয়মিত অভিযান চলছে। ইতিমধ্যে পাইকারিতে কিছুটা দাম কমছে। দ্রুতই দাম নাগালে আসবে।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (কেআইবি) বিশ্ব ডিম দিবস-২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল এবং ওয়াপসা-বিবি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ সময় ডিমকে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে ফরিদা আখতার বলেন, ডিম সহজলভ্যতার দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডিম প্রাপ্যতার কোনো বৈষম্য থাকবে না।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা আরও বলেন, বছরের আশ্বিন-কার্তিক মাসে সবজির সরবরাহ কমে যাওয়ায় ডিমের চাহিদা বাড়ে। ডিম সাধারণ খামারি থেকে কয়েক দফা হাত বদল হয়ে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছায়। এ কারণেই ডিমের দাম বেড়ে যায়। এ জন্য উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সরাসরি কীভাবে ডিম পৌঁছানো যায়, সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে।

**করোনা শনাক্ত ১ জনের**

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি, ঢাকা

**মেলা** পূজার মেলায় বাহারি রঙে রাঙানো খেলনা ও মাটির তৈজসপত্রের পসরা সাজিয়ে বসেছেন পাল সম্প্রদায়ের লোকজন। মেলা থেকে পছন্দের জিনিস কিনছেন ক্রেতারা। গতকাল বিকেলে বগুড়া শহরের মালতীনগর বারোয়ারি দুর্গামন্দিরে। সোয়েল রানা

# ইলিশ আর কত অত্যাচার সহ্য করবে

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

তাঁদের কাছে সাধারণ জেলেরা ভিড়তে পারেন না। এ সমস্যা সাগরেও আছে। জেলেরা গভীর সাগরে জাল পেতে বসে থাকলে সাগরের ট্রলিং জাহাজ ইলিশ জাল ছিঁড়ে চলে যায়। কিছু বললে পাইপ দিয়ে গরম পানি মারে।

মেঘনা ও সাগরমোহনায় দেখা যায়, কিছু দূর পরপর লোহার ড্রাম, প্লাস্টিকের কনটেইনার, খুঁটির মাথা বের হয়ে আছে। এলাকাবাসী বলেন, এগুলো বিন্দিজাল, যার ভালো নাম বেহুন্দি জাল। এ জালের মুখটা হাঁ করে থাকে, যা পায় তা-ই গিলে খায়। আর ত্রিভুজাকৃতি জালের পেছনটা লেজের মতো, যার নাম দুইররা।

এ জাল নদীর মধ্যে রড, ইটের বস্তা, বাঁশ-খুঁটি দিয়ে স্থায়ীভাবে বসানো হয়। মুখ দিয়ে যা ঢোকে, তা আর বের হতে পারে না। দেখা যায়, জেলেরা দিনে দুবার লেজটা খুলে নৌকার মধ্যে ঢেলে দেন। তীরে এসে বাছাই করে বড় মাছগুলো বাজারে, আড়তে বিক্রি করেন। ইলিশের জাটকা, অন্য ছোট মাছ ও রেণুপোনাও থাকে। জেলেরা বড় মাছগুলো রেখে ছোট মাছ, জলজ প্রাণী, মাছের খাদ্যকণা হয় রাস্তায় ফেলে দেন, নয়তো রোদে শুঁটকি দেন।

জেলেরা জানান, নদীতে তাঁরা সাধারণত কম পানিতে বেহুন্দি পাতেন। কিন্তু সাগরমোহনায় ৬ বাম (এক বামে ৪ হাত) থেকে ২৫ বাম পানির মধ্যেও বেহুন্দি জাল পাতছেন। তাহলে মাছ নদীতে ঢুকবে কীভাবে?

প্রকল্প পরিচালক এমদাদুল্যাহ বলেন, ইলিশের জাটকা-পোনা, ছোট ছোট মাছ ও বাচ্চারা ৩-৪ ফুট পানিতে থাকে। গভীর পানির চাপ সহ্য করতে পারে না। তাই জোয়ারের সময় খাবারের সন্ধানে বাচ্চাগুলো ডুবোচরে আশ্রয় নেয়। ভাটার সময় প্রভাবশালীরা অবৈধ জালে সেগুলো ধরে ফেলেন। তিনি আরও বলেন, সাগরমোহনার পটুয়াখালীর সোনার চর, ভোলার ঢালচর, নোয়াখালীর নিঝুম দ্বীপ, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ এলাকাগুলো ইলিশের নদীতে উঠে আসার রুট। এসব মোহনা এলাকায় স্থায়ীভাবে প্রচুর পরিমাণে বড় বড় বেহুন্দি জাল পাতা হচ্ছে। মেঘনা-তেঁতুলিয়া নদীতেও অনেক ডুবোচরে অবৈধ জাল পাতা ছিল। তিনি ভোলায় থাকাকালে অবৈধ জালগুলো নষ্ট করে দেন।

জাটকার বেশি ক্ষতি করে বেহুন্দি জাল। ২ নম্বরে খুঁটি বা খরচি জাল, তারপর পিটানো জাল, মশারি বা চর ঘেরাজাল, তারপরে পাইজাল, ঘুন্টি জাল, কোনা জাল, ধরা জাল, অনেক পেছনে কারেন্ট জাল। একটা বেহুন্দি জালে যে পরিমাণ জাটকা ধ্বংস হয়, কারেন্ট জালের সেটা করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। একটা পিটানো জাল একবারে এক হাজার কারেন্ট জালের সমান ক্ষতি করে। এসব ধ্বংসাত্মক অবৈধ জাল কোনো গরিব জেলে পাতেন না। গরিব জেলে যদি জাটকা ধরেনও সেগুলো সবচেয়ে বড় আকারের। ধনী প্রভাবশালীদের অবৈধ জালেই ইলিশের ডিম-পোনাসহ অন্যান্য মাছের রেণুপোনা ধ্বংস হচ্ছে।

**আরেক শত্রু বালুডাকাত**

ভোলার জেলেরা বলেন, ডুবোচর, অবৈধ জাল ছাড়াও নদীতে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ না ওঠার আরেক কারণ ভরা মৌসুমে মেঘনা-তেঁতুলিয়া নদী থেকে বালু উত্তোলন। গত মাসের শুরুর দিকে বালু উত্তোলন বন্ধের দাবিতে তাঁরা ইলিশায় বিশাল মানববন্ধন করেছেন। এর আগে অনেকবার জেলা প্রশাসনকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে।

ভোলা জেলা প্রশাসনের রাজস্ব শাখা থেকে জানা যায়, দুই বছর ধরে জেলা প্রশাসন চারটি প্যাকেজে মেঘনা নদীতে বালুমহাল ইজারা দিয়ে আসছে। ইজারাদার প্রতিবছর ৪ কোটি ১৮ লাখ ২৬ হাজার ৩২০ ঘনফুট বালু খনন বা উত্তোলন করতে পারবে।

কিন্তু সরেজমিন দেখা যায়, বৈধভাবে বালু তোলার পাশাপাশি ভোলার দক্ষিণ মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে রাতের আঁধারে চুরি করে লাখ লাখ ঘনফুট বালু কাটা হচ্ছে। প্রশাসন প্রায়ই এদের খননযন্ত্র, জাহাজ ও লোকজন জব্দ করে জরিমানা করছে।

ভোলা জেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম মাঝি বলেন, মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদী ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্র ও নার্সারি, যেখানে ইলিশের ডিম ফুটে বাচ্চা বড় হয়, সেখানে কীভাবে বালু উত্তোলন হয়?

জানা গেছে, ইলিশের প্রজনন ও জাটকা বেড়ে ওঠার সময় বালু তোলা বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোয় মৎস্যসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

» আগামী পর্ব : **দাদনের ফাঁদে ইলিশ**

## ইলিশ ধ্বংসে আ.লীগের সঙ্গে এখন বিএনপিও যুক্ত হয়েছে

**প্রতিনিধি**, *ভোলা*

ভোলায় মেঘনার মোহনায় অবৈধ বেহুন্দি জাল দিয়ে এখনো জাটকা ধরে বেড়ান একদল জেলে। নদীতে ওই সব জেলেকে দেখা গেলেও তাঁদের পেছনে আছে এক বিশাল চক্র। এ চক্রের দলনেতা বা পালের গোদা হচ্ছেন সকেট জামাল নামের এক ব্যবসায়ী। এ চক্রে স্থানীয় আওয়ামী লীগের একদল নেতা জড়িত ছিলেন। এখন স্থানীয় বিএনপি নেতারাও যোগ দিয়েছেন।

সরেজমিনে ভোলার বঙ্গেরচর, দৌলতখানের হাজিরহাট, তজুমদ্দিনের চর রায়হান, চর মোজাম্মেল, বাসনভাঙার চর, মনপুরার কলাতলী, কাজীরচর, চরফ্যাশনের চরপাতিলা, কুকরি-মুকরি, ঢালচর, চর নিজাম, তারুয়া এবং তেঁতুলিয়া নদীর মধ্যে জেগে ওঠা চর মুজিবনগর, শাহাজালালে যাওয়ার সময়ও দেখা যায়, ডুবোচরগুলো দখল করে বেহুন্দির মতো ছোট ফাঁসের জাল পেতে জেলেরা মাছ শিকার করছেন। এর মধ্যে জাটকাই বেশি।

**সকেট জামালদের কবলে ইলিশ**

জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ভোলা সদর ও দৌলতখানে মেঘনা নদীর মধ্যে যত ডুবোচর আছে, সব চরের মধ্যে ও আশপাশ দখল করে জামাল উদ্দিন ওরফে সকেট জামালের জেলেরা জাল পেতে মাছ শিকার করছেন। আওয়ামী লীগের সময় এবং বর্তমানেও মেঘনার নিয়ন্ত্রণ এই সকেট জামালের হাতে।

জেলেরা জানান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে সকেট জামালের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পেশিশক্তি ও অস্ত্র প্রদর্শন করে সকেট জামালের লোকজন মেঘনায় অবৈধ জাল পেতে ছোট ইলিশ শিকার করছেন।

সকেট জামালের বিরুদ্ধে হত্যাসহ কয়েকটি মামলা রয়েছে। তাঁর মুঠোফোনে যোগাযোগ করে সরাসরি প্রশ্ন করি, 'সদর ও দৌলতখানে মেঘনা নদীতে জেগে ওঠা ডুবোচর দখল করে আপনার ও আপনার আত্মীয়স্বজনের জেলেরা অবৈধ জাল পেতে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার ছোট ইলিশ ও জাটকা ধরছেন। এটা কি আপনি জানেন?'

প্রশ্ন শুনে জামাল উদ্দিন 'এই কথা কইছে কে' বলে হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'একটা কথা বলি। এখন আমনে মদনপুর, কাইচ্চার চাইরপাশে ঘুইরা আইয়েন। কোথাও যদি কোনো জাল পান, তারপরে কইয়েন। দূর থেকে অনেকে অনেক কথা বলে। টোটাল ব্যবসা বন্ধ কইরা দিছি।'

'তাহলে ভোলার চর, বঙ্গেরচরের খেও পাতা নিয়ে উপজেলা নির্বাচনের পর কয়েক দফা সংঘর্ষ হলো, সেটি কী কারণে?'

সকেট জামাল বলেন, 'বঙ্গেরচরের খেওড়া (জালপাতার জলসীমানা) খাইত রাজাপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজান খাঁ আর কয়েকজন। মিজান খাঁর লগে আমাগো একসময় বিরোধ আছিল। এখন দুই ঠগাপার্টি এক হইছি।'

জেলেরা জানান, ৫ অক্টোবর খরছি জালে ২ লাখ ৭০ হাজার টাকার ইলিশসহ অন্যান্য মাছ পাওয়া গেছে। এসব ইলিশের ৯০ ভাগই জাটকা। এ মাছ বিক্রির টাকা থেকে খরচ বাদ দিয়ে দুই ভাগ হয়। এক ভাগ জেলেদের দিয়ে আরেক ভাগ জমা হয়। এক থেকে দেড় মাস পর জমার টাকা ৬০ ভাগ হয়।

এই ৬০ ভাগের মালিক কিছু প্রভাবশালী জেলে নেতা, আড়তদার ও আওয়ামী লীগ নেতা। এখন সেখানে বিএনপি নেতারা যুক্ত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজন জানান, টাকার ভাগাভাগি ও প্রভাব বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষ ইতিমধ্যে কয়েক দফায় বিরোধে জড়িয়েছে।

দৌলতখান উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা মাহফুজ আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'জামাল উদ্দিনের (সকেট জামাল) জেলেদের পাতা অবৈধ জাল উৎখাত করতে গেলে তাঁর লোকজন স্পিডবোট নিয়ে আমাদের ধাওয়া করেন। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। তারপরও আমি দমে যাইনি। গুলি ছোড়ার পরদিনই সেই অবৈধ পাই জাল জব্দ করে পুড়িয়ে দিয়েছি।'

## ইলিশ অন্য মাছ থেকে আলাদা

**অভিমত**

**আনিসুর রহমান**

আনিসুর রহমান

প্রাকৃতিকভাবে অথবা মনুষ্যসৃষ্ট যেকোনো বাধা পেলেই ইলিশ ফিরে যায় বা সাগর থেকে নদীতে ওঠে না। কারণ, ইলিশ খুবই সংবেদনশীল, বিচিত্র স্বভাবের। এর জীবনাচরণ অন্য মাছ থেকে আলাদা। খাওয়াদাওয়া ও প্রজননের উদ্দেশ্যে ইলিশ সাগর থেকে মোহনা অতিক্রম করে নদ-নদীতে উঠে আসে। ডিম ছেড়ে ফিরে যায়। সাগরেই বসবাস করে। নদীর পানিতে ডিম ছাড়ে এবং বংশবিস্তার করে।

স্বাভাবিক সময়ে ডুবোচরের কারণে ইলিশ নদীতে ওঠে না; বাধা পেলে ফিরে যায়, সেটা ঠিক। তবে একটা ব্যাপার হলো, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময়, যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, ঝড়বৃষ্টি হয়, নদীতে পানি বাড়ে, যখন ইলিশ প্রজননের প্রেরণা অনুভব করে, তখন সব রকম বাধা অতিক্রম করে নদীতে উঠে আসে এবং ডিম ছেড়ে আবার সাগরে ফিরে যায়।

কিন্তু ইলিশের চলাচলে পথের বাধা যদি প্রকট হয়, জলবায়ুর যদি ব্যাপক পরিবর্তন হয়, তাহলে সব বাধা অতিক্রম করে আসার তাগিদ কমে যাবে, যা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এ জন্য জেলেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং আইন মান্য করাতে হবে।

যখন বৃষ্টিপাত কম হয়, এবার যেমন অনাবৃষ্টি হলো, প্রচণ্ড গরম পড়েছে, এ কারণে ইলিশ খুব সমস্যায় পড়েছে। সে ক্ষেত্রে বৃষ্টি ও পানির প্রবাহ বাড়ার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যখন অক্টোবরে পূর্ণিমার সময় বৃষ্টিপাত বাড়ে, ডুবোচর ডুবে যায়, পানির গভীরতা বাড়ে, তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়, তখন ইলিশের নদীতে উঠে আসার একটা সেতুবন্ধ গড়ে ওঠে।

গত মে মাসে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল নিয়ে নিঝুমদ্বীপে গিয়েছিলাম। তখন সাগরমোহনায় অনেক বেহুন্দি জাল পাতা দেখেছি। এটা দুইভাবে ইলিশের ক্ষতি করছে। এই জাল দীর্ঘদিন পাতা থাকার কারণে পলি জমে চর পড়ে। দুই, এ জালে ইলিশের জাটকাসহ অন্যান্য মাছের রেণুপোনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এভাবে ইলিশ সম্পদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়।

প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়োজিত জেলেরা নানা রকম অবৈধ জাল দিয়ে চর দখল করে ইলিশের মাইগ্রেটরি রুট, প্রজননক্ষেত্র, মাছের বাস্তুতন্ত্র, খাবারের স্থান ধ্বংস করছেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা ইলিশসহ মৎস্য সম্পদের বিশাল ক্ষতি করছেন।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তনের কারণে ঋতুগত পরিবর্তন হচ্ছে। নদীর পানি কমে যাচ্ছে, পানিতে খাবার কমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে জোয়ারে লবণাক্ততা ধেয়ে ওপরে উঠছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ সবকিছু ইলিশের জন্য অশনিসংকেত।

এ ছাড়া বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ নদ-নদীর দূষণ গজারিয়া দিয়ে ব্যাপক হারে মেঘনা-তেঁতুলিয়ায় নামছে। এই দূষণ অবশ্যই ইলিশ কম ওঠার আরেকটা কারণ।

ভোলাসহ যেসব অঞ্চলে ইলিশের প্রজননক্ষেত্রে, নার্সারি ক্ষেত্রে ও ইলিশের মাইগ্রেট অঞ্চলে বালু তোলা হচ্ছে, সেখানে ইলিশের বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) বা বাস্তুভিটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মেঘনা-তেঁতুলিয়া ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্র, নার্সারি ও মাইগ্রেটরি অঞ্চল। এখানে আরও সচেতনতা বাড়াতে হবে।

● **ড. আনিসুর রহমান** ইলিশ গবেষক ও চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

এএফপিকে সাক্ষাৎকার

## বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে শেখ হাসিনার বিচার চান জামায়াতের আমির

**এএফপি**, *ঢাকা*

শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগীদের বিচার জনগণের দাবি। বিচারের মুখোমুখি করা না হলে ভবিষ্যতে তাঁরা আরও অপরাধ করবেন।

আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন জামায়াতের আমির। গতকাল শুক্রবার এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এএফপি।

রাজধানীতে জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শফিকুর রহমান বলেন, 'আমাদের সঙ্গে অবিচার হয়েছে বলে অন্য কারও সঙ্গে অবিচার হোক—এমন নীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। তবে মানুষ তাঁদের (শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগী) বিচার চায়। যদি বিচারের মুখোমুখি না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তাঁরা আরও অপরাধ করবেন।'

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিয়ে শেখ হাসিনা ভারতে চলে যান। এই অভ্যুত্থান ঘিরে হতাহতের ঘটনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ জমা পড়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে এই ট্রাইব্যুনালেই জামায়াতের কয়েকজন নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শফিকুর রহমান বলেন, 'দেশে যখন মানবতাবিরোধী অপরাধ হবে, তখন তা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে কোনো সমস্যা নেই।'

## তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

**প্রথম আলো ডেস্ক**

একটি মোটরসাইকেলে তিনজন যুবক। সম্পর্কে তাঁরা বন্ধু। তবে কারও মাথায়ই হেলমেট নেই। দ্রুতগতিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলছিল বাইকটি। অতিরিক্ত গতির কারণে হঠাৎ বাইকটি একটি কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ধাক্কা লাগলে মহাসড়কে ছিটকে পড়েন তিন বন্ধু। এ সময় পেছনে থাকা একটি চলন্ত ট্রাক মোটরসাইকেল আরোহী ওই তিন বন্ধুকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর আরেকজনের প্রাণ গেছে। আরেক যুবকের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে মহাসড়কের কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার উজিরপুর ইউনিয়নের ছামচেড়ি এলাকায়।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন পাশের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার দেলোয়ার হোসেন (২৫) এবং জয়নগর এলাকার মো. সাগর মিয়া (২৩)।

টাঙ্গাইল ও দিনাজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে একটি ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন কাভার্ড ভ্যানের চালক। গতকাল ভোরে যমুনা সেতুর পূর্ব প্রান্তের সংযোগ সড়কের সল্লা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ট্রাকচালকের নাম আজহার আলী। তিনি ঠাকুরগাঁওয়ের মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

দিনাজপুরের বিরামপুরে বালুবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে জহুরুল ইসলাম (৫২) নামের এক ভ্যানযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে পৌর শহরের নবাবগঞ্জ-বিরামপুর সড়কের কুঁচিয়ামোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

# সাতজনকে আসামি করে মামলা, দুজন গ্রেপ্তার

**পূজামণ্ডপে সংগীত-বিতর্ক**

চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদ্‌যাপন কমিটির অর্থ সম্পাদক সুকান্ত বিকাশ গতকাল শুক্রবার মামলাটি করেন।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম নগরে একটি পূজামণ্ডপের অনুষ্ঠান মঞ্চে ইসলামি সংগীত পরিবেশনের ঘটনায় চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির ছয় সদস্যসহ সাতজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদ্‌যাপন কমিটির অর্থ সম্পাদক সুকান্ত বিকাশ মহাজন গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় নগরের কোতোয়ালি থানায় মামলাটি করেন।

চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির সদস্য শহীদুল করিম, নুরুল ইসলাম, আবদুল্লাহ ইকবাল, মো. রনি, গোলাম মোস্তফা ও মো. মামুন গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে নগরের রহমতগঞ্জের জে এম সেন হলে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান মঞ্চে উঠে গান করেন। মামলায় এই ছয়জনের সঙ্গে তাঁদের অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদ্‌যাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সজল দত্তকেও (ঘটনার পর বহিষ্কৃত) আসামি করা হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে দুজনকে রাতে নগরের পৃথক স্থান থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন তানজিমুল উম্মাহ মাদ্রাসার শিক্ষক শহীদুল করিম এবং দারুল ইরফান একাডেমির শিক্ষক নুরুল ইসলাম।

মামলার বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফজলুল কাদের চৌধুরী জানিয়েছেন। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, গানের ভাষায় শব্দচয়নের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে জে এম সেন হল প্রাঙ্গণে মহানগর পূজা উদ্‌যাপন কমিটি স্থানীয় বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠীর মাধ্যমে সন্ধ্যার পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বী লোকজন পূজামণ্ডপে আসতে শুরু করেন এবং অনুষ্ঠান উপভোগ করতে থাকেন। ইতিপূর্বে পূজা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সজল দত্ত (ঘটনার পর বহিষ্কৃত) চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির একদল শিল্পীকে অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করার কথা বলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার দিন (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়) চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির একদল শিল্পী অনুষ্ঠানে আসেন এবং দুটি গান পরিবেশন করেন। এর মধ্যে একটি গানের ভাষার শব্দচয়নে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মতো মনে হওয়ায় পূজা উদ্‌যাপন কমিটি তাৎক্ষণিক গান বন্ধ করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা চিন্তা করে বন্ধ করেনি। ইতিমধ্যে পরিবেশন করা একটি গান (গজল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্নভাবে বিভিন্নজনের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। বর্তমানে ওই গজলকে ঘিরে চট্টগ্রামের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। আসামিরা একই উদ্দেশ্যে প্রতিহিংসাবশত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিকে অবমাননা করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গোলমাল সৃষ্টি করতে বিদ্বেষমূলক শব্দচয়ন করে গজলটি পরিবেশন করে। যার ফলে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মামলার বাদী সুকান্ত বিকাশ মহাজন বলেন *প্রথম আলো*কে, চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির শিল্পীরা গান পরিবেশন করবেন, তা সজল দত্ত তাঁদের জানাননি। অনুষ্ঠানসূচিতেও এটা ছিল না।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির ছয় সদস্য দুর্গাপূজার মঞ্চে দুটি গান পরিবেশন করেন। সংগঠনটি জামায়াতে ইসলামী-সমর্থিত বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে এ ঘটনায় যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য্য ও সাধারণ সম্পাদক হিল্লোল সেনকে কমিটি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সজল দত্তকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ভারতীয় হাইকমিশনের উদ্বেগ

## কালীমন্দিরের চুরি যাওয়া স্বর্ণের মুকুট এখনো উদ্ধার হয়নি

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *খুলনা*

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার যশোরেশ্বরী কালীমন্দির থেকে চুরি যাওয়া প্রতিমার মাথার স্বর্ণের মুকুটটি এখনো উদ্ধার হয়নি। এ ঘটনায় গতকাল শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। চুরির ঘটনায় থানায় কোনো মামলাও হয়নি। এদিকে এ স্বর্ণের মুকুট চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতীয় হাইকমিশন।

শ্যামনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তাইজুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, মন্দিরের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে জড়িত ব্যক্তিকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। ওই ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তবে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

২০২১ সালের ২৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যশোরেশ্বরী কালীমন্দির পরিদর্শনে গিয়ে কালীপ্রতিমার মাথায় স্বর্ণের ওই মুকুটটি পরিয়ে দিয়েছিলেন। মুকুটটি চুরি হয়ে যাওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ বলছে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তারা চোর শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মন্দিরের মূল অংশটি (কালীপ্রতিমা রাখার স্থান) কলাপসিবল গেট ও তালা দিয়ে আটকানো থাকে। গতকাল দুপুরের দিকে সেখানে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান চলছিল। বেলা তিনটার কিছুক্ষণ আগে প্রতিমার মাথায় থাকা স্বর্ণের মুকুটটি চুরি হয়ে যায়।

এ ঘটনায় মন্দিরের পুরোহিত, তত্ত্বাবধায়কসহ তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে যশোরেশ্বরী কালীমন্দির থেকে প্রতিমার মাথার স্বর্ণের মুকুট চুরির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এমন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন।

ভারতীয় হাইকমিশন বলেছে, মোদির উপহার দেওয়া মুকুট চুরির বিষয়টি তাদের নজরে এসেছে। সেটি উদ্ধার এবং চুরির ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে তারা।

# 'অবাধ্য' নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের স্তূপ

**প্রথম পৃষ্ঠার পর**

একটি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বিএনপি আগামী দিনের রাজনীতিতে বা ক্ষমতায় গেলে নেতা-কর্মীরা কী ধরনের আচরণ করতে পারেন, বিতর্কিত কর্মকাণ্ডগুলো সেসব প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং দলীয় শৃঙ্খলার ব্যাপারে খুব কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। গত ১১ আগস্ট দলের বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহানের পদ স্থগিত করার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়। সর্বশেষ গতকাল শুক্রবার রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান হত্যার ঘটনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রবিউল আলমকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে দলটি।

বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর সূত্র জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ১ হাজার ২৩ জন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫২৩ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ, ৪৩৭ জনকে বহিষ্কার, ২৪ জনের পদ স্থগিত, ৩৫ জনকে সতর্ক এবং ৪ জনকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ব্যবস্থা নেওয়া নেতাদের মধ্যে দলের নীতিনির্ধারণী পর্ষদ স্থায়ী কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকসহ বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা রয়েছেন। এর মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশের পর, আবার অনেকের বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে অভিযোগ পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রুহুল কুদ্দুস তালুকদার ও এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ও বিলকিস জাহান, কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তরের দায়িত্বে থাকা জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বিএনপির নামে কেউ কেউ দখলদারি, চাঁদাবাজি করতে পারে। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে বিএনপিসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের প্রায় চার শর বেশি বহিষ্কার করেছি, অনেকের পদ স্থগিত করা হয়েছে। কই মিডিয়ায় তো এসব লেখা হয় না। তারেক রহমানের নির্দেশে দখলদারত্বে যার নাম পাওয়া যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

**ঢাকা উত্তরের কমিটি কেন বাতিল হলো**

গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাতে হঠাৎ করেই ঢাকা মহানগর উত্তরের কমিটি বাতিল করে বিএনপি। কিন্তু ঠিক কী অভিযোগে এই কমিটি বাতিল করা হলো, তার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ জানানো হয়নি। দলের নেতারাও এ বিষয়ে কিছু বলছেন না।

তবে *প্রথম আলো*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'আমরা এতটুকু কোনো অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন (ব্যবস্থা) নিয়েছি। আমরা ঢাকা সিটির উত্তরের কমিটি বাতিল করেছি। কেন করেছি, নিশ্চয়ই অভিযোগ আছে।'

নতুন নেতৃত্ব ঘোষণার মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে এই কমিটি বিলুপ্তির পর ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক সাইফুল আলম (নীরব) ও সদস্যসচিব আমিনুল হককে নিয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে নানা গুঞ্জন ও আলোচনা চলছে। কেউ বলছেন, সাইফুল আলমের বিরুদ্ধে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে দখল-অর্থ দাবির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ গেছে। আবার কেউ বলছেন, সাবেক ফুটবলার আমিনুল হকের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বন্দরের বিতর্কিত ব্যবসায়ী ও শেখ হাসিনা সরকারের বিশেষ সুবিধাভোগী হিসেবে পরিচিত তরফদার রুহুল আমিনের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে কমিটি বাতিল করা হয়েছে। তরফদার রুহুল আমিন চট্টগ্রাম আবাহনী ক্লাবের ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি এবার বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি পদে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর সমর্থনে মাঠে নামেন বিএনপির নেতা আমিনুল হক। যদিও ফেডারেশনের সভাপতি পদে বিএনপির আরেক নেতা ও ফুটবলার তাবিথ আউয়ালও একজন প্রার্থী। যিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিকবিষয়ক কমিটির সদস্য এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে গত দুবারের প্রার্থী। ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের।

এ অভিযোগের ব্যাপারে আমিনুল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, 'তরফদার রুহুল আমিন সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী ঠিক আছে, কিন্তু তিনি তো আওয়ামী লীগের পদধারী কোনো নেতা নন। তাঁর সঙ্গে আমার মাত্র এক দিনের পরিচয়। ক্রীড়াঙ্গনের লোকেরা আমাকে বলেছেন, উনি (তরফদার) হলে ফেডারেশনের ভালো হবে, ক্রীড়ার বিষয়ে তাঁর মানসিকতা, আগ্রহ আছে। যেহেতু আমরা ক্রীড়াঙ্গনকে দলীয়করণ করব না, সে জন্য আমি সমর্থন দিয়েছি। আর তাবিথ আউয়াল যে প্রার্থী হবেন, সেটা আমি জানতাম না।'

আমিনুল হক দাবি করেন, বিএনপির ঢাকা উত্তর কমিটির আহ্বায়কের (সাইফুল আলম) ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ গেছে। সে কারণেই কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

তবে সাইফুল আলম *প্রথম আলো*কে বলেছেন, 'আমার প্রতিপক্ষ আমিনুল হকেরা আগে থেকেই আমাকে চাঁদাবাজ বানানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি কোথায় চাঁদাবাজি করেছি, কার বাড়ি, দোকান দখল করেছি, তার কোনো প্রমাণ নেই।' তাঁর পাল্টা অভিযোগ, বিতর্কিত ব্যবসায়ী তরফদার রুহুল আমিন থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

এরই মধ্যে ঢাকা মহানগর উত্তরের কমিটি ছাড়াও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, মাগুরা ও খুলনা জেলা কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

**অভিযোগ অনেকের বিরুদ্ধে**

বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অনেক নেতার বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কেউ কেউ বাদ পড়েছেন। এঁদের মধ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদ, ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম, যুবদলের সভাপতি আবদুল মোনায়েমসহ (মুন্না) কিছু নেতার নাম মুখে মুখে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জে রপ্তানিমুখী পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফকির গ্রুপের কাছে সুবিধা দাবি, আবু আশফাকের নেতৃত্বে বায়রা ভবনে ভাঙচুরের অভিযোগ রয়েছে। আর রফিকুল আলমের বিরুদ্ধে শান্তিনগরের 'ইস্টার্ন প্লাস' মার্কেটের কমিটি দখলসহ ঢাকা ও ফেনীর বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, আবদুল মোনায়েমের বিরুদ্ধে এক পরিবহন ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে। এসব ঘটনা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে বলে ওই সূত্র জানিয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাটি ঘটে ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পাঁচ দিন পর ১১ আগস্ট। ওই দিন বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলমের পক্ষ হয়ে রাজধানীর মতিঝিলে ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে দখল নিতে যাওয়ার ঘটনায় নেতৃত্ব দেন যুবদলের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম ওরফে নয়ন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেদিন ইসলামী ব্যাংকের অন্তত ছয়জন কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। রবিউল ইসলামকে সেদিন মিছিলে সশস্ত্র অবস্থায় দেখা যায়। এ ঘটনা সমালোচনার মুখে ফেলে বিএনপিকে।

অথচ বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলম গ্রুপের গাড়ি ব্যবহার করে নিজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদের কাছে ব্যাখ্যা তলব করে বিএনপি। যদিও গত দুই মাসে এত বিপুলসংখ্যক নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি গণমাধ্যমে সেভাবে না আসায় বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের অনেকে ক্ষোভ-অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'অভিযোগ এলেই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। এর মধ্য দিয়ে আমরা সবাইকে একটা বার্তা দিচ্ছি যে দুর্বৃত্তায়ন চলবে না, অপরাধ করলে মেনে নেব না।'

**কুলখানি**

## আজিজুর রহমান মোল্লা

ঢাকায় রাজপাট কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান মোল্লার (৬৯) আত্মার মাগফিরাত কামনায় আজ ১২ অক্টোবর বিকেল চারটায় রাজধানীর বাড্ডায় কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি মিলনায়তনে কুলখানি ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। এতে উপস্থিত থাকার জন্য আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের সমিতির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আজিজুর রহমান গত ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার আশকোনায় নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। **বিজ্ঞপ্তি**

**মৃত্যুবার্ষিকী**

## মিজানুর রহমান চৌধুরী

*সেনবাগ বার্তা*র সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীর ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আজ ১২ অক্টোবর বাদ আসর নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার বাতাকান্দিতে নিজ বাড়ির মসজিদে কোরআন খতম, মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য মরহুমের ছোট ভাই ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহসভাপতি হাসান মঞ্জুর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ জানিয়েছেন। **বিজ্ঞপ্তি**

একচেটিয়া আধিপত্য | মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও খাদ্যসামগ্রীর ওপর কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙতে হবে।

# বাজার নিয়ন্ত্রণে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে

নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি

জুলাই অভ্যুত্থানে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ যেসব কারণে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরেও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এরকম অবস্থায় বাজার নিয়ন্ত্রণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে লিখেছেন **কল্লোল মোস্তফা**

যেসব কারণে জুলাই অভ্যুত্থানে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। কাজেই এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দেশের সাধারণ মানুষের অন্যতম প্রত্যাশা হলো নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের দুই মাস পার হলেও নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তেমন সফলতা দেখা যাচ্ছে না। উল্টো চাল, ভোজ্যতেল, ডিম, মুরগি, চিনি ইত্যাদি পণ্যের মূল্য আরও বেড়েছে।

মূল্যস্ফীতি হ্রাসে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হারে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে বাজারে টাকার সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক পণ্যের চাহিদা টাকার সরবরাহের ওপর ততটা নির্ভর করে না বলে এভাবে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এ জন্য বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপের প্রয়োজন।

এরই মধ্যে বাজার তদারক করতে জেলায় জেলায় বিশেষ টাস্কফোর্স করেছে সরকার। এ ছাড়া কয়েকটি পণ্যের শুল্ক-কর কমানো হয়েছে। এগুলো দরকারি পদক্ষেপ; কিন্তু যথেষ্ট নয়। নিত্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির কার্যকর ও টেকসই সমাধানের জন্য আরও কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

**‘অদৃশ্য হাতের’ কারসাজি বন্ধ করতে হবে**

বাজার অর্থনীতিতে পণ্যের দাম নির্ধারিত হওয়ার কথা চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে বাজারের ‘অদৃশ্য হাতের’ মাধ্যমে। বাংলাদেশে ‘অদৃশ্য হাতের’ নির্দেশে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় ঠিকই; কিন্তু সেই অদৃশ্য হাতটা অনেক ক্ষেত্রে বাজারের নয়, কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর। দেশে উৎপাদিত এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত উভয় ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রেই তা সত্যি।

উদাহরণস্বরূপ, দেশে উৎপাদিত পণ্য মুরগি ও ডিমের দাম নির্ধারণের বিষয়টি খতিয়ে দেখা যাক। মুরগি আর ডিম বিক্রি করেন হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু মুরগি আর ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে অল্প কয়েকটি বৃহৎ করপোরেট কোম্পানি। এই কোম্পানিগুলো পোলট্রি খাদ্য ও মুরগির বাচ্চার সিংহভাগ উৎপাদন করে, সেই সঙ্গে মুরগির ডিম ও মাংসের বাজারের বড় একটি অংশ তাদের দখলে।

নিজেরা উৎপাদনের পাশাপাশি চুক্তি ভিত্তিতে অনেক খামারিকে মুরগি পালনের কাজে লাগাচ্ছে কোম্পানিগুলো। এভাবে মুরগির খাদ্য, বাচ্চা, ডিম ও মাংস উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের মাধ্যমে গোটা পোলট্রি খাতের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে কোম্পানিগুলো। ফলে কোম্পানিগুলো ইচ্ছেমতো মুরগির খাদ্য, বাচ্চা, ডিম ও মাংস উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এসব কোম্পানির কাছে হিসাব চাইতে হবে মুরগির বাচ্চা, পোলট্রি ফিড, ডিম আর মুরগি উৎপাদনে তাদের প্রকৃত খরচ কত আর কত টাকা দরে তারা এগুলো বাজারে বিক্রি করে। এদের দেওয়া হিসাব যাচাই-বাছাই করতে হবে, প্রয়োজনে অডিট করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রান্তিক খামারি ও ভোক্তাদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে পোলট্রিশিল্পে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে যেন মুরগির খাদ্য, বাচ্চা, ডিম, মাংস উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ গুটিকয় কোম্পানির হাতে থাকতে না পারে। এ ছাড়া পোলট্রিসহ পশুখাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল যেমন ভুট্টা, সয়াবিন মিল ইত্যাদিতে আমদানিনির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে, যেন আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে দেশীয় বাজারে অস্থিরতা তৈরি করা না যায়।

শুধু দেশে উৎপাদিত নিত্যপণ্যই নয়, বিগত সরকারের আমলে নিত্যপণ্যের আমদানির নিয়ন্ত্রণও চলে গিয়েছিল হাতে গোনা কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে। তারা বাজারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিযোগিতার বদলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পণ্য আমদানির প্রতিটি পর্যায়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিবিসি বাংলার এক অনুসন্ধান অনুসারে, বেশি পরিমাণে পণ্য আমদানি করা প্রতিষ্ঠানগুলো একজোট হয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে যে মাঝারি পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা নিজের ইচ্ছেমতো পণ্য কিনতে পারেন না। একজন ব্যবসায়ী যদি কোনো পণ্য ক্রয় করতে চান, তাহলে তাঁকে বড় ব্যবসায়ীদের কাছে যেতে হবে, তখন সেই বড় ব্যবসায়ীই ঠিক করে দেবেন যে কোন পণ্য কত দামে কার কাছ থেকে কিনতে হবে। এতে রাজি না হয়ে ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি যদি মনে করেন তিনি নিজেই পণ্যটি আমদানি করবেন, তাহলে দেখা যাবে ব্যাংক তাঁর এলসি খুলতে রাজি হচ্ছে না, কাস্টমস-ভ্যাটসহ নানা দপ্তর থেকে বাধা আসছে, এমনকি আমদানি করা পণ্য বড় জাহাজ থেকে খালাস করে বন্দরে আনার জন্য লাইটার ভেসেল পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি এই সব বাধা অগ্রাহ্য করে তিনি যদি কোনোভাবে পণ্যটি আমদানি করেও ফেলেন, দেখা যাবে বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাঁর আমদানি মূল্যের চেয়ে কম দামে বাজারে পণ্যটি ছেড়ে দিয়ে তাঁকে লোকসানের মুখে ফেলে দেবে। (পণ্য আমদানি থেকে বিক্রি, কীভাবে সব নিয়ন্ত্রণ করছে সিন্ডিকেট, বিবিসি বাংলা, ১২ আগস্ট ২০২৩)

কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এভাবে বাজারের ওপর এক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারার কারণ হলো, তারা একাধারে বড় আমদানিকারক, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মালিকানা বা ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব ছিল তাদের হাতে, সাগরের বড় জাহাজ থেকে বন্দরে খালাসের জন্য ব্যবহৃত লাইটার জাহাজগুলোও তাদের কিংবা তাদের সহযোগীদের মালিকানাধীন, এমনকি পণ্যের ডিলারশিপেও নিয়ন্ত্রণ এসব ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট লোকজনের হাতে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও খাদ্যসামগ্রীর ওপর কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর এ ধরনের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর আওতায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে শক্তিশালী করে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রতিযোগিতা কমিশনের দায়িত্ব হলো বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলনগুলোকে নির্মূল করা। এ জন্য তাদের বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার প্রতিরোধ করতে হবে। বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রভাবে প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যকর ছিল না। এখন সময় এসেছে প্রতিযোগিতা কমিশনকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো।

ব্যবসায়ীরা পারস্পরিক যোগসাজশ করে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করছেন কি না, তো বোঝার জন্য প্রতিযোগিতা কমিশনকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও আমদানির প্রকৃত খরচের সঙ্গে বাজারমূল্য মিলিয়ে দেখতে হবে। ব্যবসায়ীরা কত দামে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল বা চিনি আমদানি করছেন, এগুলো পরিশোধন ও বাজারজাতকরণে কত ব্যয় করছেন, আর কত দরে বাজারে বিক্রয় করছেন, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

**চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা**

দেশে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিয়ে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নানা ধরনের কারসাজি চালিয়ে যেতে পারার একটি কারণ হলো পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা সম্পর্কে সরকারের কাছে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকা। যেমন সরকারি হিসাবে আলু, পেঁয়াজ, ডিম ইত্যাদি পণ্য উদ্বৃত্ত থাকলেও বাস্তবে দেখা যায় এগুলোর সংকট রয়েছে, যার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময় পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেন। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে আগের বছরের চেয়ে ১০ লাখ টন আলু বেশি উৎপাদিত হলেও হিমাগারমালিকদের তথ্য অনুসারে, সে বছর অন্তত ২০ লাখ টন আলু কম উৎপাদিত হয়, ফলে আগের বছরের চেয়ে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ আলু কম আসে হিমাগারে। (রেকর্ড উৎপাদনেও আলুর রেকর্ড দাম, *সমকাল*, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩)

একইভাবে ব্যবসায়ীদের হিসাবে দৈনিক সাড়ে চার কোটি ডিমের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদিত হয় চার কোটি পিস ডিম। অথচ সরকারি হিসাবে ডিমের উৎপাদন চাহিদার চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি। (সরকারি হিসাবে ডিমের চাহিদার চেয়ে উৎপাদন ৩০ শতাংশ বেশি, ২ অক্টোবর ২০২৪, *বণিক বার্তা*) দেশে পেঁয়াজের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ নিয়েও রয়েছে অস্পষ্টতা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশে বছরে পেঁয়াজের চাহিদা ২৬ থেকে ২৮ লাখ টন। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ উৎপাদিত হয় ৩৪ লাখ টনের বেশি। (আমদানির সিদ্ধান্ত কেন আগে নেওয়া হয়নি, *প্রথম আলো*, ৬ জুন ২০২৩)

চাহিদার চেয়ে এ রকম বাড়তি উৎপাদন হলে আলু, পেঁয়াজ, ডিম ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করার প্রয়োজন পড়ত না। বাস্তবে দেখা যায় ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিবছরই এসব পণ্য আমদানি করতে হয়। কাজেই নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দেশে এসব পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক পরিসংখ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দেশে যেসব পণ্যের উৎপাদন কম হয়, সেগুলোর উৎপাদন বাড়িয়ে কিংবা সময়মতো আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

**মজুতদারি প্রতিরোধ**

সংকটের সময় বাড়তি মুনাফার লোভে বড় ব্যবসায়ীরা অনেক সময় তাঁদের হাতে থাকা নিত্যপণ্য বাজারে বিক্রি না করে মজুত করেন, ফলে বাজারে ওই সব পণ্যের সংকট বেড়ে যায় এবং রাতারাতি মূল্যবৃদ্ধি পায়। একবার সংকট শুরু হয়ে গেলে পরে আমদানি করে অনেক সময় লাভ হয় না, কারণ ব্যবসায়ীরা আমদানি করা পণ্যও মজুত করতে থাকেন।

- বাজার অর্থনীতিতে পণ্যের দাম নির্ধারিত হওয়ার কথা চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে বাজারের ‘অদৃশ্য হাতের’ মাধ্যমে।
- শুধু দেশে উৎপাদিত নিত্যপণ্যই নয়, বিগত সরকারের আমলে নিত্যপণ্যের আমদানির নিয়ন্ত্রণও চলে গিয়েছিল হাতে গোনা কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে।
- বাজারে কারসাজির পেছনে দায়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোকে দ্রুত বিচার করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

এ জন্য সংকট তৈরি হওয়ার আগেই বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন কৃষকেরা উৎপাদিত আলুর অধিকাংশই মার্চ-এপ্রিলে বিক্রি করে দেন। এরপর আলুর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় হিমাগার ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের হাতে। তাঁরা জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিমাগারে সংরক্ষিত আলু বাজারে ছাড়তে থাকেন। এই সময়ে ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট তৈরি যেন করতে না পারেন, সে জন্য হিমাগারে আলুর মজুত, হিমাগার থেকে বাজারে আলুর সরবরাহ ইত্যাদির ওপর নজর রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে সময়মতো আলু আমদানির উদ্যোগ নিতে হবে। একইভাবে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে পেঁয়াজের সংকট বেশি হয় বলে এই সময়টুকুতে বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ ও মজুদদারি বিষয়ে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

**বাজারে সরকারের কার্যকর হস্তক্ষেপ ও রেশন**

নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের আরেকটি পদ্ধতি হলো গণবণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার আওতায় সরকার কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যপণ্য কিনে নিয়ে ভোক্তাদের কাছে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করবে। এতে একদিকে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে বাজারে এসব পণ্যের মূল্যও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। দেশে টিসিবি ও ওএমএসের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির যে ব্যবস্থা আছে, তার পরিধি ও গভীরতা যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে দুর্নীতিতে জর্জরিত।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক একটি গণবণ্টন ব্যবস্থা রয়েছে, যার আওতায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেশন কার্ডের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের নাগরিকেরা সারা বছর স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য ক্রয় করতে পারেন। সেই সঙ্গে সংকটের সময় ভোক্তাদের জন্য বাজারে কম দামে পণ্য সরবরাহে প্রাইস স্টেবিলাইজেশন ফান্ড (পিএসএফ) নামের একটি তহবিল রয়েছে। এই তহবিলের মাধ্যমে বাজারে যখন পেঁয়াজ, আলু, ডাল, গম, চাল ইত্যাদি পণ্যের দাম তুলনামূলক কম থাকে, তখন সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে সংকটের সময় তুলনামূলক কম দামে বাজারে বিক্রি করে বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে আরও যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে তার মধ্যে রয়েছে শুল্ক-কর হ্রাস করে ও বিপিসির মুনাফা কমিয়ে পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত জ্বালানি ডিজেলের দাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো, হাটবাজারে, পথেঘাটে চাঁদাবাজি বন্ধ করা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে রসিদ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, নিত্যপণ্যের উৎপাদন-সরবরাহ-আমদানি-মজুত-বিক্রয়ের ওপর নিয়মিত তদারকির কাঠামো গড়ে তোলা। এ ছাড়া বাজারে কারসাজির পেছনে দায়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোকে দ্রুত বিচার করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

● **কল্লোল মোস্তফা** : লেখক ও গবেষক

# পূজা-পার্বণের খাবারে সতর্কতা

ভালো থাকুন

**হাসিনা আক্তার লিপি**, *ক্লিনিক্যাল পুষ্টিবিদ, ল্যাবএইড ও পার্ক ভিউ হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক লি., চট্টগ্রাম হার্ট ফাউন্ডেশন*

সতর্কতা মেনে খাবার নির্বাচন করলে শারীরিক জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা এবং বিশেষ দিনটি আনন্দে উদ্‌যাপন করা সম্ভব।

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান দুর্গাপূজা। সাধারণত ষষ্ঠী থেকে দশম দিন পর্যন্ত পাঁচ দিন দুর্গোৎসব হয়। বিশেষ দিন মানেই বিশেষ কিছু। পোশাক, খাবার, বেড়ানো, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, শুভেচ্ছা বিনিময়—যেকোনো উৎসবের অনুষঙ্গ। এর মধ্যে অন্যতম হলো খাবারদাবার।

বছরের অন্য সময়ের তুলনায় এ সময় উৎসব উপলক্ষে একটু বেশি ক্যালরিবহুল খাবার থাকে। মনে রাখতে হবে, পরিবারে বিভিন্ন বয়সের সদস্য অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে, শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধ, মা-বাবাও আছেন। বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অতিথিরও আগমন ঘটে উৎসব-আয়োজনে। তাই সতর্কতা মেনে খাবার নির্বাচন করলে শারীরিক জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা এবং বিশেষ দিনটি আনন্দে উদ্‌যাপন করা সম্ভব।

পূজার বিশেষ খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম লুচি, আলুর দম, খিচুড়ি, হরেক রকমের মিষ্টি খাবার যেমন পায়েস, নারকেলের নাড়ু, মিষ্টি, ক্ষীর, পুরি, মালপোয়া, পিঠা, তিলের নাড়ু ইত্যাদি। আরও আছে শর্ষে ইলিশ।

● প্রথমেই আসি লুচি-আলুর দমের কথায়। ডুবোতেলে ভাজা এ লুচি আটা বা ময়দা দিয়ে তৈরি হওয়ায় তা শর্করাজাতীয় খাবার। বাড়ির ছোট সদস্য বা যারা বাড়ন্ত বয়সের, তাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যাঁদের ওজন বেশি অর্থাৎ ওবেসিটিতে ভুগছেন ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, তাঁরা শর্করা বিশেষ করে ময়দার তৈরি খাবার পরিমিত পরিমাণে খাবেন।

● খিচুড়ি ও লাবড়া অত্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার। যে কারোর জন্য এটি উপকারী; শুধু কিডনি রোগী ও যাঁদের ইউরিক অ্যাসিড বেশি আছে, তাঁদের সীমিত পরিমাণে খেতে হবে।

● পূজার অন্যতম আকর্ষণ নাড়ু। এ সময় নানা রকম নাড়ু খাওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্নও অন্যতম আকর্ষণ। পূজা মানেই হচ্ছে, পায়েস-পুলি। এতে সুগন্ধি চাল, ঘন দুধ, চিনি অথবা গুড়, এলাচি, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, কিশমিশ যোগ করা হয় সুস্বাদু ও মজাদার করতে। বাড়ির ছোট-বড় সবার জন্য এ খাবার নিরাপদ। তবে যাঁদের ডায়াবেটিস আছে, তাঁদের জন্য বিশেষ সতর্কতা রয়েছে তাতে। তাঁদের অনেক বেশি মিষ্টি খাওয়া যাবে না। অনেক ধরনের মিষ্টি থাকলে বেছে নিতে হবে যেকোনো একটি। তা-ও পরিমিত পরিমাণে।

» **আগামীকাল পড়ুন :** অস্থিসন্ধি সুস্থ রাখার উপায়

# ৮১ বছর বয়সে নামলেন সুন্দরী প্রতিযোগিতায়

বিচিত্র

**রয়টার্স**

বয়স যখন তাঁর বিশের কোঠায়, তখন স্বপ্ন ছিল ফ্যাশন মডেল হওয়ার। কিন্তু জীবনযুদ্ধের চাপে সে স্বপ্ন অধরা থেকে গেলেও পাঁচ দশক পর বৃদ্ধ বয়সে তা বাস্তবে ধরা দিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার চে-সুন হুয়ার বয়স ৮১ বছর। মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু বয়স তাঁর কাছে সংখ্যামাত্র। তাই তো এই বয়সেই সুন্দরী প্রতিযোগিতা ‘মিস ইউনিভার্স কোরিয়া’য় সর্বজ্যেষ্ঠ প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন।

মিস ইউনিভার্স কোরিয়ায় অংশগ্রহণের বয়সসীমা ছিল ১৮ থেকে ২৮ বছর। তবে এবার বয়সসীমা উঠিয়ে নেওয়ায় এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পান চে-সুন হুয়া। তিনি বলেন, ‘সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বয়সসীমা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে শুনে আমি ভাবলাম, বাহ্‌, দারুণ। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।’

বিজয়ী হতে না পারলেও প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব পর্যন্ত জায়গা করে নিয়েছিলেন এই অশীতিপর। কম বয়সী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করে তিনি জিতে নিয়েছেন ‘বেস্ট ড্রেসড অ্যাওয়ার্ড’।

সন্তানের দেখভাল ও আর্থিক সচ্ছলতার জন্য তরুণ বয়সে ফ্যাশন মডেল বা সিনেমার তারকা হওয়ার স্বপ্ন এক পাশে সরিয়ে রেখে চাকরিতে যোগ দেন চে। হাসপাতালে রোগীদের পরিচর্যার কাজ করতেন তিনি। একদিন এক রোগী তাঁকে পরামর্শ দেন, ৭২ বছর বয়সে পা রাখার পর তিনি জ্যেষ্ঠ মডেল ক্যাটাগরিতে আবেদন করতে পারবেন। এ ঘটনার পরই মূলত তাঁর জীবন বদলে যায়।

চে চাকরির পাশাপাশি একটি মডেলিং একাডেমিতে ভর্তি হন। রাত বাড়লে হাসপাতালের কর্মপরিবেশ যখন শান্ত হয়ে আসত, তখন তিনি ক্যাটওয়াক করতেন এবং আয়নার সামনে পোজ দিতেন। এভাবেই মডেলিং চর্চার বর্ণনা দেন কোরিয়ার এই বৃদ্ধা।

দক্ষিণ কোরিয়ার ৮১ বছর বয়সী মডেল চে-সুন হুয়া। ছবি : রয়টার্স

এর পর থেকে চে-সুন হুয়ার কর্মজীবন বদলে যায়। তিনি একাধিক ফ্যাশন শোতে অংশ নেন। ম্যাগাজিনে তাঁর ছবি ছাপা হয়। বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠানে সম্প্রচার করা হয় তাঁর জীবনের গল্প।

চে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে এসে আমি জিতে গেছি। প্রথম ভাগে কোনো অর্জন ছাড়াই ছুটছিলাম। অবশেষে সাফল্য ধরা দিয়েছে।’

মিস ইউনিভার্স কোরিয়ার আরেক জ্যেষ্ঠ মডেল উন মি-ইয়ুং। তাঁর বয়স ৫৯ বছর। তিনি জানান, চে-সুন হুয়াকে দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

উন মি-ইয়ুং বলেন, ‘যখন তাঁকে (চে-সুন হুয়া) প্রথম টিভিতে দেখি, তখন তাঁকে দারুণ লাগছিল। ভাবলাম, আমিও তাঁর মতো জ্যেষ্ঠ মডেল হব।’

## একটু থামুন

### বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৯১

### স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

ব্লেফারাইটিস কী?

ব্লেফারাইটিস শব্দটা পাঁচ গুণ দ্রুত উচ্চারণ করুন!

ব্লেফারাইটিসে চোখের পাতা ফুলে যায়, চোখ লাল এবং ব্যথাও হয়। চোখের পাপড়ির গোড়ায় যেসব তেলগ্রন্থি আছে, সেসব কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে এই সমস্যা দেখা দেয়। ব্লেফারাইটিস কখনো কখনো মারাত্মক আকার ধারণ করে, তবে এতে দৃষ্টিশক্তির কোনো ক্ষতি হয় না।

‘স্বাস্থ্যবটিকা’র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

### শব্দভেদ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | | | ৩ | | |
| | | | | ৪ | | | ৫ |
| ৬ | ৭ | | | | ৮ | | |
| | ৯ | | | ১০ | | | |
| ১১ | | | ১২ | | | ১৩ | |
| | | | | | ১৪ | | ১৫ |
| ১৬ | | ১৭ | | ১৮ | | | |
| ১৯ | | | | | | ২০ | |

**বাঁ থেকে ডানে :** ১. দরজা-জানালার ফাঁকযুক্ত কপাট। ৩. মূল্য। ৪. যা রাঁধলে ভাত হয়। ৬. তত্ত্বাবধান। ৮. ভাগ্য। ৯. জলাভূমি। ১০. কর্কশ শব্দকারী হিংস্র মাংসাশী পাখি। ১১. সোনালু। ১৪. চর্বণ করা। ১৭. প্রখর আলোর আকস্মিক স্ফুরণ। ১৯. গাম্ভীর্যপূর্ণ। ২০. দানব।

**ওপর থেকে নিচে :** ১. যা খণ্ডন করা হয়েছে। ২. সাবধান, সতর্ক। ৩. স্বপক্ষীয় লোকজন। ৫. হত্যাকারী। ৭. বনাগ্নি। ১০. পত্র। ১২. জমি চাষ করার যন্ত্র। ১৩. চিন্তা করা। ১৪. শর্করা। ১৫. নত করা। ১৬. আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত ধাতব পদার্থ। ১৭. ধকল। ১৮. নিকট।

গত সমস্যার সমাধান

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বা | ঘ | | টো | কা | | ঝাঁ | ক |
| | ন | দী | | চ | লা | | ম |
| দ্বি | স | প্ত | তি | | গা | ম | লা |
| | ন্নি | | র | স | ম | য় | |
| ভ | বি | ষ্য | | লি | | দা | দা |
| | ষ্ট | | চ | ল | মা | ন | |
| তে | | ঝ | ড় | | গু | | ঝাঁ |
| জ | রি | প | | স | র | সি | জ |

### রিপলি’স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

২০১৯ সালের জানুয়ারিতে আল্পস পর্বতমালায় (ফরাসি অংশ) তুষারচাপা পড়েছিল ১২ বছর বয়সী এক বালক। ৪০ মিনিট পর তাকে উদ্ধার করা হয় অক্ষত অবস্থায়।

অস্ট্রেলীয় চিত্রশিল্পী অ্যাডেল ভারকো একই স্টাইলের ওয়ানসি (ঢিলেঢালা জাম্পস্যুট) পরেছেন টানা ৮ বছর!

গ্রাব ডিচ, পার্টনার!

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ফ্রেডেরিকসবার্গ শহরের কিছু অধিবাসী জার্মান ভাষার সম্পূর্ণ আলাদা এক সংস্করণে কথা বলেন। ভাষাটির নাম ‘টেক্সাস জার্মান’।

### কৌতুক

পরীক্ষায় বেশ খারাপ করেছে বিল্টু।

শিক্ষক বললেন, ‘বিল্টু, লেখাপড়ায় তুমি খুব খারাপ করছ, কাল তোমার বাবাকে স্কুলে আসতে বলবে, তার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।’

বিল্টু বলল, ‘কিন্তু তার জন্য যে ফি লাগবে, স্যার!’

শিক্ষক অবাক, ‘ফি! কিসের জন্য?’

বিল্টু বলল, ‘আমার বাবা যে কনসালট্যান্ট, মানে পেশাদার পরামর্শক। ফি ছাড়া পরামর্শ দেন না।’

### কথা অমৃত

মানুষের আয়ু একলাফে কয়েক গুণ বেড়ে যেত, যদি সবুজ শাকসবজির গন্ধ বেকনের মতো হতো।

**ডগ লারসন**
মার্কিন সাংবাদিক ও কলাম লেখক (১৯২৬-২০১৭)

### সুডোকু

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 | | | |
| | | 3 | 9 | | | 2 | 4 | |
| | | | | | 3 | 8 | | 7 |
| | | | | 3 | | | 5 | |
| 4 | 8 | | 1 | | 7 | | 9 | 2 |
| | 6 | | | 4 | | | | |
| 1 | | 9 | 3 | | | | | |
| | 4 | 6 | | | 8 | 9 | | |
| | | | 2 | | | | | |

**সমাধানের নিয়ম :** এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 |

### পিনাটস • চার্লস শুলজ

**বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা** | চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় একটি সংগঠন ৬০০ মানুষকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা দিয়েছে। প্রতিনিধি, মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর

## সংক্ষেপে

নারায়ণগঞ্জ

### উৎসবমুখর কুমারীপূজা

শারদীয় দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে নারায়ণগঞ্জে উৎসবমুখর পরিবেশে কুমারীপূজা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় শহরের মিশনপাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারীপূজা হয়। এবারের কুমারীপূজায় দেবীর আসনে বসে সাত বছরের সুনন্দা চক্রবর্তী। সে শহরের নিতাইগঞ্জ এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী ও দিপান্বিতা চক্রবর্তীর মেয়ে। সুনন্দা নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুলের শিশু শ্রেণির ছাত্রী। পূজায় প্রদীপ জ্বেলে, শঙ্খ বাজিয়ে ও উলুধ্বনি দিয়ে সাত বছরের সুনন্দা চক্রবর্তীকে দেবীর আসনে বসিয়ে 'মাতৃরূপে' তার চরণে পূজা দেন হিন্দুধর্মাবলম্বী পুণ্যার্থীরা। অগ্নি, জল, বস্ত্র, পুষ্প, বাতাসসহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে কুমারীর পূজা করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মহারাজ অধ্যক্ষ স্বামী একনাথনন্দ জানান, শিশুকন্যার মধ্যে কোনো ধরনের লোভ-লালসা থাকে না। তারা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র আত্মার অধিকারী হয়। এ কারণে তার পূজা করলে দেবী দুর্গাকে পূজা করা হয়।
**প্রতিনিধি**, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ

### ব্যবসায়ীদের সতর্ক

নারায়ণগঞ্জ শহরের পাইকারি কাঁচাবাজার দিগুবাবুর বাজারে অভিযান চালিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্কতা দিয়েছে স্পেশাল টাস্কফোর্স। গতকাল সকালে দুই ঘণ্টাব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা টাস্কফোর্স কমিটি। উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা টাস্কফোর্স কমিটির আহ্বায়ক ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর হুসাইন, সদস্যসচিব ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. সেলিমুজ্জামান, সদস্য ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার প্রতিনিধি সরকার আশ্রাফুল ইসলাম, সদস্য ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তার প্রতিনিধি মো. ছালাহ উদ্দিন ভুঁইয়া, সদস্য ও জেলা ক্যাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি বিল্লাল হোসেন। অভিযানে গরু, খাসি, মুরগি, ডিম, পেঁয়াজ ও সবজির বাজার মনিটরিং করা হয়। এ সময় পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ চেক করা হয় এবং মূল্যতালিকা দৃশ্যমান জায়গায় প্রদর্শন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি না করার জন্য সতর্ক করা হয় ব্যবসায়ীদের।
**প্রতিনিধি**, *নারায়ণগঞ্জ*

### বুলবুলি

বিদ্যুতের খুঁটির ওপর বসে আছে বুলবুলি। সম্প্রতি বরিশাল সদর উপজেলার নবগ্রাম রোডে। ছবি : প্রথম আলো

প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। এরপরও ঝুঁকি নিয়ে উল্টো পথে চলছে যানবাহন। গত বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরের নয়াবাড়ি এলাকায়। দিনার মাহমুদ

# মহাসড়কে উল্টো পথে যান চলাচল, ঘটছে প্রাণহানি

**সোনারগাঁয়ের নয়াবাড়ি**

গত মঙ্গলবার রাতে ও বুধবার দুপুরে দুই দফায় নয়াবাড়ি এলাকা ঘুরে মহাসড়কটিতে উল্টো পথে যান চলাচল ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্যস্ত পথচারীদের পারাপার হতে দেখা গেছে।

> কাঁচপুর থেকে মেঘনা পর্যন্ত বিভিন্ন সড়কের অলিগলি থেকে হঠাৎ ইজিবাইক ও রিকশাগুলো প্রধান সড়কে চলে আসে। চেষ্টা করেও সব সময় উল্টো পথে যান চলাচল আটকাতে পারি না।
>
> **কাজী ওয়াহিদ মুর্শেদ**, ওসি, কাঁচপুর হাইওয়ে থানা

**সংবাদদাতা**, *নারায়ণগঞ্জ*

একজনের আয়ে সাত সদস্যের সংসার চলে না। তাই অভাব ঘোচাতে নিজের তরুণ ছেলেকেও কাজে নিয়ে এসেছিলেন নিরাপত্তারক্ষী হারেস আলী (৪৩)। কিন্তু সংসারের অভাব ঘোচানোর আগেই গত ২৮ আগস্ট সড়ক পার হওয়ার সময় গাড়িচাপায় নিহত হন হারেস। হারেসের মৃত্যুতে পুরো পরিবারের ভার এখন তাঁর ১৮ বছর বয়সী ছেলে আল মামুনের কাঁধে।

হারেস আলী কাজ করতেন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ নয়াবাড়ি এলাকার রহিম স্টিল মিলসে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশের এ কারখানার সামনেই বাসচাপায় তিনি নিহত হন।

আল মামুনের দাবি, সড়কটির ওই অংশে উল্টো পথে আসা ইজিবাইকের কারণেই তাঁর বাবা বাসের নিচে চাপা পড়ে মারা যান। বাবার মৃত্যুতে দুই চোখে অন্ধকার দেখছেন তিনি।

গত বুধবার দুপুরে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মামুন। তিনি বলেন, 'বাবা সতর্ক মানুষ ছিলেন। সেদিন রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ উল্টো পথে দুটি অটো আসে। বাবা সেগুলো থেকে বাঁচতে দৌড়ে মাঝরাস্তায় চলে যান। তখনই দোয়েল পরিবহনের একটি বাস বাবাকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই বাবা মারা যান।'

আল মামুন বলেন, কেবল তাঁর বাবা নন, নয়াবাড়ি এলাকায় প্রায়ই উল্টো পথে আসা যানবাহনে এমন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন অনেকে। তবুও এ সড়কে উল্টো পথে যান চলাচল থামছে না, একটি পদচারী-সেতু হচ্ছে না। এ এলাকায় দুর্ঘটনারোধে প্রশাসনও কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

গত মঙ্গলবার রাতে ও বুধবার দুপুরে দুই দফায় নয়াবাড়ি এলাকায় সরেজমিন ঘুরে মহাসড়কটিতে উল্টো পথে যান চলাচল ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ব্যস্ত পথচারীদের পারাপার হতে দেখা গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, দুই লেনের এ মহাসড়কের চট্টগ্রামগামী লেনের পাশে ৫০০ মিটারের মধ্যে অন্তত ১২টি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং সড়কের উভয় পাশে ২টি উচ্চবিদ্যালয়, ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রাসা ও ২টি কিন্ডারগার্টেন অবস্থিত। ব্যস্ততম মহাসড়কটির উভয় পাশেই হরদম উল্টো পথে ইজিবাইক, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশা, এমনকি বাস চলাচল করছে। উল্টো পথে বেশি যান চলাচল করছে নয়াবাড়ি গ্রিন লাইন পরিবহনের ডিপো থেকে কাঁচপুর হাইওয়ে থানা পর্যন্ত। এ সময় এসব যান চলাচল বন্ধে হাইওয়ে পুলিশের কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

সেখানে কথা হয় সড়কের পাশের একটি পেট্রলপাম্পের হিসাবরক্ষক জাহিদ হাসানের সঙ্গে। জাহিদ অন্তত ১০ বছর ধরে সেখানে কর্মরত। জাহিদ বলেন, মহাসড়কের নয়াবাড়ি এলাকা একটি মৃত্যুফাঁদ। প্রতি সপ্তাহেই এখানে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে। এর প্রধান কারণ উল্টো পথে যান চলাচল ও পথচারী পারাপারে পদচারী-সেতু না থাকা।

জাহিদের কথা শেষ হওয়ার আগেই সেখানে থাকা বিক্রয়কর্মী রিয়াদ তাঁর মুঠোফোনে থাকা বিভিন্ন দুর্ঘটনার ছবি দেখান। রিয়াদ বলেন, মঙ্গলবার সকাল ও বুধবার বিকেলেও দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুটিই উল্টো পথে আসা ইজিবাইকের ধাক্কায়।

জাহিদ ও রিয়াদ বলেন, নয়াবাড়ি এলাকায় একটি পদচারী-সেতু নির্মাণের জন্য বছর দু-এক আগে তাঁরা এলাকাবাসী মিলে আবেদন করেছিলেন; কিন্তু সেতু হয়নি। ফলে মৃত্যুর মিছিলও থামেনি।

এরই মধ্যে সোমবার নয়াবাড়ি এলাকায় সড়কের ওপর উল্টো পথে আসা ইজিবাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ইসলামী ব্যাংকের গাড়িচালক মো. আমিরুল ইসলাম। আহত আমিরুল চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান। এ ঘটনায় সোমবার কাঁচপুর হাইওয়ে থানায় একটি মামলা হলেও সড়কটিতে উল্টো পথে যান চলাচল বন্ধ হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা ও তিনটি কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এসব কারখানায় অন্তত ৬০ হাজার শ্রমিক কর্মরত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় অন্তত ২০ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। কাজ ও পড়াশোনার জন্য প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ আশপাশের এলাকা থেকে নয়াবাড়ি এলাকায় আসেন। তাঁদের অনেকেই সড়ক পারাপার হন।

মঙ্গলবার রাতে মো. ইসলাম মিয়া নামের এক ইজিবাইকচালক *প্রথম আলোকে* বলেন, সড়কটিতে প্রচুর শ্রমিক চলাচল করেন। আশপাশের এলাকার শ্রমিক পরিবহনের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তাঁদের উল্টো পথে যাতায়াত করতে হয়।

এ বিষয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী ওয়াহিদ মুর্শেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কাঁচপুর থেকে মেঘনা পর্যন্ত বিভিন্ন সড়কের অলিগলি থেকে হঠাৎ ইজিবাইক ও রিকশাগুলো প্রধান সড়কে চলে আসে। চেষ্টা করেও সব সময় উল্টো পথে যান চলাচল আটকাতে পারি না। নয়াবাড়ি এলাকাটি শ্রমিক-অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে দুর্ঘটনা বেশি হয়। এখানে একটি পদচারী-সেতু খুবই জরুরি। আমরা উল্টো পথে যান চলাচল বন্ধে আরও সক্রিয় হচ্ছি।'

# সংযোগ সড়ক নেই, এক বছরেরও চালু হয়নি সেতু

**গাজীপুরের শ্রীপুর**

১৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৯৭ দশমিক ৩৪ মিটার।

**সাদিক মৃধা**, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

দামি সড়কবাতি, বাহারি রঙের রেলিং—কী নেই সেতুটিতে। রাত হলেই উজ্জ্বল বাতিগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠে। দূর থেকে দেখে মনে হয়ে আধুনিক কোনো সেতু। কিন্তু কাছে গেলেই দেখা মিলে বিচিত্র এক দৃশ্যের। এর সব ঠিক থাকলেও একপাশে সংযোগ সড়ক নেই। তাই ব্যবহার করা যাচ্ছে না প্রায় ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বরমী সেতুটি।

সেতুটির অবস্থান গাজীপুরের শ্রীপুরের বরমী বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বানারের শাখা 'ধাত্রী' নদীর ওপর। এটি ঐতিহ্যবাহী বরমী বাজারকে নদীর পূর্ব পাশের গ্রাম পাইটালবাড়িকে যুক্ত করার কথা। এমনকি এই সেতুর মাধ্যমে মাওনা-গফরগাঁও সড়কের বরমী বাজার অংশে বাইপাস যাত্রায় দূরত্ব কমে যাওয়ার কথা। সেই সঙ্গে লাগব হওয়ার কথা ছিল বরমী বাজারের নিত্যদিনের যানজটের। সেতু চালু না হওয়ায় দুই পাড়ের মানুষের যাতায়াতে দুর্ভোগ রয়েই গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ ১৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ করেছে। এর দৈর্ঘ্য ৯৭ দশমিক ৩৪ মিটার। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে এটি তৈরির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তৎকালীন সংসদ সদস্য। ২ বছর ১০ মাসের মাথায় এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। এই সেতুর জন্য একপাশে ১ একর ৩৭ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অধিগ্রহণ করা এসব জমির ওপর ওই এলাকার ১৭টি পরিবার বসবাস করছে। মেসার্স আর পি কনস্ট্রাকশন ও এম এ ইঞ্জিনিয়ারিং নামের দুটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পেয়ে সেতু তৈরি করেছে।

গত মঙ্গলবার সেতু এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সেতুর ওপর আড্ডা দিচ্ছেন স্থানীয় লোকজন। অনেকেই নিজেদের গাড়ি সেতুর এক পাশের ওপর তুলে ধোয়া-মোছার কাজে ব্যস্ত। কেউ আবার সেতুর ওপর বরশি নিয়ে বসে আছেন মাছ শিকারে। অব্যবহৃত সেতুর মাঝখানে বালু ও ইটের খোয়ার স্তূপ। সেতুর পশ্চিম পাশে মাওনা-গফরগাঁও আঞ্চলিক সড়ক থেকে সেতুতে উঠার জন্য একটি সংযোগ সড়ক আছে। তবে সেতুর পূর্ব দিকে সংযোগ সড়ক নেই। এখানে পারাপারের কয়েকটি বালুর বস্তা ফেলে রেখেছেন।

সেতুর পাশের পাইটালবাড়ি গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। এক বছর আগে সেতু তৈরি হলেও পূর্ব পাশে সড়ক তৈরি করা হয়নি। জায়গা অধিগ্রহণের জটিলতা নিরসনে বারবার উদ্যোগ নিলেও তা সমাধান হয়নি। জমির মালিকদের টাকা না দিয়ে সড়ক নির্মাণ করতে পারছে না ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ করা জমির মালিকেরা টাকার জন্য সওজ অফিসে ধরনা দিলেও সুফল মিলছে না। তাঁরা টাকা না পেলে নিজেদের ভূমি ছাড়বেন না। এখন পর্যন্ত সেতুর পূর্ব প্রান্তের কেবল একজন ব্যক্তি অধিগ্রহণের আংশিক টাকা পেয়েছেন। জমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা থাকায় বাকিরা প্রায় তিন বছর ধরে অধিগ্রহণের টাকা পাচ্ছেন না। তাই তাঁরা জমিও ছাড়ছেন না।

পাইটালবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ও প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ করা জমির মালিকদের একজন মো. লিটন মিয়া। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আগে ভুল করে জমিটি অর্পিত হিসেবে ঘোষণা করে ভূমি অফিস। এটা ভূমি অফিসের ভুল। জমির সব কাগজপত্র আমাদের কাছে আছে। সরকারি লোকজনের ভুলে আমরা খেসারত দিচ্ছি।' তিনি বলেন, এই জটিলতা না কাটলে, অধিগ্রহণের টাকা না পেলে ভূমিমালিকেরা তাঁদের ভূমি ছেড়ে যাবেন না। জলিল মিয়ার প্রায় ১৬ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাগজপত্রের জটিলতা দেখিয়ে তাঁর টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, জমির টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঘরবাড়ি সব নিয়ে চলে যাবেন। দ্রুত তাঁদের সমস্যা সমাধানের দাবি জানান তিনি।

অধিগ্রহণ করা জমির টাকা দ্রুত বুঝিয়ে দিয়ে সেতুকে কাজে লাগানের জন্য দাবি করেছেন সেখানকার বাসিন্দা মো. জয়নাল, কাজল মিয়া, মো. বকুল, করম আলী, নবী হোসেন, নুরু মিয়াসহ বাসিন্দাদের অনেকেই। বরমী ইউনিয়নের বাসিন্দা ও বাজারের ব্যবসায়ী মো. আল আমিন বলেন, সরকার বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করে সেতু তৈরি করেছে। কিন্তু এটা চালু না হলে অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভূমিমালিকদের কাগজপত্র উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ভূমি অফিস থেকে জেলা অফিসে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রীপুরের বরমী ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভূমি সহকারী কর্মকর্তা মোসা. দেলোয়ারা আক্তার। তিনি বলেন, 'কাপজপত্র নেওয়ার পর তা কোন পর্যায়ে আছে, তা আমার জানা নেই।'

এ ব্যাপারে গাজীপুরের ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগের সার্ভেয়ার আবদুস সাত্তার বলেন, 'আপনি কি এটা নিয়ে নিউজ করবেন? নিউজ করলে আমি কোনো কথা বলব না।' এ কথা বলেই তিনি ফোন কেটে দেন। পরে বারবার ফোন দিলেও তিনি ধরেননি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফীন গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এই সেতুর বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি শিগগির খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

গাজীপুরের শ্রীপুরের বরমী এলাকায় ১৯ কোটি টাকায় নির্মিত বরমী সেতুটি এক বছর ধরে কোনো কাজে আসছে না। গত মঙ্গলবার তোলা। ছবি : প্রথম আলো

# গুজব ছড়িয়ে নাশকতা করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা

**নারায়ণগঞ্জে র‍্যাবের ডিজি**

**প্রতিনিধি**, *নারায়ণগঞ্জ*

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান বলেছেন, 'শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে একটি কুচক্রী মহল সামান্য কোনো ঘটনাকে ইস্যু করে গুজব ছড়িয়ে ইতিপূর্বে নাশকতার চেষ্টা করেছে। এবার সাইবার ওয়ার্ল্ডে গুজব ছড়িয়ে কেউ নাশকতা বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্ন করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ শহরের মিশনপাড়া এলাকায় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে র‍্যাবের মহাপরিচালক এই হুঁশিয়ারি দেন। পরে তিনি শহরের আমলাপাড়া পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে যান।

র‍্যাবের মহাপরিচালক বলেন, 'সারা দেশে ৩২ হাজার মণ্ডপে পূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে। গত দুদিন খুব ভালোভাবে কেটেছে। বাকি দুদিনও আমরা উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা সম্পন্ন করতে সক্ষম হব। এই বাংলাদেশ সব ধর্মের মানুষের দেশ। সব ধর্মের মানুষ তাদের পূজা-অর্চনা, তাদের উৎসব, তাদের ধর্মীয় যে অনুষ্ঠান আছে, সেগুলো যার যার মতো করে পালন করবে। এখানে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

এ কে এম শহিদুর রহমান বলেন, 'একটি কুচক্রী মহল গুজব ছড়িয়ে ইতিপূর্বে নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। এবার তারা যাতে কোনোভাবে নাশকতা করতে না পারে, আমরা প্রথম থেকেই প্রস্তুত আছি। আমাদের সাইবার টিম এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গোয়েন্দা দল কাজ করছে। সাইবার ওয়ার্ল্ডে গুজব ছড়িয়ে কেউ যাতে নাশকতা করতে না পারে, সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক ও সজাগ আছি।'

বিভিন্ন স্থানে পূজা ঘিরে নাশকতা ও গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে র‍্যাবের মহাপরিচালক বলেন, 'যে মামলাগুলো রুজু হবে, সেগুলো নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত একটি মনিটরিং সেলের মাধ্যমে মনিটরিং হবে। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নেওয়া হবে। এদের সাজা যাতে নিশ্চিত হয়, আমরা বিষয়টি সব সময় মনিটরিং করব।'

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার, র‍্যাব-১১-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানভীর মাহমুদ পাশা, র‍্যাব-১১-এর সহকারী পরিচালক মেজর অনাবিল ইমাম, নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) তরিকুল ইসলাম, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উপদেষ্টা প্রবীর কুমার সাহা, জেলা পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি শংকর কুমার দে, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মহারাজ একনাথ নন্দ, নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব আবু আল ইউসুফ প্রমুখ।

**সবজি** পাইকারি বাজার থেকে সবজি কিনে পিকআপ ভ্যানে করে নিয়ে যাচ্ছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা। গতকাল মানিকগঞ্জ সদরের ভাটবাউরে। ছবি : প্রথম আলো

# সমুদ্রপথে হজযাত্রী পাঠানো গেলে ৪০ শতাংশ খরচ কম পড়বে : ধর্ম উপদেষ্টা

**প্রতিনিধি**, *নারায়ণগঞ্জ*

সমুদ্রপথে জাহাজে হজযাত্রীদের পাঠানো গেলে বিমান থেকে ভাড়া ৪০ শতাংশ খরচ কম পড়বে বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি বলেন, 'জাহাজে হাজিদের পাঠানো হলে চার্টার শিপ ভাড়া করতে হবে। এটা করতে গেলে আমাদের দুই হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক যদি আমাদের কর্জ দেয়, তাহলে আমরা এটা করতে পারব।'

ধর্ম উপদেষ্টা গতকাল শুক্রবার রাতে নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ জামি'আ আরাবিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসার ইসলামি সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন। মাহফিল শুরুর আগে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথাগুলো বলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুদান নয়, ঋণ নেওয়া হবে উল্লেখ করে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, 'সৌদি সরকার থেকে অনুমোদন পেলে সরকারের অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে আলাপ করে দুই হাজার কোটি টাকা যদি তাঁরা ঋণ দেন, তাহলে হাজিদের নেওয়া হবে। একটা শিপিং কোম্পানি জানিয়েছে, তারা লাভের আশায় নয়, সওয়াবের আশায় এটা করবে। এটা করা হলে বিমানের থেকে ৪০ শতাংশ ভাড়া কম লাগবে জাহাজে। আমাদের বন্দর কর্তৃপক্ষ ও শিপিং কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।'

সরকার হজ প্যাকেজে খরচ কমানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন উল্লেখ করে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা বাংলাদেশ বিমানের সঙ্গে বৈঠক করেছি, তারা ভাড়া কমানোর ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। তবে কত কমাবে, তারা তা বলেনি। আমরা আশা করছি, হজ প্যাকেজ যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারব।'

ধর্ম উপদেষ্টা আরও বলেন, 'আমাদের সংবিধানে সব ধর্ম-মতের মানুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। ধর্মে অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার, লেখাপড়া করার অধিকার, চাকরি পাওয়ার অধিকার। সব অধিকারের ক্ষেত্রে আমাদের দরজা সব সময় খোলা এবং আগামী দিনেও এই অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য আমরা সচেষ্ট আছি এবং থাকব।' দুর্গাপূজায় নাশকতার কোনো আশঙ্কা নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'গত দুই দিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে পূজা হয়ে আসছে। আমাদের প্রত্যাশা, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করা সম্পন্ন হবে। এ পর্যন্ত আমাদের কাছে বড় ধরনের কোনো সহিংসতার খবর নেই। নাশকতার কোনো আশঙ্কা নেই।'

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হেফাজতে ইসলামের জেলার সাবেক সহসভাপতি আবু তাহের জিহাদী। এতে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

# মেয়াদ বাড়ে, কাজের গতি বাড়ে না

**খাল খনন ও শোভাবর্ধন**

> কর্তৃপক্ষের তদারকি ও ঠিকাদারের গাফিলতিতে প্রকল্পটির কাজ বন্ধ রয়েছে।
>
> **গোলাম ছারোয়ার**, সদস্য, মানিকগঞ্জ নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি

> খালের কাজ সম্পন্ন করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
>
> **মো. গিয়াস উদ্দিন**, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পৌরসভা

**আব্দুল মোমিন**, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জ শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া খাল খনন ও শোভাবর্ধনের কাজ শুরু হয় ২০২২ সালের মাঝামাঝি। গত বছরের জুনে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। পরে আরও এক বছর প্রকল্পের মেয়াদ ও বরাদ্দ বাড়ানো হলেও এখনো এক-তৃতীয়াংশের বেশি কাজ বাকি। প্রকল্পের মেয়াদ ও বরাদ্দ বাড়লেও বাড়েনি কাজের অগ্রগতি।

প্রকল্পটির কাজ দ্রুত শেষ করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ। কাজ শেষ না করে ঠিকাদার লাপাত্তা হওয়ায় প্রকল্পের কাজ কত দিনে সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, খালটি খনন ও শোভাবর্ধনের কাজের মেয়াদ বাড়িয়েও যথাসময়ে কাজ শেষ করতে পারেননি ঠিকাদার। কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ৬৫ শতাংশ। এর আগে ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত খালটি খনন ও সৌন্দর্যবর্ধনে ১৮ কোটি ২৫ লাখ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। নতুন করে আবার খনন, শোভাবর্ধন ও দুটি সেতু নির্মাণে ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই বিপুল অর্থ খরচ করে প্রকল্পের সুফল নিয়ে স্থানীয় লোকজন সন্দিহান।

মানিকগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মানিকগঞ্জ পৌরসভার বান্দুটিয়ার কালীগঙ্গা নদী থেকে খালটি উৎপত্তি হয়ে সন্তোষপুর এলাকায় পুনরায় কালীগঙ্গায় মিশেছে। এর দৈর্ঘ্য ৬ হাজার ১৫০ মিটার। খালটির খনন ও শোভাবর্ধনে 'সেকেন্ড সিটি রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' প্রকল্প হাতে নেয় পৌর কর্তৃপক্ষ। এ প্রকল্পের অধীন খাল খনন, দুই পাড়ে সিসি ব্লক স্থাপন, নিরাপত্তা দেয়াল (গাইড ওয়াল), দুটি পদচারী-সেতু, একটি সেতু, খালের উভয় পাশে আরসিসি পাইপ দিয়ে ড্রেন নির্মাণ, একটি পাবলিক শৌচাগার নির্মাণ ও হাঁটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে। যৌথভাবে এ প্রকল্পের কাজের দায়িত্ব পায় মেসার্স অ্যাপেক্স এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স কামরুল অ্যান্ড ব্রাদারস। তবে মূলত মেসার্স অ্যাপেক্স এন্টারপ্রাইজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি প্রকল্পটির কাজ বাস্তবায়ন করছে। এ কাজের চুক্তিমূল্য ধরা হয় ২৫ কোটি ১ লাখ ৫৯ হাজার টাকা। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২২ সালের ১০ মে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং শেষ হওয়ার সময় ছিল গত বছরের ১০ মের মধ্যে। পরে প্রকল্পের ব্যয় বাড়িয়ে ২৮ কোটি ৫৬ লাখ ৮২ হাজার ৯৩১ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি কাজের মেয়াদও বাড়িয়ে চলতি বছরের ৩০ জুন নির্ধারণ করা হয়। ইতিমধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দুটিকে ১৪ কোটি ৮০ লাখ ৩৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, যা চুক্তিমূল্যের ৫১ শতাংশ।

গত শনিবার সরেজমিনে দেখা যায়, দুটি পদচারী-সেতুর মূল কাজ শেষ হলেও র‍্যামের কাজ বাকি। শহর বাজার এলাকায় সেতুর কাজ শেষ হয়েছে, তবে সংযোগ সড়কের কাজ করা হয়নি।

মানিকগঞ্জ শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া খাল খনন এবং সৌন্দর্যবর্ধনকাজের তেমন অগ্রগতি নেই। গত শনিবার দুপুরে গঙ্গাধরপট্টি এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

শৌচাগারের কাজও শেষ হয়নি। খালের দুই পাশে আরসিসি পাইপ দিয়ে ড্রেনের কাজও শেষ হয়নি। এ ছাড়া পুলিশ সুপারের বাংলো থেকে বাজার সেতু পর্যন্ত ১ হাজার ৪১৫ মিটার অংশ খনন ও গাইড ওয়াল এবং সিসি ব্লক বসানোও হয়নি। আরও দেখা গেছে, খালটি ময়লা-আবর্জনায় ভরে গেছে। নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে খালটি এখন মশা-মাছি ও পোকামাকড়ের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

### প্রকল্পের সুফল নিয়ে সন্দিহান

খালপাড়ের কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, বান্দুটিয়ায় খালের উৎসমুখে জলকপাট দিয়ে কালীগঙ্গা নদী থেকে খালে পানি ঢোকে। কিন্তু জলকপাটের কাছে নদী ভরাট হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি বাড়লে খালে পানি ঢুকতে পারে না। এতে বছরের অধিকাংশ সময় খালটি পানিশূন্য থাকে। একইভাবে সন্তোষপুরে খালের শেষ প্রান্তে জলকপাটের ভাটিতে কালীগঙ্গা নদী ভরাট হওয়ায় পানি বের হতে পারে না। এতে খালে পানি ঢুকলে তা বের হতে পারে না। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত খাল খনন ও সৌন্দর্যবর্ধনে ব্যয় হয় প্রায় ১৮ কোটি টাকা। সে সময়ও খালের উৎসমুখ খনন করা হয়নি। ফলে খনন করেও সারা বছর পানিপ্রবাহ রাখা সম্ভব হয়নি। উল্টো বর্ষা মৌসুমের পানির সঙ্গে পলি ঢুকে কিছুদিনের মধ্যে খালটি ভরাট হয়ে যায়। এদিকে নিম্নমানের কাজের কারণে কিছুদিনের মধ্যে খালের বাঁধাই করা পাড়ের সিসি ব্লক ধসে পড়ে। পানিপ্রবাহ না থাকায় শহরের বাসাবাড়ি, হোটেল-রেস্তোরাঁর বর্জ্যে মূলত ভাগাড়ে পরিণত হয় খালটি। এবারও খালটির উৎসমুখ খনন না করে ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে আবার খালটি খনন ও শোভাবর্ধনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে মানিকগঞ্জ নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য ও খালপাড়ের বাসিন্দা গোলাম ছারোয়ার *প্রথম আলোকে* বলেন, এর আগে প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করলেও কয়েক বছরের মধ্যে খালটি আবার ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়। নতুন করে বিপুল অর্থের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। তবে কর্তৃপক্ষের তদারকি ও ঠিকাদারের গাফিলতিতে প্রকল্পটির কাজ বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া সঠিক পরিকল্পনার অভাবে বিপুল অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পের কাজের সুফল মিলবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স অ্যাপেক্স এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী হলেন মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সুলতানুল আজম খান। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে তিনি আত্মগোপনে। শনিবার প্রকল্পের বিষয়ে কথা বলতে তাঁর মুঠোফোনে একাধিক কল করা হলেও তা বন্ধ পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে মানিকগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. গিয়াস উদ্দিন বলেন, খালের কাজ সম্পন্ন করতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে গতকাল শুক্রবার মানিকগঞ্জ শহরে খালের কিছু অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বিডি ক্লিন নামের একটি সংগঠন। সকালে এ কাজের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা।

**চাঁদাবাজির মামলা** | সোনাগাজীতে পৌর যুবলীগের সভাপতি নাছির উদ্দিনসহ ৬০ নেতা-কর্মীকে আসামি করে থানায় একটি চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। প্রতিনিধি, সোনাগাজী, ফেনী

## সংক্ষেপে

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

### মন্দিরে রাজনীতির চর্চা করবেন না

মসজিদ কিংবা মন্দিরে রাজনীতির চর্চা কল্যাণ বয়ে আনে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের উদ্দেশে বলেন, দয়া করে মন্দিরে বসে কেউ রাজনীতির চর্চা করবেন না। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মহাষ্টমীতে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে এক শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এ অনুরোধ জানান। বিএনপির এই নেতা বলেন, ধর্ম যেমন রয়েছে, যার যার রাজনীতিও তেমন আছে। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নয়। মসজিদ-মন্দিরে রাজনীতির চর্চা মঙ্গল বয়ে আনে না। সুতরাং মসজিদ কিংবা মন্দির প্রাঙ্গণে রাজনীতির চর্চা কাম্য নয়। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসঙ্গ টেনে গয়েশ্বর রায় নিজ ধর্মের মানুষের মধ্যেও সম্প্রীতির অভাবের অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের টান থাকতে হবে। আমাদের সম্প্রদায়ের নেতারা সেটা রাখেন না। আমি বিএনপি করি, এটা যেন মহাপাপ। এই পাপের কারণে এই মন্দিরের এক নেতা আমার নামে মামলা করেছেন। না হয় মামলা করার কোনো কারণ নেই।'

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

# অপতথ্য ছড়িয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম

**ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান**

এই আলোচনা সভার আয়োজন করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পর্যালোচনার প্ল্যাটফর্ম 'জুলাই গণপরিসর'।

**প্রতিবেদক**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো তৎকালীন সরকারের ভাষ্য প্রচার করেছে। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পরও ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি সেল ও গণমাধ্যম বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অপতথ্য ছড়িয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন বক্তারা। 'ভারতীয় মিডিয়ায় জুলাই অভ্যুত্থান পরিবেশনার ধরন : একটি পর্যালোচনা' শিরোনামে এই আলোচনার আয়োজন করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পর্যালোচনার প্ল্যাটফর্ম 'জুলাই গণপরিসর'।

অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেখক ও জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সারোয়ার তুষার। তিনি বলেন, প্রাক্-অভ্যুত্থান পর্বে জুলাই মাসে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ভাষ্য প্রচার করেছে। শেখ হাসিনা 'রাজাকার' বলার পরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ভারতীয় গণমাধ্যমের বড় আক্ষেপ ছিল—তরুণ প্রজন্ম 'রাজাকার' শব্দটাকে আলিঙ্গন করেছে। তারা এ সত্যটা গোপন করেছে যে শিক্ষার্থীরা শব্দটা ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদ হিসেবে।

সারোয়ার তুষার বলেন, ৮ আগস্ট বাংলাদেশকে 'সম্ভাব্য শত্রু' হিসেবে উল্লেখ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য প্রিন্ট। ভারতীয় গণমাধ্যমের এই ভাষ্য দেশটির সরকারি নীতিরই অংশ। অভ্যুত্থানের পর যে নৈরাজ্য হয়েছে, সেটাকে 'সেক্যুলার বনাম রিলিজিয়াসদের' (ধর্মনিরপেক্ষ বনাম ধর্মপরায়ণ) দ্বন্দ্ব এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীদের উত্থান হিসেবে দেখাতে চেয়েছে তারা। ভারতের স্বার্থের পক্ষে তারা বিষয়গুলো দেখাতে চেয়েছে। আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত বয়ান প্রবলভাবে বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে দ্য প্রিন্ট ছাড়া *আনন্দবাজার*, *টাইমস অব ইন্ডিয়া*সহ কয়েকটি গণমাধ্যমের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) গণমাধ্যম অধ্যয়ন ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক সুমন রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয় বয়ানে একধরনের ওনারশিপ (মালিকানা) আছে। তাদের গণমাধ্যম সে স্বরটাকেই বিবর্ধিত করছে। অনেক বেশি ইসলামফোবিক (ইসলামবিদ্বেষী) বয়ান তৈরি হচ্ছে।'

বাংলাদেশে ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের আগে ও পরে ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রচারণাকে মোটাদাগে 'ডিজইনফরমেটিভ' (অপতথ্যভিত্তিক) বলে আখ্যা দেন এএফপির ফ্যাক্ট চেকিং এডিটর কদরুদ্দীন শিশির।

ভারতরাষ্ট্র, আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় গণমাধ্যমকে একই স্বরে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খোরশেদ আলম।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান বলেন, 'ভারতের সফট পাওয়ারকে (যাঁরা জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখেন) আমরা যেন আন্ডারমাইন (অবমূল্যায়ন) না করি। তাঁদের বয়ানগুলো গ্লোবাল ট্র্যাকশন পাচ্ছে (আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করছে)। ভারত তার ন্যারেটিভ (বয়ান) তৈরি করছে। আমরা একটা ঝুঁকির মধ্যে আছি।

সড়ক খুঁড়ে রাখায় দুর্ভোগে অতিষ্ঠ উত্তরখান ও দক্ষিণখানের বাসিন্দাদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন। গতকাল দক্ষিণখান বাজারে। ছবি : প্রথম আলো

# রাস্তায় নামল দুর্ভোগে বিক্ষুব্ধ উত্তর ও দক্ষিণখানের মানুষ

**চলাচলে ভোগান্তি**

উন্নয়নকাজের জন্য সড়কগুলো খুঁড়ে রাখায় বৃষ্টি ও নর্দমার পানিতে দুই এলাকার বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তি।

**বিশেষ প্রতিনিধি**, *ঢাকা*

প্রায় এক বছর ধরে সড়কের সীমাহীন দুর্ভোগে অতিষ্ঠ রাজধানীর উত্তরখান ও দক্ষিণখানের বাসিন্দারা অবশেষে রাস্তায় নেমেছেন। গতকাল শুক্রবার সকালে দুই এলাকার ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, গৃহিণীসহ বিপুলসংখ্যক বাসিন্দা দক্ষিণখান বাজারে মানববন্ধন করেন।

বাসিন্দারা বলেছেন, চলাচলের বিকল্প কোনো পথ না রেখেই এক বছর আগে উত্তরখান ও দক্ষিণখানের সব রাস্তার উন্নয়নের কাজ ধরা হয়েছে। সড়কগুলো খুঁড়ে ফেলে রাখায় একদিকে বৃষ্টির পানি, আরেক দিকে নর্দমার পানিতে দুই এলাকার সাতটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের ভোগান্তি চরম সীমায় পৌঁছেছে।

এলাকাবাসী জানান, উত্তরখান ও দক্ষিণখান এমন একটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় পরিণত হয়েছে যে, হেঁটে চলারও উপায় নেই। একজন মুমূর্ষু রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়ার রাস্তা নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয় ক্লিনিকগুলোতেও এখন ভালো চিকিৎসকেরা আসেন না।

মানববন্ধনে অভিযোগ করা হয়, অবস্থা এতটাই খারাপ যে গত বুধবার দক্ষিণ খানের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সড়কে খাদিজা আক্তার নামে একজন গর্ভবতী নারী রাস্তায় সন্তান প্রসব করেছেন। প্রতিদিন সবচেয়ে দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন কর্মজীবীসহ এলাকার হাজার হাজার স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।

মানববন্ধনে অংশ নিয়ে দক্ষিণ খান ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান খলিল মোল্লা বলেন, 'আমাদের ভোগান্তি নিয়ে সিটি করপোরেশনের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। তা না হলে সব রাস্তা একসঙ্গে কেটে মানুষকে বিপদে ফেলা কোনো নীতিমালার মধ্যে পড়ে না।'

এলাকার বাসিন্দা নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমার বাবা বাসায় ব্রেন স্ট্রোক করেন। অনেক চেষ্টা করেও কোনো অ্যাম্বুলেন্স পাইনি। শেষে মোটরসাইকেলে দুজনের মাঝখানে বসিয়ে ওনাকে হাসপাতালে নিয়েছিলাম। চিকিৎসক বলেছেন, দেরি করে ফেলেছি। বাবাকে বাঁচাতে পারিনি।'

রাস্তার কারণে দুই ভাই মিলে কোলে করে মুমূর্ষু বাবাকে দক্ষিণখানের কসাইবাড়ি রেলগেট পর্যন্ত নিতে পারার কথা জানান আরেক হতভাগ্য ছেলে মুক্তাদির মুন; কিন্তু রাস্তার ওপারে উত্তরায় বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর বাবা মারা যান।

রাস্তায় খাদিজা আক্তারের সন্তান প্রসব হওয়ার ঘটনা তুলে ধরে দারুল উলুম মাদ্রাসা মসজিদের খতিব গিয়াস উদ্দিন মাদানি বলেন, এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কী হতে পারে। একটি দেশের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশের এলাকার এই অবস্থা। এটা ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে।

আনোয়ার হোসেন জমিদার বলেন, 'রাস্তা নেই, বিশুদ্ধ পানি নেই, লাইনে গ্যাস নেই। আমরা কি মানুষ না! সরকারের কর্মকর্তারা যদি আমাদের মানুষ মনে করতেন, তাহলে এভাবে মাসের পর মাস রাস্তা কেটে ফেলে রাখতে পারতেন না।'

মানববন্ধনে রাস্তার কাজের গতি দ্রুত করা, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু রাস্তা চলাচলের উপযোগী করা, সব সড়কে কাজ সমাপ্তির সময় টানিয়ে দেওয়া, রাস্তার কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠার বিষয়ে তদারকি করাসহ সাতটি দাবি তুলে ধরেন দক্ষিণখান-উত্তরখান সচেতন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ইয়াছিন রানা।

ইয়াছিন রানা বলেন, ২০১৬ সালে এই এলাকা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু এলাকার কোনো উন্নয়ন হয়নি। সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারা আবাসিক করের জন্য নোটিশ দেন; কিন্তু কেউ এলাকার পরিস্থিতি পরিদর্শনেও আসেন না। তাঁরা উত্তরা, গুলশান, মিরপুরেই শুধু পরিদর্শন করেন। তাঁদের কাছে জানতে চাই, দক্ষিণখান-উত্তরখানের বাসিন্দারা কি মানুষ না?

## ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না : নাহিদ

**বাসস**, *ঢাকা*

মো. নাহিদ ইসলাম

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, বিভিন্ন সময় ধর্মীয় সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে একটি গোষ্ঠী রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করে। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার এ ধরনের সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না।

গতকাল রাজধানীর কলাবাগান মাঠে ধানমন্ডি সর্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটি আয়োজিত পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি যেন সারা দেশে নির্বিঘ্নে পূজা উদ্‌যাপন করা যায়। এ জন্য এক দিন ছুটি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রদান করা হচ্ছে।'

ধানমন্ডি সর্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'এবার পূজা উপলক্ষে ছুটি বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তাব্যবস্থায় আমরা অভিভূত। এ-জাতীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা ইতিপূর্বে আর কখনোই হয়নি।' তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারকে এ জন্য ধন্যবাদ জানান।

উপদেষ্টা নাহিদ বলেন, 'আমরা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছি, যেখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যাব। একটি দেশের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে সে দেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির ওপর। আমরা বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি সমুন্নত রাখতে চাই। বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় না থাকলে এটি পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই প্রভাব ফেলবে।' দেশের অনেক জায়গায় পরিস্থিতি ঘোলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

পরিদর্শন শেষে পূজামণ্ডপে ভক্তদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

# বিএনপি নেতার প্রতিষ্ঠানের ফ্ল্যাট ভাগাভাগি নিয়েই হত্যা

**পাঁচজন গ্রেপ্তার**

অভিযুক্ত আবাসন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ রবিউল আলম বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

তানজিল জাহান ইসলাম

রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ফ্ল্যাটে এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাড়ি নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ভাগাভাগি নিয়ে আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিরোধের জেরে জমির মালিকের ছেলেকে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ওই আবাসন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শেখ রবিউল আলম বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।

নিহত তানজিল জাহান ইসলাম ওরফে তামিম (৩৪) বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি জমির মালিক সুলতান আহমেদের ছেলে।

তানজিলের বাবা সুলতান আহমেদ গতকাল শুক্রবার *প্রথম আলো*কে বলেন, প্লিজেন্ট প্রোপার্টির এমডি রবিউলের নির্দেশে তাঁর ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। রবিউল বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে ফ্ল্যাট বুঝিয়ে না দিয়ে অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে দেন। এতে বাধা দেওয়ার কারণে তাঁর ছেলেকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ বিষয়ে কথা বলতে রবিউলকে ফোন দেওয়া হয়। তবে তাঁর মুঠোফোন নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। পরে হোয়াটসঅ্যাপে কল করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

এদিকে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রবিউল আলমকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিএনপি। গতকাল তাঁকে এ নোটিশ দিয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়।

তানজিল হত্যার ঘটনা নিয়ে গতকাল ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তেজগাঁও বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. রুহুল কবির খান। সেখানে জানানো হয়, এ ঘটনায় গত দুই দিনে মালিবাগ ও রামপুরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. আবদুল লতিফ, মো. কুরবান আলী, মাহিন, মোজাম্মেল হক কবির ও বাঁধন।

এ হত্যার ঘটনায় ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে হাতিরঝিল থানায় একটি মামলা করা হয়। বাকি আসামিদের খোঁজ চলছে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রামপুরা মহানগর প্রজেক্টের ব্লক-ডির নির্মাণাধীন ভবনের অষ্টম তলার করিডরে জমির মালিক, আবাসন প্রতিষ্ঠান ও ওই ভবনের আরও কয়েকজন মালিকের মধ্যে হাতাহাতি হয়।

## এবারের দুর্গাপূজা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল : আইজিপি

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

মো. ময়নুল ইসলাম

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম বলেছেন, 'এবারের দুর্গাপূজা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। অনেকেই দুর্গাপূজাকে ঘিরে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। পূজা শুরুর আগেই আপনাদের আশ্বস্ত করেছি, শান্তিপূর্ণভাবে পূজা উদ্‌যাপিত হবে। এবার দুর্গাপূজা অনেক জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপিত হচ্ছে।'

গতকাল শুক্রবার রাতে রাজধানীর বনানী পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন আইজিপি। পুলিশ সদর দপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

আইজিপি বলেন, প্রতিটি ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। মুষ্টিমেয় কিছু অপরাধী ছাড়া বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। পুলিশ শান্তিপ্রিয় মানুষের পাশে রয়েছে। যারা অপরাধী, তাদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ বদ্ধপরিকর।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইজিপি বলেন, দেশে ৩২ হাজারের বেশি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যার প্রতিটি ঘটনায় পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত ৩৫টি অপ্রীতিকর ঘটনায় ১১টি মামলা ও ২৪টি জিডি হয়েছে। এসব ঘটনায় ১৭ জনকে আটক করা হয়েছে।

এ সময় আইজিপির সঙ্গে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার মো. মাইনুল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা ও বনানী পূজামণ্ডপ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমা মিত্রদের উদ্বেগ বাড়লেও এটি সুস্পষ্ট যে তারা নেতানিয়াহুর লাগাম টেনে ধরতে পারবে না

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে পশ্চিমা মিত্রদের অবস্থান নিয়ে *চায়না ডেইলির* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

## তেলের ট্যাংকার বিস্ফোরণ

### তেল খালাসে দ্রুত পাইপলাইন চালু করুন

একটি প্রকল্পের কাজ সময়মতো শেষ না হলে দেশবাসীকে কেবল অর্থদণ্ডই দিতে হয় না, জীবনদণ্ডও যে দিতে হয়, তার প্রমাণ 'সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং উইথ ডাবল পাইপলাইন' বা ভাসমান জেটি নির্মাণ। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালের ৩০ আগস্ট। এরপর চার দফা মেয়াদ বাড়ে ও ব্যয় ৫ হাজার কোটি থেকে বেড়ে ৮ হাজার ২৯৮ কোটিতে উন্নীত হয়।

নির্মাণকাজ শেষে গত বছরের জুলাইয়ে প্রথমবারের মতো সাগরের তলদেশে পাইপলাইনে তেল খালাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তখন জাহাজের ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পারায় তেল খালাসের সংযোগকারী ভাসমান পাইপ ছিঁড়ে যায়। এরপর চীন থেকে টাগবোট এনে ওই বছরের ডিসেম্বরে দ্বিতীয়বার পরীক্ষামূলকভাবে তেল খালাসের উদ্যোগ সফল হয়। কিন্তু তদারকি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি না হওয়ায় তেল খালাসের কাজ আটকে যায়।

এ অবস্থায় সনাতন পদ্ধতিতে ছোট ট্যাংকারে তেল সরবরাহ করার কারণে ইতিমধ্যে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) তেল পরিবহনের ট্যাংকার 'এমটি বাংলার জ্যোতি' থেকে তেল খালাসের সময় বিস্ফোরণ থেকে আগুন লেগে তিনজন নিহত হন। এর আগেও দুর্ঘটনায় একজন মারা যান। জেটি ও ট্যাংকারে পর্যাপ্ত অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা নেই, নেই গ্যাস চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থাপনাও।

ভাসমান জেটি নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে গভীর সাগরে ভাসমান মুরিং (বিশেষায়িত বয়া) বসানো হয়েছে। সেখান থেকে সাগরের তলদেশ দিয়ে মহেশখালী স্টোরেজ ট্যাংক হয়ে আবার পতেঙ্গার ইস্টার্ন রিফাইনারি পর্যন্ত ১১০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় পাম্পিং স্টেশন, তিনটি করে অপরিশোধিত তেল ও ডিজেল ট্যাংক, বুস্টার পাম্প, জেনারেটর নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির নির্মাণ (ইপিসি) ঠিকাদার ছিল চায়না পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড (সিপিপিইসি)। এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকাদার হিসেবে সিপিপিইসিকে নিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা এগিয়ে গেলেও গত সরকারের আমলে চুক্তি হয়নি।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আমিন উল আহসান জানিয়েছেন, প্রকল্পটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের আওতায় প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল। ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আইনটি স্থগিত করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়নীতির আওতায় শিগগিরই ঠিকাদার নিয়োগ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

প্রশ্ন হলো বিদায়ী সরকারের আমলে প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও তারা তদারকি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করল না কেন? এর পেছনে অন্য কোনো মতলব ছিল কি না, খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বেশির ভাগ প্রকল্পের কাজের সময় বাড়ানো হতো বাড়তি অর্থ ব্যয়ের জন্য। প্রকল্পের সময় যত প্রলম্বিত হতো, ব্যয়ও তত বেড়ে যেত। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সে রকম কিছু হয়নি তা কে বলতে পারে?

এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী সরকারকে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমত, নতুন করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই পাইপলাইনে তেল সরবরাহের ব্যবস্থা করা। ৩০ সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনার পর গঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের তদন্ত কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদনেও ভাসমান পাইপে তেল সরবরাহ দ্রুত চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে বিশাল অঙ্কের টাকার এই প্রকল্পে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না, সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা।

## শারদীয় দুর্গোৎসব

### সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হোক

আজ বিজয়া দশমী। শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ দিন। দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বাংলাদেশের হিন্দুধর্মাবলম্বীরা শত শত বছর ধরে এ উৎসব উদ্‌যাপন করে আসছেন। এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব হলেও সর্বজনীন রূপ পেয়েছে।

শারদীয় দুর্গোৎসবের দুটি দিক—ধর্মীয় ও সামাজিক। ধর্মীয় আচারাদির বিষয়টি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নিজস্ব। কিন্তু সামাজিক উৎসব সবার জন্য অবারিত। পূজা উপলক্ষে আয়োজিত মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে সব ধর্মের মানুষ আসেন। দুর্গোৎসবের একটি অর্থনৈতিক দিকও আছে। পূজা সামনে রেখে সনাতন ধর্মের মানুষ নতুন পোশাক কেনেন।

পুরাণমতে, 'দুর্গম' নামের এক অসুর ছিলেন, যিনি জীবজগতে দুর্গতি সৃষ্টি করতেন। ভারতবর্ষে বাঙালি হিন্দুরা দুর্গাকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দেবী হিসেবেও গণ্য করেন। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' থেকে জানা যায় যে রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম অকালবোধন বা শারদীয় দুর্গাপূজা। শুক্লা-ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে (মহানবমী) পূজা দিয়ে দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

বঙ্গদেশে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন রাজশাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা কংস নারায়ণ, মতান্তরে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। দুর্গা দেবীর মাতৃরূপ ও শক্তিরূপ বাঙালি হিন্দুমানসে আজও সমুজ্জ্বল। তিনি শুধু সৌন্দর্য-মমতা সৃজনের আধারই নন, অসহায় ও নিপীড়িতের আশ্রয়স্থল। তাঁর এক রূপ অসুরবিনাশী, আরেক রূপ মাতৃময়ী ভালোবাসার। শক্তি ও মমতার এ দুই গুণেই তিনি দেবকুলের কাছে পরম পূজনীয়। এবার দুর্গা এসেছিলেন দোলায় চড়ে, যাবেন ঘোড়ায় চড়ে।

শারদীয় দুর্গোৎসব শুধু আরাধনার উপলক্ষ নয়, আনন্দ-মিলনেরও ক্ষেত্র। সেই আনন্দ ধর্ম-সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাপিয়ে সমাজের সবাইকে আবাহন করে। দুর্গোৎসব তাই হয়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম বৃহৎ সামাজিক উৎসব। আবার স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে মাঝেমধ্যে অঘটনও ঘটে।

গত আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালাবদলের পর বেশ কিছু স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও উপাসনালয়ে হামলা হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলো এগিয়ে আসায় পরিস্থিতি দ্রুতই স্বাভাবিক হয়ে আসে। এই প্রেক্ষাপটে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নির্বিঘ্ন পরিবেশে শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করতে পেরেছে। সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও সতর্ক ছিল। এটা অবশ্যই স্বস্তির দিক।

রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি সরকারের নীতিনির্ধারকেরাও ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গিয়ে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মধ্যে কোনো বিভাজন ও বৈষম্য থাকতে পারে না। এটাই বাংলাদেশের আবহমান সমাজের ঐতিহ্য ও রীতি। দেশের সমৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে সেই ঐতিহ্য রক্ষা করতে হবে।

সবাইকে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা।

চিঠিপত্র

## সড়ক মেরামত

কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার প্রধান সড়ক আজম রোডের অনেকাংশ এখন ভেঙে গেছে। সড়কটির বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক গর্ত হওয়ার কারণে যানবাহন চলাচল ও পথচারীদের জন্য চরম ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। প্রতিদিন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, কর্মজীবী মানুষ, রোগী ও জনসাধারণ এই সড়ক দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে থাকেন। এমন বেহাল সড়ক দিয়ে তাঁদের চলাফেরা করতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সড়কটির এমন অবস্থার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনেও বিঘ্ন ঘটছে। এ কারণে স্থানীয় ব্যবসায়িক কার্যক্রম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ ছাড়া প্রয়োজনের সময় অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের মতো জরুরি সেবার গাড়িগুলোও বিভিন্ন এলাকায় যেতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতি অনুরোধ, অবিলম্বে কুতুবদিয়ার প্রধান সড়ক আজম রোডকে সংস্কারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হোক। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সড়কটিকে মেরামত করা না গেলে এটি আরও বেহাল হয়ে পড়বে এবং মানুষের জীবন হয়ে উঠবে আরও দুর্বিষহ।

**আবদুল্লাহ নাজিম আল মামুন**
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

## পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। editorial@prothomalo.com

আইন ও বিচার

# গায়েবি আসামি দিয়ে কি হত্যার বিচার সম্ভব

সোহরাব হাসান

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১ হাজার ৫৮১ জন নিহত হয়েছেন। এর প্রতিটি হত্যার বিচার হওয়া জরুরি। কিন্তু মামলাতেই যদি গলদ থাকে, তাহলে বিচার হবে কী করে?

প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অনেক মামলার বাদীকে চেনে না ভুক্তভোগীর পরিবার, অনেক মামলায় মৃত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো মামলায় ৫ আগস্ট ক্ষমতার পরিবর্তনের পর আসামির তালিকা সংশোধন করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের নেতাদের স্থলে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিদের নাম এসেছে।

আন্দোলনের সময় যাত্রাবাড়ীতে একটি হত্যার ঘটনায় আসামিদের তালিকার ৪ নম্বরে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে মো. মাহবুব হোসেনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তখন পর্যন্ত তিনি সাবেক হননি। যখন বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হলো, বাদী মো. নাদিম ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে মো. মাহবুব হোসেনের নাম প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে বলেন, 'ভুলবশত' তাঁর নাম এসেছে।

মামলাটির তদন্ত চলমান থাকায় নাম প্রত্যাহারের সুযোগ নেই। আদালত হত্যা মামলাটি আইনানুগভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। এর এক দিন আগে মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদেও রদবদল ঘটল। নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন শেখ আবদুর রশীদ।

ওই মামলার এজাহারে বলা হয়, যাত্রাবাড়ী থানার রায়েরবাগে গত ১৯ জুলাই কামরাঙ্গীরচরের টেকেরহাট ইউনিট আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খোকনসহ অন্য নেতারা ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে সশস্ত্র হামলা করেন। ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে বুলেট ও গুলি ছোড়া হয়। একপর্যায়ে মেহেদী হাসান (১৮) নামের এক তরুণের থুতনিতে গুলি লাগে। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ইউনিট আওয়ামী লীগের একজন নেতা যদি হামলায় নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, তাহলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব তার আসামি হন কী করে?

৭ অক্টোবর *ডেইলি স্টার*-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাকিব হাসান (২২) ও জাহাঙ্গীর আলম (৫০) নামের দুই ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে দুটি মামলা করা হয়। দুটি মামলার এজাহারে অবিকল একই কথা লেখা, শুধু নিহত ব্যক্তির নাম-ঠিকানা আলাদা। বাদী আবু বকর নিজেকে বিএনপির অঙ্গসংগঠন শ্রমিক দলের কর্মী হিসেবে দাবি করেছেন। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা বাদীকে চেনেন না। নিহত জাহাঙ্গীর আলমের মেয়ে বলেন, 'আমি আমার বাবার মৃত্যুর বিচার চাই এবং একই সঙ্গে যে ব্যক্তি আমাদেরকে না জানিয়ে এই মামলা করেছেন, তার শাস্তি হোক, এটাও চাই।'

সাকিব হাসানের বাবা মোর্তোজা আলমও জানান, 'পুলিশ আমার ছেলেকে গুলি করেছে। কিন্তু মামলা হয়েছে রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে।' অর্থাৎ তিনিও মনে করেন, মামলাটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

গাজীপুরের শ্রীপুর থানায় করা একটি হত্যা মামলায় আসামি করা হয় মো. কালা মিয়া ওরফে কালাম মিয়াকে। ৫ অক্টোবর শ্রীপুর থানায় মামলাটি করা হয়। কালা মিয়া কাওরাইদ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য ছিলেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা যান কালা মিয়া। তাঁর মেয়ে শ্যামলী আক্তারের অভিযোগ, 'আমার মরা বাবারে ক্যামনে আসামি করল তারা?'

ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে হামলার অভিযোগে ৩ অক্টোবর রাতে মো. এমরান হোসেন নামের কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমন্বয়ক মামলা করেন। মামলায় তিনি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের সাবেক দুই চেয়ারম্যান, আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতাসহ ৯৬ জনের নাম উল্লেখ করেন।

মামলায় ২৭, ৩৩ ও ৫৫ নম্বর আসামি হিসেবে যে তিনজন আওয়ামী লীগ নেতার নাম দেওয়া হয়েছে, তাঁরা মৃত। ২৭ নম্বর আসামি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক কৃষিবিষয়ক সম্পাদক মো. কামাল উদ্দিন মজুমদার, ৩৩ নম্বর আসামি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক আবদুল মমিন এবং ৫৫ নম্বর আসামি উপজেলার পূর্ব জোড়কানন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ওয়াহিদুর রহমান ওরফে ফরিদ।

সদর দক্ষিণ উপজেলার গলিয়ারা দক্ষিণ ইউনিয়নের সাওড়াতলী গ্রামের বাসিন্দা মো. কামাল উদ্দিন মজুমদার ২০২৩ সালের ১১ জুলাই মারা যান। চলতি বছরের ২৪ জুন ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার শিকারপুর এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান আবদুল মমিন। আর ওয়াহিদুর রহমান গত বছরের সেপ্টেম্বরে কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

আওয়ামী লীগের আমলে 'গায়েবি মামলা ও গায়েবি আসামির' চল ছিল। বোমা হামলার ঘটনা না ঘটলেও হামলার কথা বলে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হতো। পুলিশ যথারীতি আদালতে তদন্ত প্রতিবেদনও দাখিল করত। ওই সব মামলায় তারা ইচ্ছেমতো নাম ঢুকিয়ে দিত।

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে। মামলার ধারা বদলায়নি। এখনো গায়েবি মামলা না হলেও সেখানে এসেছে গায়েবি আসামি।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ৬ আগস্ট থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৯২ হাজার ৪৮৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যা বা অন্য কোনো অপরাধের অভিযোগে অন্তত ১ হাজার ৪৭৪টি মামলা করা হয়েছে। ৩৯০ জন সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, উপদেষ্টা, মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে মোট ১ হাজার ১৭৪টি মামলা করা হয়েছে। বেশির ভাগই হত্যা মামলা।

সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, সবার বিরুদ্ধে গয়রহ হত্যা মামলা কেন? তিনি বললেন, হত্যা মামলা করলে আটকাতে সুবিধা। জামিন মেলে না, রিমান্ডে নেওয়া যায়। কিন্তু যেসব মামলার তথ্যপ্রমাণই নেই, সেসব মামলা টিকবে কি? তিনি বললেন, মামলা টেকার জন্য তো করা হয়নি। করা হয়েছে নিজেদের তৎপরতা দেখাতে। তাঁর মতে, আদালত প্রাঙ্গণে আসামিদের হাজির করা নিয়ে যেসব অঘটন ঘটছে, সেটা কোনো সভ্য দেশে হতে পারে না।

আমাদের সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লেখা আছে, 'কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।'

এই প্রসঙ্গে আদালত প্রাঙ্গণে সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর মামলায় একশ্রেণির আইনজীবীর অপেশাদার আচরণের কথা উল্লেখ করা যায়। ওই মামলার বিচারক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, আইনজীবীর পোশাক পরে অ-আইনজীবীর মতো আচরণ করবেন না। প্রতিপক্ষের আইনজীবীর বক্তব্যে বাধা দেওয়াও ফ্যাসিবাদী আচরণ।

স্বাধীনতার পর মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'নকশাল কারও গায়ে লেখা থাকে না।' ফ্যাসিবাদও কারও গায়ে লেখা থাকে না। আচরণের মাধ্যমেই মানুষ প্রমাণ করে সে গণতান্ত্রিক না ফ্যাসিবাদের সমর্থক।

আওয়ামী লীগ আমলে আদালত অঙ্গনে আসামির প্রতি ডিম ছোড়া ও জুতা ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। এর অর্থ এই নয় যে এখনো সেটি ঘটবে। তাহলে পরিবর্তন হলো কোথায়? কেউ অপরাধ করলে শাস্তি পাবেন। কিন্তু বিচারের আগে আপনি তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন না।

সংবাদমাধ্যমে প্রতিদিনই আওয়ামী লীগ আমলের মন্ত্রী-নেতাদের ভয়াবহ দুর্নীতি ও লুটপাটের খবর প্রকাশ পাচ্ছে। ক্ষমতায় থেকে যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, যাঁরা জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করেছেন, যাঁরা বিদেশে অর্থ পাচার করে দেশকে ফোকলা বানিয়েছেন, তাঁদের বিচার হোক। যাঁরা মানুষ হত্যা করে ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন, তাঁদের সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হোক—এটা সময়ের দাবি। কিন্তু তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে মামলা করলে ন্যায়বিচারের পথই কেবল রুদ্ধ হবে না, অপরাধীরাও পার পেয়ে যাবেন।

● **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক ও কবি
sohrabhassan55@gmail.com

ইসরায়েল-ইরান

# যুদ্ধ হলে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি তছনছ হয়ে যাবে

হুসেইন চোরখ

ইসরায়েলে তেহরানের প্রতিশোধমূলক ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের গতিপথ বদলের একটি সূচনাবিন্দু। 'প্রতিরোধের অক্ষের' বিরুদ্ধে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরাসরি আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় ইরান পাল্টা এই হামলা চালায়।

নেতানিয়াহু এই সংকল্পে অটল রয়েছেন যে তিনি ইরানের সঙ্গে সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনবেনই। এই সংঘাত যদি আঞ্চলিক যুদ্ধে পরিণত হয়ে বিশ্বের স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মুখে ফেলে, তারপরও নেতানিয়াহু এটাই চান।

বছরের পর বছর ধরে নেতানিয়াহু তাঁর এই লক্ষ্যপূরণে কাজ করে আসছেন। এক দশক ধরে তিনি ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে উমেদারি করে যাচ্ছেন। এমনকি ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার কথাও বলেছেন তিনি।

গাজা যুদ্ধের এক বছরের মাথায় ইরানের কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা এবং হিজবুল্লাহ ও হামাসের নেতাদের হত্যা করে নেতানিয়াহু একটা বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধ বাধানোর পাঁয়তারা করছেন।

গত মাসে লেবাননে পেজার ও ওয়াকিটকির নেটওয়ার্কে হামলা এবং বৈরুতে বিমান হামলা করে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করে ইসরায়েল আঞ্চলিক উত্তেজনাকে তুঙ্গে নিয়ে গেছে।

নেতানিয়াহু এটা ভেবে থাকতে পারেন যে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যদি যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারই শুধু নতুন জীবন পাবে না, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের জন্য একটা নিরাপত্তাসৌধ নির্মাণের জন্য রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি সম্রাটের আসনও পাবেন। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ মধ্যপ্রাচ্য ও গোটা বিশ্বের জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান অনন্য। এ অঞ্চলে জ্বালানির জন্য বিশ্বের সবচেয়ে কৌশলগত তিনটি বাণিজ্যপথ অবস্থিত। হরমুজ প্রণালি, সুয়েজ খাল ও বাব এল-মান্দেব প্রণালি। এ তিনটি পথ ব্যবহার করে সমুদ্রপথে গোটা বিশ্বের তেল-বাণিজ্যের অর্ধেকটা সম্পন্ন হয়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বড় কোনো যুদ্ধ বাধলে বিশ্বের তেলবাজারের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বড় হুমকি তৈরি করবে।

যদিও তেল আমদানির ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর নানা উৎস রয়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের সমুদ্র অঞ্চল দিয়ে তেল আমদানি বন্ধ হলে কিংবা তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল সরবরাহের ব্যবস্থা ও দামের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করবে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়িয়ে দেবে। এর অভিঘাতে নিশ্চিত করেই সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হবে।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যদি যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং তেল-বাণিজ্যের পথগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এর প্রভাব পড়বে মারাত্মক। ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব, কাতারসহ অন্য যে দেশগুলোর অর্থনীতি পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানির ওপর নির্ভর করে, তারা সংকটে পড়বে।

বাহরাইনের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। দেশটির জাতীয় বাজেটের ৬০ শতাংশ আসে হরমুজ প্রণালির হয়ে তেল রপ্তানির ওপর। হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে গেলে ছোট অর্থনীতির এ দেশটির জন্য তা হবে মহাবিপর্যয়।

সৌদি আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল রপ্তানিকারক। উপসাগরীয় বাণিজ্যপথগুলো দিয়ে প্রতিদিন ৬০ লাখ

**গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলের হামলা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ। বার্লিন, জার্মানি, ৫ অক্টোবর।** ছবি : রয়টার্স

ব্যারেল তেল রপ্তানি করে দেশটি। তেল বিক্রি করে প্রতিবছর শত শত বিলিয়ন ডলার আয় আসে দেশটির।

সংযুক্ত আরব আমিরাত এখন প্রতিদিন ৩০ লাখ ব্যারেল তেল রপ্তানি করছে। আগামী কয়েক বছরে তারা তেল রপ্তানি দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। কাতার প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি করে। কুয়েত রপ্তানি করে ৬২ বিলিয়ন ডলারের পেট্রোলিয়াম পণ্য। দেশটির আয়ের ৯০ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। মিসরের সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত বছর তারা ৯ বিলিয়নের বেশি রাজস্ব আয় করেছে।

গাজা যুদ্ধের কারণে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ চলাচলের এ তিনটি পথে বাধা তৈরি হওয়ায় এ দেশগুলো এমনিতেই নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েছে। আর যদি যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার কারণে পথগুলো একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে হঠাৎ করেই যদি রপ্তানি আয়ে ধস নামে, তাহলে এ দেশগুলোকে তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য যে ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হয়, সেটা কমিয়ে দিতে হবে। ফলশ্রুতিতে পশ্চিমের মতো এই অঞ্চলেও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হবে।

এই পরিস্থিতি নির্দিষ্ট করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জন্য মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। কেননা এ দেশগুলোর নাগরিকেরা অনেক বেশি ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীল। একটা দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ঘটলে এ দেশগুলোতে ভোগ্যপণ্যের মজুত কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যস্ফীতি ঘটাবে, যেটা শেষ পর্যন্ত ভারসাম্যটাকে বিপদে ফেলবে।

মধ্যপ্রাচ্যের ১২টির চেয়ে বেশি দেশে মার্কিন সেনাদের কৌশলগত অবস্থান রয়েছে। একটা বিস্তৃত যুদ্ধ হলে এসব ঘাঁটি আক্রান্ত হতে পারে। যেটা যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি সংঘাতে নিয়ে আসতে পারে। ফলে আরও বেশি অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো একক তেলনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে তাদের অর্থনীতিকে বহুমুখী করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যেমন সৌদি আরব রূপকল্প-২০৩০ বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। এ জন্য তাদের ২৭০ বিলিয়ন বিদেশি বিনিয়োগ দরকার। একটা যুদ্ধ হলে বিদেশি কোম্পানিগুলো তাদের বিনিয়োগ তুলে নিতে পারে, যেটা অর্থনীতিকে শুকিয়ে মেরে ফেলবে।

এসব বাস্তবতা ইতিমধ্যে উত্তাল হয়ে ওঠা একটি অঞ্চলকে অনিশ্চয়তার যুগে নিয়ে যাবে।

● **হুসেইন চোরখ** আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুতের নীতি-গবেষক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

শিশুর যক্ষ্মা

# গ্রাম ও শহরে যক্ষ্মাসচেতনতা বাড়াতে হবে

শাহরিয়ার আহমেদ

সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকার এক শিশু সাব্বির (ছদ্মনাম), বয়স ১০। খেটে খাওয়া মজুর পরিবারের সন্তান সাব্বির। যেখানে খেলাধুলা নিয়ে তার ব্যস্ত থাকার কথা, সেখানে চার মাসের বেশি সময় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট ভোগ করছে শিশুটি। সাব্বিরের দিনমজুর বাবাও যক্ষ্মায় আক্রান্ত ছিলেন। অভাব-অনটনের মধ্যে সাব্বিরের চিকিৎসার জন্য যেতে হয় সেই সুদূরের সিলেটে। সাব্বিরের মতো দেশে অসংখ্য শিশু যক্ষ্মারোগের ঝুঁকিতে আছে। দেশে যক্ষ্মার চিকিৎসা ও ওষুধ বিনা পয়সায় দেওয়া হচ্ছে, তা সাব্বিরের মা-বাবার মতো অনেক অভিভাবকই জানেন না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২১ সালের তথ্যমতে, বাংলাদেশে শনাক্ত মোট যক্ষ্মারোগীর ১০ থেকে ১২ শতাংশ শিশুরোগী হওয়ার কথা। এ হিসাবে দেশে যক্ষ্মায় আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বছরে ৩০ হাজারের মতো হওয়ার কথা, যেখানে আমরা শনাক্ত করছি মাত্র ১০ হাজার। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিশু, কিশোর ও তরুণেরা যক্ষ্মার ঝুঁকিতে আছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৯ শতাংশ (*প্রথম আলো*, ১৪ আগস্ট ২০২৩)।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শিশুদের মধ্যে যক্ষ্মার লক্ষণ সুনির্দিষ্ট করে পাওয়া যায় না। আবার অনেক সময় অন্য সব রোগের লক্ষণের সঙ্গে যক্ষ্মার লক্ষণ মিলে যায়। একেবারে কম বয়সী শিশুরা সাধারণত কফ দিতে পারে না বলে কফ পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। সচেতনতার অভাবে সব যক্ষ্মারোগীকে শনাক্ত করা যাচ্ছে না। একইভাবে যক্ষ্মায় আক্রান্ত অনেক শিশু শনাক্তের বাইরে থেকে যাচ্ছে। আমরা ১৭ মাসের এক শিশু সাবরিনার (ছদ্মনাম) কথা বলতে পারি। দ্বীপজেলা ভোলা থেকে আসা সাবরিনা মা-বাবা দেখেন, সাবরিনার ঠান্ডা-কাশি কোনোভাবেই সারছে না। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বারবার গেলেও কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পরে চিকিৎসকের পরামর্শে পরীক্ষা করালে সাবরিনার যক্ষ্মার জীবাণু ধরা পড়ে। দ্রুত চিকিৎসা হয় সাবরিনা। মা-বাবা সচেতন ছিলেন বলেই সাবরিনা দ্রুত চিকিৎসা পেয়েছে।

দেশের নানা প্রান্তে চালু করা হয়েছে আইসিডিডিআরবি যক্ষ্মা নির্ণয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র। এসব কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে সাত দিনই যক্ষ্মা নির্ণয় ও চিকিৎসার সুযোগ আছে। এসব যক্ষ্মা স্ক্রিনিং সেন্টার শহর ও গ্রামের মানুষের জন্য ওয়ান-স্টপ সেন্টার হিসেবেই কাজ করছে। যেসব রোগী প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারের কাছে যাচ্ছেন, তাঁরাই যক্ষ্মার স্ক্রিনিং সেন্টারে আসেন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা বিনা মূল্যে করানোর সুযোগ পাচ্ছেন। নিরীক্ষার পরে রোগ শনাক্ত হলে বিনা মূল্যে সরকারি ওষুধ দেওয়া হয় সবাইকে।

শিশুদের যক্ষ্মা নির্ণয়ে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনটিপি) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুর যক্ষ্মা নিয়ে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীন আইসিডিডিআরবি পরিচালিত ইউএসএআইডিস

> **যক্ষ্মা হলে আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত, পরিমিত ও পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ সেবনে যক্ষ্মা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। ওষুধ অনিয়মিত খেলে পরবর্তী সময়ে ওষুধ প্রতিরোধী জটিলতর যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি থাকে**

অ্যালায়েন্স ফর কমব্যাটিং টিবি ইন বাংলাদেশ (এসিটিবি) কার্যক্রম দেশজুড়ে সচেতনতাসহ নানা গবেষণার কাজ করছে। শিশুদের যক্ষ্মা স্ক্রিনিং, শনাক্তকরণ, নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশ, হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে কার্যকর টুল ব্যবহারের জন্য কাজ করছে।

সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধপথ্য বিনা মূল্যে দিচ্ছে। শিশুর যক্ষ্মায় আক্রান্তের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে। এখনো গ্রামের মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়ে গেছে।

জীবাণুযুক্ত ফুসফুসীয় যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে নিয়মিত বসবাস করে শিশুদের যক্ষ্মা হতে পারে। আবার কফে জীবাণুযুক্ত যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করলে বা ঘন ঘন সংস্পর্শে এলে যক্ষ্মার ঝুঁকি বাড়ে। এ ছাড়া পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, যারা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে, তারাও ঝুঁকিপূর্ণ। যেসব রোগে শিশুর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়, সেই রোগে আক্রান্ত শিশুরাও ঝুঁকিপূর্ণ। যক্ষ্মা যে শুধু নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের হচ্ছে বিষয়টি এমন নয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুরাও যক্ষ্মার ঝুঁকিতে আছে। ফুসফুসীয় যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে বসবাস করা শিশুর যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে যক্ষ্মা প্রতিরোধক ওষুধ খাওয়াতে হবে। শিশুকে জন্মের পর বিসিজি টিকা দিতে হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য টিকা সময়মতো দিতে হবে। পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। এতে শিশুর প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের শিশুর সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

অভিভাবকদের জন্য পরামর্শ থাকবে, যক্ষ্মা হলে আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত, পরিমিত ও পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ সেবনে যক্ষ্মা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। ওষুধ অনিয়মিত খেলে পরবর্তী সময়ে ওষুধ প্রতিরোধী জটিলতর যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। যে কারণে শিশুর মধ্যে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

● **ডা. শাহরিয়ার আহমেদ** ডেপুটি চিফ অব পার্টি, ইউএসএআইডিস অ্যালায়েন্স ফর কমব্যাটিং টিবি ইন বাংলাদেশ (এসিটিবি), প্রোগ্রাম অন ইমার্জিং ইনফেকশনস, আইডিডি, আইসিডিডিআরবি

**প্রথম আলো** রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

বিশ্বব্যাংক ও সুশাসন

বিশ্বব্যাংকের সুশাসনের বৈশিষ্ট্য চারটি। এগুলো হচ্ছে- জবাবদিহিতা, সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নের বৈধ কাঠামো, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রবাহ।

# ৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

## বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন


**মোস্তাফিজুর রহমান লিটন**, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা


**অধ্যায় ১**

**# এককথায় প্রকাশ**

**প্রশ্ন :** চোখ বড় বড় করে অন্যকে শাসন করে যোগাযোগ করা কোন মাধ্যমে যোগাযোগের দৃষ্টান্ত?
**উত্তর :** প্রত্যক্ষ মাধ্যম।
**প্রশ্ন :** কোনো কিছু লিখে এবং তা পড়ে এক পক্ষ অন্য পক্ষের সঙ্গে কোন মাধ্যমে যোগাযোগ করে?
**উত্তর :** লিখিত মাধ্যম।
**প্রশ্ন :** চিঠি পাঠাতে প্রয়োজনীয় লিখিত উপকরণ কী কী?
**উত্তর :** কাগজ, কলম।
**প্রশ্ন :** নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি কোন মাধ্যমে যোগাযোগের নমুনা?
**উত্তর :** লিখিত মাধ্যম।
**প্রশ্ন :** প্রতীক, লোগো, স্লোগান কিংবা কোনো বার্তা লেখা সাধারণ কাপড় বা ডিজিটাল কাপড়কে কী বলা হয়?
**উত্তর :** ব্যানার।
**প্রশ্ন :** কোথায় দ্রব্য বা পণ্য সম্পর্কে লেখা থাকে?
**উত্তর :** পণ্যের মোড়কে।
**প্রশ্ন :** ফেস্টুন কোন ধরনের যোগাযোগমাধ্যম?
**উত্তর :** লিখিত।
**প্রশ্ন :** পাঠকের মনোরাজ্যে সাহিত্যিক কোন যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করেন?
**উত্তর :** লিখিত।
**প্রশ্ন :** যন্ত্র প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোন মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়?
**উত্তর :** যান্ত্রিক মাধ্যম।
**প্রশ্ন :** অনলাইনে ক্লাস কোন মাধ্যমে যোগাযোগ?
**উত্তর :** যান্ত্রিক মাধ্যম।
**প্রশ্ন :** যান্ত্রিক মাধ্যমে যোগাযোগের দুটি নমুনা লেখো।
**উত্তর :** এসএমএস ও ই-মেইল।
**প্রশ্ন :** ল্যাপটপ-কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি যোগাযোগের কোন ধরনের উপকরণ?
**উত্তর :** যান্ত্রিক উপকরণ।
**প্রশ্ন :** বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের কী তৈরি হয়?
**উত্তর :** যোগাযোগের উদ্দেশ্য তৈরি হয়।
**প্রশ্ন :** বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ অনুপযোগী হয়ে গেলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর কী করতে হয়?
**উত্তর :** আবেদনপত্র পাঠাতে হয়।
**প্রশ্ন :** বাস্তবজীবনের কী নির্দিষ্ট নিয়মে করতে হয়?
**উত্তর :** যোগাযোগ।
**প্রশ্ন :** বাস্তবজীবনে আমরা কোনো সমস্যা সমাধান করতে প্রথম কী করি?
**উত্তর :** সমস্যা চিহ্নিত করি।
**প্রশ্ন :** সমস্যা চিহ্নিত করা হলে কী করতে হয়?
**উত্তর :** আলোচনা করতে হয়।

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

## ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন


**মিজানুর রহমান**, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা


**শিখন অভিজ্ঞতা ৪**

**# বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১১. কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে?
ক. ১৯৭২-৭৩ সালে
খ. ১৯৭৮-৮০ সালে
গ. ১৯৭৯-৮০ সালে
ঘ. ১৯৮৯-৯০ সালে

১২. ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন?
ক. উ-থান্ট খ. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম
গ. কফি আনান ঘ. বান কি মুন

১৩. জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম কত তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসেন?
ক. ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
খ. ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
গ. ৯ জুন ১৯৭৬
ঘ. ৯ জুলাই ১৯৭৭

১৪. কত তারিখে ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১ মে ১৯৪৬
খ. ২৩ জুলাই ১৯৪৬
গ. ২৬ জুন ১৯৪৬
ঘ. ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৬

১৫. ২০১৪ সালে কোন সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করে?
ক. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খ. জাতিসংঘ
গ. ইউনিসেফ ঘ. সার্ক

১৬. জাতিসংঘের কোন সংস্থা ১৯৫৪ ও ১৯৮১ সালে দুবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায়?
ক. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
খ. জাতিসংঘ
গ. ইউনিসেফ ঘ. ইউএনএইচসিআর

১৭. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
ক. থানা খ. ইউনিয়ন পরিষদ
গ. জেলা ঘ. মহকুমা

১৮. বাংলাদেশে বর্তমানে কয়টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে?
ক. ৪২৭১টি খ. ৪৩৬১টি
গ. ৪৪৭১টি ঘ. ৪৫৭১টি

**সঠিক উত্তর**
১১. গ ১২. ক ১৩. ক ১৪. ঘ ১৫. ক ১৬. ঘ ১৭. খ ১৮. ঘ

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

# এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

## বাংলা ১ম পত্র
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন


**মো. সুজাউদ দৌলা**, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা


**কবিতা : বিদ্রোহী**

৯. কাজী নজরুল ইসলাম কত নম্বর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন?
ক. ৪০ খ. ৪৫
গ. ৪৮ ঘ. ৪৯

১০. কত সালে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়?
ক. ১৯১৮ সালে খ. ১৯১৯ সালে
গ. ১৯২০ সালে ঘ. ১৯২১ সালে

১১. বাঙালি পল্টন ছেড়ে কলকাতায় এসে কাজী নজরুল ইসলাম কী করেন?
ক. মক্তবে শিক্ষকতা করেন
খ. লেটোর দলে যোগ দেন
গ. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন
ঘ. সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন

১২. 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
ক. বিজলী খ. লাঙ্গল
গ. নবযুগ ঘ. ধূমকেতু

১৩. 'সাম্যবাদী' কোন জাতীয় সাহিত্য?
ক. উপন্যাস খ. নাটক
গ. কাব্য ঘ. গল্প

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

১৪. 'বিজলী' কোন ধরনের পত্রিকা?
ক. সাপ্তাহিক খ. দৈনিক
গ. পাক্ষিক ঘ. মাসিক

১৫. 'অগ্নি-বীণা' কী জাতীয় রচনা?
ক. কাব্য খ. নাটক
গ. প্রবন্ধ ঘ. গল্প

১৬. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ১৯৭০ খ. ১৯৭২
গ. ১৯৭৩ ঘ. ১৯৭৬

১৭. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কিসের নটরাজ বলেছেন?
ক. বজ্রপাতের খ. মহাপ্রলয়ের
গ. ঝড়ের ঘ. বন্যার

১৮. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার হাতের ডমরু ত্রিশূল?
ক. লক্ষ্মণের খ. রাবণের
গ. সীতার ঘ. পিণাক-পাণির

১৯. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন?
ক. দুর্বাশার খ. রামাই
গ. বিশ্বামিত্র মুনীর ঘ. প্লেটোর

২০. কবি নিজেকে কোন বায়ু বলেছেন?
ক. উত্তরের খ. দক্ষিণের
গ. পূর্বের ঘ. পশ্চিমের

২১. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কাকে কুর্নিশ করেন?
ক. যোদ্ধাকে খ. শিক্ষককে
গ. সূর্যকে ঘ. নিজেকে

**সঠিক উত্তর**
**বিদ্রোহী :** ৯. ঘ ১০. গ ১১. ঘ ১২. ক ১৩. গ ১৪. খ ১৫. ক ১৬. ঘ ১৭. খ ১৮. ঘ ১৯. গ ২০. ক ২১. ঘ

*বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল*

# অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

## বাংলা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন


**খন্দকার আতিক**, *শিক্ষক*
উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা


**অধ্যায় ৩**

১৪. রবীন্দ্রনাথের বাড়ির বন্ধু কে ছিলেন?
ক. জমাদার সোভারম
খ. হিরা সিং
গ. শ্রীকান্ত বাবু
ঘ. রাধাকৃষ্ণ

১৫. পাতাওয়ালা বাদামগাছটা কোথায় ছিল?
ক. বাড়ির পশ্চিম কোণে
খ. বাড়ির পূর্ব কোণে
গ. বাড়ির উত্তর কোণে
ঘ. বাড়ির দক্ষিণ কোণে

১৬. রবীন্দ্রনাথ কার কাছে কুস্তি লড়তে শিখেছে?
ক. মাস্টার মশাই
খ. কারাতে মাস্টার
গ. ড্রয়িং মাস্টার
ঘ. হিরা সিংহ

১৭. পড়তে বসে ঢুলতে দেখে কে তাকে ছুটি দিয়ে দিতেন?
ক. বড়দা খ. ছোটদা
গ. মেজদা ঘ. সেজদা

১৮. বিজ্ঞান শেখাতে মাস্টার মশাই কোন দিন আসতেন?
ক. শনিবার খ. রবিবার
গ. সোমবার ঘ. মঙ্গলবার

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯. রামায়ণ, মেঘনাদবধ কাব্য রবীন্দ্রনাথ কত বছর বয়সে পড়েছিলেন?
ক. নয় বছর পার না হতেই
খ. দশ বছর পার না হতেই
গ. এগারো বছর পার না হতেই
ঘ. বারো বছর পার না হতেই

২০. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' বইটির লেখক কে?
ক. ইবনে বতুতা
খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. রফিকুল ইসলাম
ঘ. মাহবুব আলম

২১. ইবনে বতুতা জন্মগ্রহণ করেন কত সালে?
ক. ১৩০১ সালে খ. ১৩০২ সালে
গ. ১৩০৩ সালে ঘ. ১৩০৪ সালে

**সঠিক উত্তর**
**অধ্যায় ৩ :** ১৪. গ ১৫. ক ১৬. ঘ ১৭. ক ১৮. খ ১৯. গ ২০. খ ২১. ঘ

# এসএসসি পরীক্ষা : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

## ভূগোল ও পরিবেশ
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন


**মো. শাকিরুল ইসলাম**, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা


**অধ্যায় ৪**

৬২. সিয়াল স্তর যে উপাদানে গঠিত—
i. সিলিকন
ii. অ্যালুমিনিয়াম
iii. মলিবডেনাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৩. ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক অবয়ব যেগুলো—
i. পর্বত ii. মালভূমি
iii. সমভূমি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৪. গুরুমণ্ডলের শ্রেণি বিভাগ যে দুটি—
i. ঊর্ধ্বগুরুমণ্ডল
ii. অন্তঃগুরু
iii. নিম্ন গুরুমণ্ডল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৫. গুরুমণ্ডলে যেটি রয়েছে—
i. সিলিকা ii. লোহা
iii. কার্বন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৬. পাললিক শিলা যে ধরনের প্রক্রিয়ায় গঠিত হতে পারে—
i. যৌগিক ii. রাসায়নিক
iii. জৈবিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৬২. ক ৬৩. ঘ ৬৪. খ ৬৫. ঘ ৬৬. ঘ

**আগামীকাল থাকবে**

- **নবম শ্রেণি** : বাংলা, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র
- **অষ্টম শ্রেণি** : ইংরেজি
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : পৌরনীতি ও নাগরিকতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভূগোল ও পরিবেশ
- **নোটিশ বোর্ড** : শাবিপ্রবিতে এমএসসি ইঞ্জি., মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি, ঢাকা বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের টিসি বিষয় ও বিভাগ পরিবর্তন

## তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন


**প্রকাশ কুমার দাস**, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা


**অধ্যায় ৩**

২৯. ফ্রিল্যান্স কাজ করার জন্য কোনটির প্রয়োজন হয়?
ক. অর্থ
খ. ধৈর্য
গ. শিক্ষাগত যোগ্যতা
ঘ. বয়স

৩০. কোন ধরনের বইয়ে অ্যানিমেশন যুক্ত করা যায়?
ক. পাঠ্যবইয়ে খ. ই-বুকে
গ. গল্পের বইয়ে ঘ. বিজ্ঞানের বইয়ে

৩১. ই-বুকের সবচেয়ে বড় সুবিধা কী?
ক. কম খরচ
খ. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশ করার সুবিধা
গ. সব বইয়ের ই-বুক ভার্সন পাওয়া
ঘ. অ্যানিমেশন যোগ করার সুবিধা

৩২. ই-বুক পড়তে কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়?
ক. স্মার্টফোন
খ. যেকোনো রিডার
গ. ল্যান্ডফোন
ঘ. ইন্টারনেট

৩৩. ই-বুক পড়তে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের রিডারকে কী বলা হয়?
ক. স্মার্টফোন খ. রিডার
গ. ই-বুক রিডার ঘ. কম্পিউটার

৩৪. কিন্ডল কী?
ক. কম্পিউটার গেম
খ. ইনফো গ্রাফিকস
গ. ই-বুক রিডার ঘ. কার্টুন

৩৫. সাধারণভাবে ই-বুককে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

৩৬. মুদ্রিত বইয়ের ই-বুক প্রতিলিপি সাধারণত কোন ফরম্যাটে প্রকাশিত হয়?
ক. jpg খ. Bmp
গ. pdf ঘ. ai

৩৭. PDF-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Portable Document Format
খ. Port Document Format
গ. Portable Documental Formula
ঘ. Pen Drawing File

৩৮. যে ধরনের ই-বই ইন্টারনেটে পড়া যায়, তাদের প্রকাশিত ফরম্যাট কোনটি?
ক. jpg খ. Bmp
গ. html ঘ. pdf

৩৯. সম্পূর্ণ বই বা অধ্যায়গুলো একই ফরমেটে একসঙ্গে পাওয়া যায় কিসের মাধ্যমে?
ক. pdf খ. Bmp
গ. gif ঘ. jpg

৪০. HTML-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Hyper Training Markup Language
খ. Hyper Text Markup Language
গ. Hyper Text Management Learning
ঘ. High Though Markup Language

৪১. অনলাইন ই-বুক কোথায় প্রকাশিত হয়?
ক. ওয়েবসাইটে খ. ফেসবুকে
গ. কম্পিউটারে ঘ. পিডিএফে

৪২. EPUB-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Electro Publication
খ. Electronic Publication
গ. Enormous Publication
ঘ. Easy Publication

৪৩. যে ই-বুকগুলো কেবল অনলাইন বা ইন্টারনেটে পড়া যায়, সেগুলো কোন ফরম্যাটে প্রকাশিত হয়?
ক. HTML খ. DBS
গ. Website ঘ. EPUB

৪৪. আইবুক রিডারের স্বকীয়তা নির্ধারক কোনটি?
ক. ইন্টারনেট
খ. আইবুক রিডারের নিজস্ব ফরম্যাট
গ. ই-বুক ঘ. ফিল্ডস

৪৫. ভিডিও কনটেন্টের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ—
i. মোবাইল ফোনে ভিডিওর ব্যবস্থা থাকা
ii. ভিডিও শেয়ারিং সাইট থাকা
iii. ই-বুকের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৬. কোন ধরনের ই-বুকে অ্যানিমেশন যুক্ত থাকে?
ক. অনলাইনের ই-বুকে
খ. মুদ্রিত বইয়ের ই-বুকে
গ. চৌকস ই-বুকে
ঘ. সব ধরনের ই-বুকে

৪৭. ভিডিও যুক্ত করা যায় কোন ই-বুকে?
ক. ইনফো গ্রাফিকসে
খ. মুদ্রিত বইয়ের ই-বুকে
গ. ওয়েবিনারে
ঘ. চৌকস ই-বুকে

**সঠিক উত্তর**
**অধ্যায় ১ :** ২৯. খ ৩০. খ ৩১. খ ৩২. ক ৩৩. গ ৩৪. গ ৩৫. ঘ ৩৬. গ ৩৭. ক ৩৮. গ ৩৯. ক ৪০. খ ৪১. ক ৪২. খ ৪৩. ক ৪৪. খ ৪৫. ক ৪৬. গ ৪৭. ঘ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

### ২০২৪ সালের ১০ম শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষা সময়সূচি

২০২৪ সালের দশম শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষা নিচের সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।

**# সব পরীক্ষা শুরুর সময় : সকাল ১০টা থেকে # প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে**

| পরীক্ষার তারিখ | দিন | বিষয় ও বিষয় কোড |
|---|---|---|
| ২০/১০/২০২৪ | রোববার | গণিত (১০৯) |
| ২১/১০/২০২৪ | সোমবার | বাংলা ১ম পত্র (১০১) |
| ২২/১০/২০২৪ | মঙ্গলবার | বাংলা ২য় পত্র (১০২) |
| ২৩/১০/২০২৪ | বুধবার | ইংরেজি ১ম পত্র (১০৭) |
| ২৪/১০/২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ইংরেজি ২য় পত্র (১০৮) |
| ২৭/১০/২০২৪ | রোববার | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৫০), বিজ্ঞান (১২৭) |
| ২৮/১০/২০২৪ | সোমবার | ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (১১১), হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (১১২) |
| ২৯/১০/২০২৪ | মঙ্গলবার | রসায়ন (১৩৭), ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং (১৫২) বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (১৫৩) |
| ৩০/১০/২০২৪ | বুধবার | জীববিজ্ঞান (১৩৮) |
| ০৩/১১/২০২৪ | রোববার | পদার্থবিজ্ঞান (১৩৬), হিসাববিজ্ঞান (১৪৬), ভূগোল ও পরিবেশ (১১০) |
| ০৪/১১/২০২৪ | সোমবার | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (১৫৪) |
| ০৫/১১/২০২৪ | মঙ্গলবার | উচ্চতর গণিত (১২৬), পৌরনীতি ও নাগরিকতা (১৪০) |

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

### ২০২৩ সালের বিএড (অনার্স) ২য় বর্ষ ৩য় সেমিস্টার পরীক্ষার সময়সূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের বিএড (অনার্স) ২য় বর্ষ ৩য় সেমিস্টার পরীক্ষা নিচের সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

**# পরীক্ষা কোড : ৫৬৮৩, # পরীক্ষা আরম্ভের সময় : সকাল ৯টা**

| তারিখ ও বার | বিষয় কোড | পরীক্ষার সময় |
|---|---|---|
| ২১/১০/২০২৪ সোমবার | 520301 | ICT in Education (MCQ) & ICT in Education (তত্ত্বীয়) |
| ২৪/১০/২০২৪ বৃহস্পতিবার | 520303 | Educational Psychology and Guidance (MCQ) & Educational Psychology and Guidance (তত্ত্বীয়) |
| ২৭/১০/২০২৪ রবিবার | 520309 | ICT in Education Paper-1 (MCQ) & ICT in Education Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| ২৯/১০/২০২৪ মঙ্গলবার | 520305 | Bangla Paper-1 (MCQ) & Bangla Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| | 5203011 | Economics Paper-1 (MCQ) & Economics Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| | 520323 | Physics Paper-1 (MCQ) & Physics Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| | 520335 | Accounting Paper-1 (MCQ) & Accounting Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| ৩১/১০/২০২৪ বৃহস্পতিবার | 520307 | English Paper-1 (MCQ) & English Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| | 520313 | Political Science Paper-1 (MCQ) & Political Science-1 (তত্ত্বীয়) |
| | 520331 | Zoology Paper-1 (MCQ) & Zoology Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| | 520337 | Management Paper-1 (MCQ) & Management Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| ০৩/১১/২০২৪ রবিবার | 520327 | Mathematics Paper-1 (MCQ) & Mathematics Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| | 520319 | History Paper-1 (MCQ) & History Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| | 520339 | Marketing Paper-1 (MCQ) & Marketing Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| ০৫/১১/২০২৪ মঙ্গলবার | 520317 | Geography and Environment Paper-1 (MCQ) & Geography and Environment Paper-1 (তত্ত্বীয়) |
| ০৭/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার | 520315 | Sociology Paper-1 (MCQ) & Sociology Paper-1 (তত্ত্বীয়) |

**নেপাল ভ্রমণে শীর্ষ পাঁচে বাংলাদেশ** | চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ৩২ হাজারের বেশি বাংলাদেশি নেপালে ঘুরতে গেছেন। নেপাল ভ্রমণে বাংলাদেশ পঞ্চম।

# মার্কিন শহরের বাংলাদেশি মেয়র

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া রাজ্যের একটি শহর মিলবোর্ন। এই শহরের মেয়র চট্টগ্রামের সন্তান। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসে কীভাবে একটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলেন, সেই গল্প শুনে এসেছেন

ওমর কায়সার

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বইমেলার শেষ দিন ২৭ জুন কবিবন্ধু এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা *মনোমানচিত্রর* সম্পাদক আলী সিদ্দিকীর সঙ্গে গিয়েছিলাম পেনসিলভানিয়া। নিউইয়র্ক থেকে প্রায় ১৬৭ কিলোমিটার দূরে শান্ত-নিরিবিলি-ছিমছাম শহর ল্যান্সডেলে তাঁর বাসা। ওখানে কবিতায়, গানে, আড্ডায় দিন কাটছিল। একদিন বিকেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক মাধবচন্দ্র দাশ ফোন করেন। কয়েক বছর হয় শিক্ষাছুটিতে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করছেন তিনি। তাঁর বাসাও পেনসিলভানিয়াতেই, তবে একটু দূরে। ফিলাডেলফিয়া সিটির কাছে কাউন্টি ডেলাওয়্যারের মিলবোর্ন শহরে। তাঁর বাসায় আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণ কবুল করি।

বন্ধু আলীকে নিয়ে নির্ধারিত দিন বেরিয়ে পড়া গেল। একটা শহরে ঢোকার পথে হঠাৎ দেখি সড়কের নাম বাংলাদেশ!

প্রায় চিৎকার দিয়ে বললাম, দেখ দেখ।

আমার এই প্রতিক্রিয়াটার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল আলী, 'হুম, এই চমকটা তোমার জন্য রেখেছিলাম। আগে কিছু বলিনি। আমরা যে শহরে ঢুকলাম, তার নাম মিলবোর্ন। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের সঙ্গে অনেকে গুলিয়ে ফেলে। এই শহরের মেয়রও কিন্তু একজন বাঙালি এবং আমাদের চট্টগ্রামের মানুষ। নাম মাহবুবুল আলম তৈয়ব।'

বুঝলাম এটা আসলে বাংলাদেশি মেয়রেরই কাজ। মনে মনে ঠিক করলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করব। মাধবের বাসায় গিয়ে চা-নাশতা সারার পরপরই কথাটা পাড়লাম। তিনি বললেন, 'দাদা আমি জানি আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন। এ জন্য তাঁকে এখানে আসতে বলেছি।'

মাধব জানালেন, পেনসিলভানিয়ার একটি শহর এই মিলবোর্ন। এই মিলবোর্ন ও আশপাশে প্রায় আট হাজার বাংলাদেশির বাস। মিলবোর্নের মেয়র ও পাঁচ কাউন্সিলম্যান বাংলাদেশি। বাঙালি প্রবাসীরা তাঁদের বাঙালি মেয়রের কাছে আবদার করেছেন একটি সড়কের নাম বাংলাদেশ রাখা হোক। কাউন্সিলম্যান এবং সংশ্লিষ্ট সবার সম্মতি নিয়েই সেটা বাস্তবায়ন করেছেন মেয়র। মিলবোর্নের মার্কেট স্ট্রিট ও সেলারস অ্যাভিনিউর সংযোগস্থল থেকে শুরু করে সেলারস অ্যাভিনিউ পুরোটার নামই 'বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ' করা হয়েছে।

### মেয়রের সঙ্গে চট্টগ্রামি বোল

মাধবের বাসায় আড্ডার মধ্যেই মেয়র এসে হাজির। আগে-পিছে প্রটোকল, মানুষজন, গাড়ি, নিরাপত্তা-এসব কিছুই নেই। বসনভূষণ খুবই আটপৌরে, আচরণে বিনয়ী। খুব ক্যাজুয়ালি আমাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। মনে হলো অনেক দিনের চেনা। কথা বলেন নিচু স্বরে। কথা বলতে বলতে মনেই হলো না আমি যুক্তরাষ্ট্রের একটি সিটির মেয়রের সঙ্গে কথা বলছি, তা-ও আবার চট্টগ্রামের ভাষায়। কথায় কথায় শোনা হয়ে গেল তাঁর জীবনের গল্প।

মাহবুবুল আলম তৈয়ব জানালেন, চট্টগ্রামের দক্ষিণ মধ্যম হালিশহরে, পুরোনো ডাকঘরের কাছে তাঁর বাড়ি। বাবার নাম আবুল হোসেন। ২০০১ সালে আমেরিকায় পাড়ি জমান। প্রথমেই যান ফিলাডেলফিয়া শহরে। পেনসিলভানিয়ার অন্যতম বড় শহর ফিলাডেলফিয়া। ওখান থেকে একটু ভালো অবস্থানের জন্য চলে যান মিলবোর্ন।

মিলবোর্নের বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ। ছবি : সংগৃহীত

মিলবোর্ন পেনসিলভানিয়ার ডেলাওয়্যার কাউন্টির একটি শহর। মিলবোর্নে আসার পর থেকেই তিনি বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হন। স্থানীয় বাংলাদেশিদের সমর্থনে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সমর্থনের জোরে ২০১৫ সালে মিলবোর্ন সিটিতে ডেমোক্রেটিক পার্টি হয়ে কাউন্সিল নির্বাচন অংশ নিয়ে বিজয়ী হন। ২০১৯ সালে একই পদে আবার নির্বাচিত হন। এরপর ২০২১ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টি হয়ে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। ২০২২ সালে ৩ জানুয়ারি মেয়র হিসেবে শপথ নেন।

বিশাল এলাকা নিয়ে মিলবোর্ন। তবে জনসংখ্যা খুবই কম। ২০২০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১ হাজার ২১২ জন। মেয়র জানালেন, এখানকার মোট জনসংখ্যার ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বাংলাদেশি। তবে তাঁরা ছাড়াও সাদা-কালোনির্বিশেষে তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন।

তৈয়বের কাছে জানতে চাইলাম, আমেরিকার বুকে সড়কের নাম বাংলাদেশ রাখার চিন্তা কীভাবে এল? তিনি বললেন, 'একদিন হয়তো আমি থাকব না, কিন্তু প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান মেয়র হিসেবে এ শহরে যাতে পরবর্তী জেনারেশন আমাকে মনে রাখে এবং বাংলাদেশিদের নাম মনে রাখে তার জন্য এই উদ্যোগ। মূলত বাংলাদেশিদের স্বপ্ন পূরণ করতে এটি করা।'

মিলবোর্ন শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই সড়কের নাম আগে ছিল সেলারস অ্যাভিনিউ। সেটিই এখন বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ। ২০২৩ সালের প্রথম থেকেই নাম পরিবর্তনের কাজ শুরু করেন। সব কাজ নিয়মমতো সম্পন্ন করার পর ২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়।

মেয়র হওয়ার পেছনে কার প্রেরণা বেশি ছিল জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'আমার আগের মেয়র ছিলেন টমাস ক্রেমার। উনি সাদা আমেরিকান। আমি যখন দ্বিতীয়বারের মতো কাউন্সিল নির্বাচিত হই, তখন থেকেই আমাকে বলতেন উনার বয়স হয়ে গেছে, আর নির্বাচন করতে পারবেন না। উনি চাইতেন আমি নির্বাচন করি। সব সময় আমাকে প্রস্তুত থাকতে বলতেন। আমাকে তাঁর সব কাজে রাখতেন; যাতে আমি মেয়রের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানতে-বুঝতে পারি। একসময় যখন পার্টি থেকে মেয়রের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করা শুরু করে, তখন তিনিই আমাকে অনুরোধ করেন। তিনি পার্টিকে জানিয়ে দেন যে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। তখন ডেমোক্রেটিক পার্টি আমাকেই নমিনেশন দেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করে। আমিও কাজ করা শুরু করি।'

২০২১ সালের প্রথম দিকে নমিনেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়, তখন থেকেই তৈয়ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রয়োজনীয় সব কাজ করতে শুরু করেন। পরিচিত বাংলাদেশি ভাইবোনদের সঙ্গে আলাপ শুরু করেন। বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। এই জনসংযোগেও মানুষের আন্তরিক সমর্থন পেয়েছেন তিনি। বাংলাদেশিরা তাঁদের কমিউনিটির একজনকে মেয়র হিসেবে দেখার স্বপ্ন বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো এবং যুক্তরাষ্ট্রে একটা ইতিহাস তৈরি হলো—যুক্তরাষ্ট্রের একটি শহরের মেয়র হলেন একজন বাংলাদেশি।

তৈয়বের মেয়র হওয়ার এই সাফল্য কাহিনি শুনতে শুনতে বেলা অনেক গড়িয়ে গেল। কিন্তু মেয়র আমাদের ছাড়লেন না। বললেন, 'দেশের মানুষকে পেয়েছি। বাসায় না নিয়ে ছাড়ব না। অগত্যা মেয়রের বাসভবনে গিয়ে নানা পদের বাঙালি আর আমেরিকান খাবারে আপ্যায়িত হলাম। সড়কে উৎকীর্ণ নামফলকের মতো এই দিনের কথা স্মৃতির ফলকে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।'

মিলবোর্ন শহরের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাহবুবুল আলম তৈয়ব। ছবি : সংগৃহীত

---

● বেড়ানো

যে বয়সে বাড়ির কাছের পার্কটাকেও অনেকের মনে হয় দূরের গন্তব্য, সেই বয়সে হিমালয় অভিযানে গিয়েছিলেন তিন বাংলাদেশি। পার্বত্য পথে দুই সপ্তাহ হেঁটে হেঁটে শেষ করেছেন এভারেস্ট বেজক্যাম্প অভিযান। ষাটোর্ধ্ব বয়সে হিমালয়ে গিয়ে কেমন অভিজ্ঞতা হলো, তা-ই লিখলেন অভিযাত্রীদের একজন **ইফতেখারুল ইসলাম**

# তিন বয়স্ক বালক এসেছি এভারেস্টে

দ্বিতীয়বার এভারেস্ট বেজক্যাম্পে (ইবিসি) যাচ্ছি—এই ভাবনা অন্যদের জানাতে দ্বিধা হয়, সবাই পাগল বলবে। বয়স ৬৭ পেরিয়েছে। তবু এবার ইবিসি ট্রেকের সঙ্গে অমা দবলাম বেজক্যাম্প যোগ করেছি। একটা নতুন গন্তব্যের কথা বললে যাওয়ার যুক্তি জোরদার হয়। ফাঁক দিয়ে টুক করে ইবিসিটাও আরেকবার ঘুরে আসতে পারব।

এবার যোগ দিয়েছেন জালাল আহমেদ ও এনাম চৌধুরী। এভারেস্ট-দর্শন তাঁদের স্বপ্ন। দুজনেই নিজ নিজ কাজে খ্যাতিমান, প্রতিষ্ঠিত। দুজনেরই বয়স আমার চেয়ে কম। ৬৩ থেকে ৬৪ বছর। আমিও তো ঠিক ওই বয়সেই প্রথমবার ইবিসিতে গিয়েছিলাম। তাহলে এঁরাও পারবেন। কয়েক মাস খাওয়া কমিয়ে, অতিরিক্ত হেঁটে ওজন কমিয়ে তাঁরা তৈরি। ট্রেকিং বুটস, পোশাক ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছেন।

ইবিসি মাঝারি ধরনের কষ্টকর ট্রেক। তা-ও তিন বয়োজ্যেষ্ঠর পক্ষে ১৫ থেকে ১৬ দিনের ট্রেকে সুস্থ থেকে ৫ হাজার ৩৬৪ মিটার উচ্চতায় পৌঁছাতে পারা সহজ কাজ না। এই ট্রেকে কয়েকটা দীর্ঘ আরোহণের দিন আছে। কাঠমান্ডু থেকে ১৭ এপ্রিল ভোরে সীতা এয়ারের ছোট্ট বিমানে লুকলা পৌঁছাই। এখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন হরি, আমাদের গাইড। সঙ্গে পোর্টার।

লুকলা থেকে ফাকদিং ট্রেক তুলনামূলকভাবে সহজ। সকালে পথে নেমে দেখি চমৎকার রোদ, দূরে ঝলমল করছে চেনা পর্বতশিখর। গত কয়েক বছরে দুবার এ পথে ট্রেক করেছি বলে এটা আমার চেনা।

কিছুক্ষণ ট্রেক করে চলার পর দুধকোশি নদীর কলস্বর শুনতে পাই। মাঝেমধ্যে দেখি পার্বত্য নদীর দুধসাদা স্রোত কীভাবে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে।

পরের দুদিন পথে বেশ কটা ঝুলন্ত সেতু পার হতে হয়। অনেকটা চড়াই ধরে ওপরে উঠে হিলারি ব্রিজ পার হই। এবারের ট্রেকে প্রতিদিন আবহাওয়া ভালো বলে নিচের নদী, চারপাশের পাইনবন আর দূরের পর্বতশিখর দেখা গেছে সারাক্ষণ। এমনকি নামচেবাজার পৌঁছানোর আগেই দুটো জায়গা থেকে আমরা এভারেস্ট দেখতে পাই। অনেক দূরে সে শিখর। ছোট কিন্তু স্পষ্ট। নামচেবাজারে সাগরমাথা মিউজিয়ামের বাইরে ৩ হাজার ৪৪০ মিটার উচ্চতায় দাঁড়িয়ে বিশ্বাস হয়, আমরা তিন প্রবীণ সত্যিই এভারেস্টের পথে ট্রেক করে চলেছি।

### যার যার গতিতে চলি

সকালে তিন অভিযাত্রী একসঙ্গে ট্রেকিং শুরু করলেও যার যার গতিতে চলি আমরা। কখনো পাথর ডিঙিয়ে চড়াই ধরে উঠি, কখনো পাইনবনের ভেতর হাঁটি। নীল আকাশের গায়ে খানতেগা, কুসুমখ্যাং, থামশেরকু, অমা দবলাম, লোৎসে ও এভারেস্ট দেখে ছবি তোলার জন্য দাঁড়াই। কোনো লজে হানি জিঞ্জার লেমন চায়ের জন্য বিরতি নিই। তিনজন একত্র হই। ছবি তুলি। আবার ট্রেক শুরু করি। উচ্চতার কারণে বাতাসে অক্সিজেন কমে আসছে। ওপরে ওঠার সময় আমরা অল্পেই হাঁপিয়ে উঠি। বিরতি নিই। ওপরে-নিচে তাকিয়ে দেখি সঙ্গীরা কে কোথায় আছেন।

নামচে থেকে ট্যাংবোচে হয়ে দেবুচে। সেখানে সূর্যাস্তে স্বর্ণকেশী অমা দবলাম দেখি।

এভারেস্ট বেজক্যাম্পে তিন অভিযাত্রী (বাঁ থেকে)—এনাম চৌধুরী, ইফতেখারুল ইসলাম ও জালাল আহমেদ। ছবি : সংগৃহীত

পরের দিন সকালে তিন ঘণ্টা ট্রেক করে আমরা পৌঁছাই ৪ হাজার মিটারে প্যাংবোচে। ইবিসিতে যেতে এখানে থামার দরকার নেই। আমরা থামছি, কারণ আমার প্রথম লক্ষ্য অমা দবলাম বেজক্যাম্প এখান থেকে কাছে। জালাল ভাই ও এনাম ভাইয়ের লক্ষ্য শুধু ইবিসি। ২৩ এপ্রিল তাঁরা অ্যাক্লাইমেটাইজেশন হাইক করে উঁচুতে একটা গ্রাম দেখে এলেন। আমি গেলাম অমা দবলাম বেজক্যাম্পে।

তাপমাত্রা সেদিন হিমাঙ্কের নিচে। কোথাও চড়াই। কোথাও প্রবল বাতাস। প্যাংবোচে থেকে উঠে আসার পর বেজক্যাম্প পর্যন্ত কোনো টি-হাউস নেই। তিন ঘণ্টার ট্রেক শেষে ৪ হাজার ৬০০ মিটার উঁচুতে বেজক্যাম্প। বাতাসে ক্যাম্পের পতাকা ও প্রেয়ার ফ্ল্যাগ পতপত করে উড়ছে। এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে তক্ষুনি ফিরতে ইচ্ছা করে না। একটা তাঁবুতে বসে মাতা-কন্যার যুগল শিখরের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। অমা দবলাম অর্থ মায়ের গলার হার।

পরদিন থেকে আবার আমাদের মূল লক্ষ্যের দিকে মন দিই। দিনে দুবার অক্সিজেন স্যাচুরেশন ও পালস মেপে দেখা হয়। জালাল ভাই ও এনাম ভাইয়ের শরীর ভালো আছে। কারোরই উচ্চতাজনিত অসুস্থতা, মাথাব্যথা, বুকে ব্যথা, বমি এসব লক্ষণ নেই। ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হলেও দুজনেই দারুণ উৎসাহের সঙ্গে নিজের গতিতে চড়াই-উতরাই পার হয়ে চলেছেন প্যাংবোচে থেকে ডিংবোচে। সেখানে অ্যাক্লাইমেটাইজেশন সেরে পরদিন লোবুচে।

### পাথরে লেখা নাম

মাঝেমধ্যে জালাল ভাই আমার চেয়ে দ্রুত ট্রেক করেন। বিচিত্র বিষয়ে অসংখ্য বই পড়ে সেসব মনে রাখা ও যথাসময়ে তথ্য তুলে ধরার ক্ষমতা তাঁর অসামান্য। দিনের ট্রেক শেষে বিকেলে ফ্লাস্ক ভর্তি মিন্ট টি নিয়ে আমরা ডাইনিং রুমে বসি। পাঁচটা বাজলে ফায়ারপ্লেসে ইয়াক-ডাং বা কাঠের টুকরা ঢুকিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। সে উষ্ণতায় আমাদের গল্প জমে ওঠে।

লোবুচের ট্রেকে অনেকখানি খাড়া চড়াই। দুপুরের পর থুকলা পাসে পর্বতারোহীদের স্মরণস্তম্ভগুলোর কাছে পৌঁছে জালাল ভাই খুঁজে বের করলেন সজল খালেদের স্মৃতিফলক। এভারেস্টজয়ী এই পর্বতারোহী শিখর থেকে নেমে আসার সময় এভারেস্টেই হারিয়ে যান। স্মৃতিফলকটি ছোট। পাথর থেকে নাম মুছে গেছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়জুড়ে আছেন তিনি।

৫ হাজার ৩০ মিটারে লোবুচের রাত ছিল তীব্র ঠান্ডায় জমে যাওয়ার মতো। বাইরের তাপমাত্রা মাইনাস ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লজের পাথরের দেয়াল বাইরের বাতাস কিছুটা ঠেকিয়ে রাখে। তবু স্লিপিং ব্যাগের ভেতরটা যথেষ্ট উষ্ণ হয় না। আমাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন কয়েক দিন ধরেই কমছে। বিকেলে লোবুচে পৌঁছানোর পর আমার অক্সিজেন ৮১ শতাংশ আর নাড়ির স্পন্দন ৮৯। জালাল ভাই ও এনাম ভাইয়ের অবস্থা সামান্য ভালো। হরি বলছে, ভোর সাড়ে ছটায় ব্রেকফাস্ট। সাতটায় ট্রেক শুরু করব আমরা। যেভাবেই হোক কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে হবে।

### আজই এভারেস্ট বেজক্যাম্প

২৭ এপ্রিল ভোর সাতটায় আমরা প্রতিদিনের মতো পথে নামি। লজের সামনে ছবি তুলে ট্রেকিং শুরু। আজ গোরাকশেপ। আজই এভারেস্ট বেজক্যাম্প। ট্রেকের প্রথম অংশটা নেপালি সমতল। পুমোরি নামে দৃষ্টিনন্দন পাহাড়ের সামনে দিয়ে যাই। পাথরের ওপর দিয়ে ট্রেক করি। হিমবাহের মোরেন বা গ্রাবরেখা ধরে চলি। ট্রেকটা খুব কঠিন না হলেও উচ্চতা ও অক্সিজেন-স্বল্পতার কারণে হাঁপিয়ে যাই আমরা। গোরাকশেপ পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। পরিশ্রান্ত হলেও আজই আমরা ইবিসি সেরে আসব।

গোরাকশেপ থেকে ইবিসি পর্যন্ত পাথুরে পথ। তুষার নেই। চলার পথ চেনা যায় না। কোনো কোনো জায়গায় হিমবাহের ওপর দিয়ে ট্রেক। ডান দিকে বিস্তীর্ণ খুমবু হিমবাহ। অপর পাড়ে তুষারঢাকা পর্বতশিখর। আরও দূরে লোৎসে। সবার ওপরে এভারেস্ট। সেদিক থেকে প্রায়ই ভেসে আসে বরফধসের গর্জন। পায়ের নিচে পাথরের তলদেশে হিমবাহের বরফ গলার শব্দ। মাঝেমধ্যে আমাদের ট্রেকের পথের অংশ বিকট শব্দ করে ধসে পড়ে। চারদিক ভয়ংকর সুন্দর। ছবি তোলার মতো সময় নেই, তবু একটু থেমে এই অপরূপ প্রকৃতি দেখতে ইচ্ছা করে।

একটু দূরে খুমবু হিমবাহের গা ঘেঁষে ছোট ছোট হলদে তাঁবু। কাছে গেলে তাঁবুগুলো বড় হয়। প্রেয়ার ফ্ল্যাগ ও ক্যাম্পের পতাকা উড়ছে। এভারেস্ট বেজক্যাম্প লেখা পাথরটির সামনে বেমানান রঙিন সাইনবোর্ড। পাথরের স্তূপ পেরিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াই। জালাল ভাই আগে পৌঁছেছেন। একটু পরে এলেন এনাম ভাই। তিন বয়স্ক বালক সজল চোখে একে অপরকে জড়িয়ে ধরি। আমরা এসেছি—হিমালয়ের হিমবাহে, যেখানে এভারেস্ট।

চারদিকের পর্বতশিখর ও নিস্তব্ধতা আমাদের স্বাগত জানায়।

---

● দেশের মানুষ

নাটোরের রবি সূতম সংঘের পূজামণ্ডপের দেবী দুর্গাসহ সব কটি প্রতিমার অবয়বই ধান দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন **বিশ্বজিৎ পাল**। পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রতিমাশিল্পীর জীবনের গল্প শুনেছেন **মুক্তার হোসেন**

# এবারই সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছি

সিংড়ার গোবিন্দপুরে আমার দাদাবাড়ি। পূর্বপুরুষেরা সেখানে মৃৎশিল্পের কাজ করতেন। দাদারও ছিল মৃৎশিল্পের ব্যবসা। আমার বাবা নিমাইচন্দ্র পাল দাদার সঙ্গেই কাজ করতেন। বাবার বয়স যখন ১৭, তিনি নাটোরের লালবাজারে চলে আসেন। এখানে আমহাটি গ্রামের প্রতিমাশিল্পী শংকর পালের কাছে কাজ শেখেন। তারপর প্রতিমাশিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন ৬০ বছর।

নাটোরের বাড়িতেই আমার জন্ম। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে প্রতিমা তৈরিতে সহযোগিতা করতাম। তবে স্বর্ণকার হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেছিলাম। একটা জুয়েলারিতে গয়নার ডিজাইন করতাম। একসময় বাবার উৎসাহে প্রতিমা তৈরি শুরু করলাম। ২০ বছর ধরে সেই কাজই করছি।

আমার বাবা ৭৮ বছর বয়সে মারা গেছেন। নাটোরের কোনো কোনো মন্দিরে এখনো বাবার হাতে গড়া প্রতিমা শোভা পাচ্ছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের আগ পর্যন্ত নাটোর শহরের পুরোনো মন্দিরগুলোতে স্থায়ীভাবে পাথর ও পিতলের প্রতিমা ছিল। যুদ্ধের সময় এসব প্রতিমা ধ্বংস বা লুট হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এসব মন্দিরের জন্যই স্থায়ীভাবে মাটির প্রতিমা তৈরি করে দেন বাবা।

পূজা-পার্বণে প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি সারা বছরই মানুষ ও পশুপাখির প্রতিকৃতি তৈরি করি। প্রতিমা তৈরির কাজে পরিবারের সবাই সবাইকে সহযোগিতা করে। এখনো আমার কাকা গোপালচন্দ্র পাল ও বাবার আমলের কর্মী গোবিন্দচন্দ্র পাল আমার সঙ্গে কাজ করেন। আমার ছেলে অভিজিৎ পালও সহযোগিতা করে। সে-ও আমার মতো এ শিল্পকে ভালোবেসে ফেলেছে। যদিও প্রতিমা তৈরির কাজটাকে পেশা হিসেবে নেওয়া খুবই কঠিন। আমার ছেলেও জানে। তবু পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে আর দেব-দেবীর আশীর্বাদ পেতে কাজটা করে যাচ্ছি।

এ বছর ধানের প্রতিমা ছাড়াও আরও দুটি দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেছি। ধানের দুর্গাপ্রতিমা তৈরিতেই সময় লেগেছে বেশি। সারা বছর প্রতিমা ও মূর্তি মিলে এক শর মতো কাজ করতে পারি। এই হিসাবে গত ২০ বছরে অন্তত দুই হাজার প্রতিমা তৈরি করেছি।

প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন বিশ্বজিৎ পাল। ছবি : ছুটির দিনে

শুরুর দিকে একটা দুর্গাপ্রতিমা তৈরিতে মজুরি ছিল পাঁচ শ টাকার কম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মজুরি বেড়েছে। তবে কর্মজীবনের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছি এবার ধানের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে। প্রায় লাখ টাকা।

তবে প্রতিমাটি তৈরিতে পরিশ্রমও হয়েছে অনেক। প্রতিবছরই নতুন নতুন উপকরণ দিয়ে ভিন্ন ধাঁচের প্রতিমা বানাতে পছন্দ করি। সবকিছু আসলে গ্রাহকের পছন্দের ওপর নির্ভর করে। এই যেমন ধানের প্রতিমা তৈরির ধারণাটা লালবাজার কদমতলার সূতম সংঘের মণ্ডপ কমিটির চাহিদা থেকে এসেছে। তারা তাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। আমি চিন্তা করে কাজে হাত দিয়েছি।

ধান দিয়ে প্রতিমা আমি আগে কোথাও দেখিনি। তবু সাহস করে কাজ শুরু করেছি। প্রায় ৫০ হাজার পাকা ধানের দানা আটটি প্রতিমার শরীরে একটা একটা করে বসিয়ে দেওয়াটা খুবই চ্যালেঞ্জের ছিল। অনেক সময় আর ধৈর্য নিয়ে কাজটি শেষ করেছি। ধান দিয়ে কাজটা করার ফলে অবয়বে নতুন করে রং করার দরকার হয়নি। প্রতিমা থেকে এমনিতেই সোনালি আভা ছড়াচ্ছে। সোনালি রঙের সঙ্গে মিল রেখে দেব-দেবীর পরিধেয় বস্ত্রের রং নির্ধারণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে অন্য রকম একটা সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। ভক্ত-দর্শনার্থীরা প্রতিমাটি দেখতে ভিড় করছেন। সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই ধানের দুর্গাপ্রতিমা। কাজটি করতে পেরে আমি ও আমার সহযোগীরা ভীষণ খুশি। বাকিটা ভক্ত-দর্শক মূল্যায়ন করবেন।

---

● বিচিত্র দিবস

# আজ মোটরসাইকেল চালানোর দিন

মোটরসাইকেলকে কেউ বলেছেন 'গতির কবিতা'! কারও কারও কাছে মোটরসাইকেল চালানো মানে দুর্দান্ত কোনো গল্প লেখা, যে গল্পের (পড়ুন পথের) বাঁকে বাঁকে থাকে অনবদ্য চমক। কারও বিবেচনায়, মোটরসাইকেল চালানো নেহাত একটা শখমাত্র নয়, রীতিমতো জীবনযাপন। একজন মোটরসাইকেলপ্রেমীর কাছে সবচেয়ে শখের জিনিস কলের এই দ্বি-চক্রযান।

মোটরসাইকেলপ্রেমীরা এসব বক্তব্যের মাজেজা ভালো বুঝতে পারবেন। এই তো দিনকতক আগে একজন তাঁর মোটরসাইকেলের জন্মদিন পালন করলেন ঘটা করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল সেই ভিডিও। মোটরসাইকেল চালিয়ে দেশের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে বেড়ানো একজন একদিন বলছিলেন, সম্ভব হলে আমি মোটরসাইকেল চালিয়ে চান্দের দেশেও চলে যেতাম!

কেবল তারুণ্যের নায়কোচিত ব্যাপারের জন্যই নয়, মোটরসাইকেল চালানোর বাস্তবিক কতগুলো সুবিধাও আছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় এর মূল্যের বিষয়টি। মোটামুটি ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকায় ব্যক্তিগত বাহন হিসেবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে একেবারে প্রথম কাতারে রয়েছে এই যান। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপারটি তো রয়েছেই, তা ছাড়া এটি সময়সাশ্রয়ী এবং অন্যান্য বাহনের তুলনায় পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর।

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার, সে হিসাবে আজ ১২ অক্টোবর, মোটরসাইকেল চালনা দিবস। ২০১৫ সাল থেকে দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হচ্ছে। ডানলপ মোটরসাইকেল কোম্পানির পণ্য ব্যবস্থাপক চ্যাড গিয়ার এই দিবসের উদ্যোক্তা। উল্লেখ্য, ১৮৮৭ সালের অক্টোবরে জন বয়েড ডানলপ উদ্ভাবন করেন বায়ু ভরা টায়ার, যা মোটরসাইকেল জগতে নিয়ে আসে যুগান্তকারী পরিবর্তন।

মূলত মোটরসাইকেল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যেই দিবসটির চল হয়। যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গেই এটি পালিত হওয়া জরুরি। বিশেষত আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তো বটেই। সারা বছরের নয়, কেবল গত মাসের তথ্য দিলেই মোটরসাইকেলে নিরাপত্তার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। বেসরকারি সংগঠন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বরে ১৬৪টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৭৯ জন নিহত হয়েছেন, যা সড়কে নিহত হওয়ার মোট সংখ্যার ৪২ শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৪১ দশমিক ৮৩।

ডেজ অব দ্য ইয়ার ও রোড সেফটি ফাউন্ডেশন অবলম্বনে **কবীর হোসাইন**

মোটরসাইকেল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যেই দিবসটির চল হয়। ছবি : ছুটির দিনে

## ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের আহ্বান

ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। রয়টার্স

ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঘরবাড়ি। সেখানকার পরিস্থিতি দেখছেন কয়েকজন। গতকাল লেবাননের বৈরুতে। ছবি : রয়টার্স

# এবার শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলা

**লেবাননে আগ্রাসন**

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে টানা তিন দিন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের ওপর ইসরায়েলি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

- শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ।
- বৈরুতের কেন্দ্রস্থলে ইসরায়েলের দুই দফা বিমান হামলায় ২২ জন নিহত।

**রয়টার্স**, *বৈরুত*

আন্তোনিও গুতেরেস

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ওপর আবারও হামলা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গতকাল শুক্রবারের এ হামলায় দুই শান্তিরক্ষী আহত হয়েছেন। এ নিয়ে টানা তিন দিন শান্তিরক্ষীদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার ঘটনা ঘটল। শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার লেবাননের রাজধানী বৈরুতের কেন্দ্রস্থলে ইসরায়েলের দুই দফা বিমান হামলায় ২২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন শতাধিক। লেবাননের সরকার এ কথা জানিয়েছে। লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ নেতা ওফিক সাফাকে লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছিল। তবে হামলা থেকে বেঁচে যান তিনি। তিনটি সূত্র এ কথা জানিয়েছে।

ইসরায়েল সীমান্তবর্তী লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তি মিশন ইউনিফিলের অধীন এক হাজারের বেশি শান্তিরক্ষী মোতায়েন রয়েছেন। ব্যাপক বিমান হামলার পাশাপাশি লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে স্থল অভিযানও চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী।

গতকাল নাকোরা এলাকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন ইউনিফিলের মূল ঘাঁটির একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ করে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে দুই শান্তিরক্ষী আহত হন। আগের দিন একই ঘাঁটির পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে গোলাবর্ষণ করলে টাওয়ারটি ধসে পড়ে। এতে দুই শান্তিরক্ষী আহত হন।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকালের হামলায় শ্রীলঙ্কার কয়েকজন শান্তিরক্ষী আহত হয়েছেন। আগের দিনের হামলায় ইন্দোনেশিয়ার দুই শান্তিরক্ষী আহত হন।

শান্তরক্ষীদের ওপর হামলার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েল সরকার। তবে জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত ড্যানি ড্যানন গত বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে বলেছেন, লড়াই তীব্রতর হওয়ায় ঝুঁকি এড়াতে ইউনিফিল মিশন আরও পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে সরিয়ে নেওয়া হোক।

**নিন্দার ঝড়**

শান্তিরক্ষীদের ওপর গোলাবর্ষণ 'অগ্রহণযোগ্য' বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি হামলার ঘটনাকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন। এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সে আহ্বান জানিয়েছেন গুতেরেস।

শান্তিরক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন জাতিসংঘের মহাসচিব। একই সঙ্গে তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে উসকানির সুযোগ দিতে পারে না বিশ্ব। এটিকে বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। হামলার বিষয়ে ইসরায়েলের কাছে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে ওয়াশিংটন। এদিকে গতকাল লাওসে অনুষ্ঠিত পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন লেবাননে কূটনৈতিক সমাধানে পৌঁছানো যাবে এবং বৃহৎ পরিসরে সংঘাত ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলা করায় ইসরায়েলের কড়া সমালোচনা করেছেন ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গুইদো ক্রসেত্তো। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'এটি ভুলবশত ঘটেনি এবং এটি কোনো দুর্ঘটনা ছিল না।' এদিকে শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ এবং এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে চীনও।

**বৈরুতের প্রাণকেন্দ্রে হামলা**

বৃহস্পতিবার বৈরুতের মধ্যাঞ্চলে দুই দফা ইসরায়েলি বিমান হামলায় ২২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১১৭ জন। লেবাননের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে প্রচারিত ভিডিওতে বৈরুতের রাস এল নাবা ও আল নুয়েইরি এলাকায় বিমান হামলার পর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা গেছে।

আগে থেকে কোনো ধরনের সতর্কবার্তা ছাড়াই এসব হামলা চালানো হয়েছে। এতে বৈরুতের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ইসরায়েলি হামলার মুখে অনেকেই দক্ষিণাঞ্চল থেকে সরে গিয়ে রাজধানী বৈরুতে আশ্রয় নিয়েছেন।

গত সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে এ পর্যন্ত তৃতীয়বারের মতো বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরতলি দাহিয়ের বাইরে ইসরায়েলি বিমান হামলার ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দাহিয়েতে প্রায় প্রতিদিনই বিমান হামলা হতে দেখা গেছে।

এদিকে ইসরায়েলে পাল্টা হামলা চালানো অব্যাহত রেখেছে হিজবুল্লাহ। দেশটির উত্তরাঞ্চলের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ শহর হাইফা লক্ষ্য করেও ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। লেবাননের পাশাপাশি ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায়ও হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গতকাল জানিয়েছে, গাজায় ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় আরও ৬১ জন নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৪২ হাজার ১২৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

**ইরানি কমান্ডারের মৃতদেহ উদ্ধার**

লেবাননের বৈরুতে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহর সঙ্গে নিহত হন ইরানের এলিট ফোর্স ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডের (আইআরজিসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্বাস নিলফরোশন। কিন্তু এত দিন তাঁর মরদেহ না পাওয়ায় এ নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। গতকাল আইআরজিসির জনসংযোগ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, আব্বাসের মরদেহ পাওয়া গেছে।

---

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেন

## গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা মানবতার জন্য লজ্জার

**এএফপি**, *তিরানা*

এরদোয়ান

ইসরায়েলকে আক্রমণ করে আবারও মন্তব্য করলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। গত বৃহস্পতিবার আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানায় পৌঁছে গাজা যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এ আক্রমণ করেন তিনি।

বলকান অঞ্চলের কয়েকটি দেশে সফরে বেরিয়ে প্রথম আলবেনিয়ায় থামলেন এরদোয়ান। আলবেনিয়া থেকে সার্বিয়ায় গেছেন তিনি।

আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইদি রামার সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন এরদোয়ান। সেখানে তিনি আবারও বলেন, গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড গণহত্যার জন্ম দিয়েছে। এটিকে তিনি মানবতার জন্য লজ্জার ব্যাপার বলেও উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইদি রামার সঙ্গে তিরানা মসজিদের উদ্বোধন করেছেন। সেখানে বেলগ্রেড বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেকসান্দার ভুসিস।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেন, 'গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা ও ইসরায়েলের ওপর প্রয়োজনীয় চাপ প্রয়োগ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। গাজায় এক বছর ধরে চলমান গণহত্যা পুরো মানবজাতির জন্য লজ্জার।'

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে 'গাজার কসাই' আখ্যায়িত করে তাঁকে অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তুর্কি প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, গাজায় নেতানিয়াহু সরকারের নেতৃত্বে চলমান আগ্রাসন মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে বিশ্বব্যবস্থাকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

---

# হারিকেন নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প মিথ্যা বলছেন : কমলা

**যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন**

ঝড়ের পর সরকারি সহায়তার সমালোচনা করেছেন নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

**রয়টার্স**, *ফ্লোরিডা*

হারিকেন 'মিল্টন' আঘাত হেনেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে। এতে অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে হারিকেন নিয়ে চলছে রাজনীতি। ঝড়ের পর সরকারি সহায়তার সমালোচনা করেছেন নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের দাবি, ট্রাম্প মিথ্যা বলছেন।

মিল্টনকে বলা হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেনের মধ্যে পঞ্চম। সপ্তাহ দুয়েক আগে 'হেলেন' নামের আরেকটি হারিকেন ফ্লোরিডায় আঘাত হেনেছিল। ফলে অঙ্গরাজ্যটির বাসিন্দাদের জন্য মিল্টন বাড়তি বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মিল্টনের কারণে বিমাকারীদের ১০ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

হারিকেন মিল্টনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকার। তবে এর সমালোচনা করে স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যা করা উচিত ছিল, তা তারা করেনি, বিশেষ করে নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে। হারিকেন হেলেনের আঘাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নির্বাচনে 'দোদুল্যমান' হিসেবে পরিচিত এ অঙ্গরাজ্য।

তবে হারিকেন-পরবর্তী সরকারি সহায়তা নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন কমলা হ্যারিস। বৃহস্পতিবার লাস ভেগাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না কর তিনি বলেন, 'এটা দুঃখজনক যে হারিকেন হেলেন থেকে শুরু করে মিল্টন—দুই সপ্তাহে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক মানুষ রাজনৈতিক খেলা খেলছেন।'

**জরিপে এগিয়ে কমলা**

আগামী ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ট্রাম্প ও কমলার জনপ্রিয়তা নিয়ে একটি জরিপ করেছে রয়টার্স/ইপসস। এতে কমলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৪৬ শতাংশ ভোটার। ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছেন জরিপে অংশ নেওয়া ৪৩ শতাংশ মানুষ। এর আগে গত ২০-২৩ সেপ্টেম্বর আরেকটি জরিপ চালিয়েছিল রয়টার্স/ইপসস। তাতেও ট্রাম্পের চেয়ে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন কমলা।

চার দিন ধরে করা সর্বশেষ এই জরিপ গত সোমবার শেষ হয়। এতে অর্থনীতিকে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে শনাক্ত করেছেন অংশগ্রহণকারীরা। প্রায় ৪৪ শতাংশ বলেছেন, জীবনযাপনের খরচসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে ট্রাম্প আরও ভালো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অন্যদিকে অর্থনীতি ইস্যুতে কমলাকে সমর্থন জানিয়েছেন ৩৮ শতাংশ মানুষ।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন সমস্যা নিয়েও জরিপে আলোকপাত করা হয়েছে। 'অবৈধ অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের জননিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক' এমনটা মনে করেন জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৫৩ শতাংশ মানুষ। অন্যদিকে এ ধারণার বিপক্ষে ৪১ শতাংশ। অথচ গত মে মাসে করা জরিপে অভিবাসনের ক্ষেত্রে বেশির ভাগই (৪৬ শতাংশ বনাম ৪৫ শতাংশ) বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

---

## সংক্ষেপে

**পাকিস্তান**

### কয়লাখনিতে হামলায় নিহত ২২

পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন ছোট একটি কয়লাখনিতে সশস্ত্র ব্যক্তিদের হামলায় কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৭ জন। গতকাল শুক্রবার এ হামলা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ বেলুচিস্তান প্রদেশটি আফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্তবর্তী। সরকারের সঙ্গে বালুচ বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সংঘাতকে কেন্দ্র করে অঞ্চলটিতে কয়েক দশক ধরে অস্থিরতা চলছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর দাবি, অঞ্চলটির সম্পদে তাদের যে ভাগ আছে, তা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠীই আজকের হামলার দায় স্বীকার করেনি। স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা হুমায়ুন খান বলেন, ভোররাতে দুকি এলাকায় জুনায়েদ কয়লা কোম্পানির খনিতে একদল সশস্ত্র লোক ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। দুকি এলাকার অবস্থান কোয়েটা শহরের পূর্ব দিকে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, হামলাকারী ব্যক্তিরা খনির কর্মীদের এক জায়গায় জড়ো করে এবং তাঁদের ওপর গুলি চালায়। তারা খনির যন্ত্রপাতিতেও আগুন ধরিয়ে দেয়।

**রয়টার্স**, *কোয়েটা*

**হাইতি**

### আরও পুলিশ সদস্য পাঠাচ্ছে কেনিয়া

হাইতিতে দস্যু বা গ্যাংবিরোধী আন্তর্জাতিক মিশনকে শক্তিশালী করতে আগামী মাসে আরও ৬০০ পুলিশ সদস্য পাঠাবে কেনিয়া। গতকাল শুক্রবার কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো এ কথা জানান। পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত পুলিশ মোতায়েনের অনুরোধ জানাতে কেনিয়া সফরে গেছেন হাইতির প্রধানমন্ত্রী গ্যারি কোনিল। কেনিয়ার নেতৃত্বে মাল্টিন্যাশনাল সিকিউরিটি সাপোর্টের (এমএসএস) অংশ হিসেবে বিশ্বের ১০টি দেশ হাইতিতে ২ হাজার ৯০০ সেনা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গত জুন মাসে এ মিশনের অনুমতি দিয়েছে জাতিসংঘ। কিন্তু এখন পর্যন্ত হাইতিতে ৪৩০ সেনা মোতায়েন করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৪০০ জনই কেনিয়ার। ইতিমধ্যে হাইতিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গ্যাং সদস্যরা রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সের অধিকাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। গত সপ্তাহে গ্রান গ্রিফ গ্যাংয়ের সদস্যরা ১১৫ জনকে হত্যা করেছে।

**রয়টার্স**

**দোলনা**

দাশাইন উৎসবে বাঁশ ও দড়ি দিয়ে তৈরি দোলনায় দুলে আনন্দে মেতেছেন এক তরুণী। গতকাল নেপালের কাঠমান্ডুতে। ছবি : রয়টার্স

**ক্যামেরুন**

### প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা নিষেধ

ক্যামেরুনের ৯১ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট পল বিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা করা যাবে না। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশটিতে প্রেসিডেন্ট দীর্ঘদিন জনসমক্ষে না আসায় তিনি অসুস্থ বলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এক সপ্তাহ আগে দেশটির কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায়, ব্যক্তিগত সফরে সুইজারল্যান্ডে গেছেন তিনি। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো আছে। তিনি অসুস্থ বলে গণমাধ্যমে যে খবর এসেছে, তা কল্পনাপ্রসূত। এর মধ্যে গত বুধবার দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পল আতাঙ্গা এনজেই আঞ্চলিক গভর্নরকে নির্দেশ দেন, প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার লঙ্ঘন। এ নিয়ে গণমাধ্যমে যেকোনো বিতর্ক নিষিদ্ধ। এ আদেশ অমান্য করা হলে আইনের মুখোমুখি হতে হবে। এ-সংক্রান্ত কোনো আলোচনা যাতে গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে না হয়, তা পর্যবেক্ষণে কমিটি গঠন করতে বলেন তিনি। ১৯৬০ সালে ক্যামেরুনের স্বাধীনতার পর থেকে সেখানে মাত্র দুজন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। বিয়া দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বা মারা গেলে দেশটিতে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচনে সংকট দেখা দিতে পারে। তবে প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনায় বিধিনিষেধের এ ঘটনাকে রাষ্ট্র কর্তৃক সেন্সরশিপ বলে সমালোচনা করা হচ্ছে।

**রয়টার্স**

**ব্রাজিল**

### যুক্তরাষ্ট্র বিমান কেনার তথ্য চাওয়ায় ক্ষুব্ধ লুলা

সুইডেনের প্রতিষ্ঠান সাবের কাছ থেকে ব্রাজিলের ফাইটার জেট বিমান কেনার তথ্য চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা। গতকাল শুক্রবার তিনি বলেন, 'এর কোনো অর্থ হয় না।' এক রেডিও সাক্ষাৎকারে লুলা বলেন, 'ব্রাজিলের জেট বিমান কেনার তথ্য চাওয়ার বিষয়টিকে আমি অন্য দেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপের বিষয় মনে করি।' ব্রাজিল সরকার এবং সুইডিশ ফাইটার প্রস্তুতকারক সাব ২০১৪ সালে যুদ্ধবিমান ক্রয়বিষয়ক চুক্তি করে। ওই চুক্তি তদন্ত করছে মার্কিন বিচার বিভাগ। সাব বলেছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলবে। ১০ বছর আগে মার্কিন প্রতিষ্ঠান বোয়িং ও ফ্রান্সের ডাসাল্টকে পেছনে ফেলে সুইডিশ প্রতিষ্ঠান সাবের সঙ্গে চুক্তি করেছিল ব্রাজিল। ব্রাজিলের প্রসিকিউটররা ২০১৬ সালে অভিযোগ তোলেন, লুলা তাঁর প্রভাব খাটিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ সরকারকে সাবের সঙ্গে ৩৬টি যুদ্ধবিমান কিনতে সাহায্য করেছেন। তবে ওই সময় লুলার আইনজীবীরা তা অস্বীকার করেন।

**রয়টার্স**, *সাও পাওলো*

---

# ট্যাক্সির সঙ্গে 'রোবোভ্যান' আনছেন ইলন মাস্ক

**প্রযুক্তি**

**দ্য গার্ডিয়ান**

ইলন মাস্ক

'সাইবারক্যাব' নামে নিজেদের তৈরি প্রথম রোবোট্যাক্সি (রোবট ট্যাক্সি) ও রোবোভ্যান উন্মোচন করেছে মার্কিন বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিওতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাইবারক্যাবের পাশাপাশি রোবোভ্যানের আদিরূপ বা প্রোটোটাইপ উন্মোচন করেন টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং মালিক ইলন মাস্ক।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে সক্ষম রোবোট্যাক্সিগুলোকে ট্যাক্সি হিসেবে ভাড়া করা যাবে। আর রোবোভ্যান হচ্ছে রোবোট্যাক্সির চেয়ে বড় আকারের যান। এতে রয়েছে ২০টি আসন। এর ফলে রোবোভ্যানের মাধ্যমে শাটল সার্ভিস সুবিধা মিলবে। এ ছাড়া এ গাড়িতে করে মালপত্র বহন করা যাবে।

২০২৬ সালের প্রথম দিকে সাইবারক্যাব উৎপাদন শুরু হবে। তবে রোবোভ্যানের দাম ও উৎপাদন তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। স্বয়ংক্রিয়ভাবে পথ চললেও মানুষচালিত গাড়ির তুলনায় রোবোট্যাক্সি ও রোবোভ্যান ১০ গুণ বেশি নিরাপদ বলে দাবি করেছে টেসলা।

দুই দরজাবিশিষ্ট রোবোট্যাক্সিতে নেই কোনো স্টিয়ারিং হুইল। প্যাডেলও নেই। এমনই এক রোবোট্যাক্সিতে চড়ে অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে উপস্থিত হয়ে সবাইকে চমকে দেন ইলন মাস্ক। এরপর উপস্থিত দর্শকদের তিনি জানান, স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে সক্ষম এসব গাড়ি পরিবহন দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটাবে। এসব গাড়ির কারণে আরোহীদের সময়ও বাঁচবে। রোবোট্যাক্সির দাম ৩০ হাজার মার্কিন ডলারের কম হবে।

টেসলার তৈরি রোবোভ্যান। ছবি : রয়টার্স

ইলন মাস্ক অনুষ্ঠানে টেসলার তৈরি মডেল থ্রি ও মডেল ওয়াই গাড়িগুলোতে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি যুক্ত করার ঘোষণাও দিয়েছেন।

টেসলার পক্ষ থেকে প্রত্যাশানুযায়ী স্বয়ংক্রিয় গাড়ি আনার বিষয়ে বিশ্লেষকেরা সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। কারণ, স্বয়ংক্রিয় গাড়ি প্রযুক্তি নিয়ে দীর্ঘ ৯ বছর ও রোবোট্যাক্সি নিয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর কথা বলে আসছে টেসলা। কিন্তু এত দিনও সফল হতে পারেনি। তবে ইলন মাস্ক বলেন, অনুষ্ঠানস্থলে ২০টির সাইবারক্যাব ও ৫০টি স্বয়ংক্রিয় গাড়ি রাখা হয়েছে। অতিথিরা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

ইলন মাস্ক অনুষ্ঠানে টেসলার তৈরি মানবসদৃশ রোবট অপ্টিমাসে অনেক উন্নতি করা হয়েছে বলে ঘোষণা দেন। অনুষ্ঠানে এ ধরনের রোবট হাজির করে তাকে দিয়ে পানীয় পরিবেশন করানো হয়।

---

পেজেশকিয়ান-পুতিন বৈঠক

## ইরানের সঙ্গে সম্পর্কে অগ্রাধিকার রাশিয়ার

**এএফপি**, *আশখাবাত*

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, ইরানের সঙ্গে সম্পর্কই মস্কোর কাছে বড় অগ্রাধিকার। বিশ্বের চলমান নানা ঘটনা নিয়ে দুই দেশের অবস্থানও প্রায় একই রকম বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশখাবাতে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর একটি সম্মেলন চলছে। গতকাল শুক্রবার সম্মেলনের ফাঁকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন পুতিন।

রুশ সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠকে পুতিন বলেন, 'ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের কাছে একটি বড় অগ্রাধিকারের বিষয়। তারা সফলভাবে উন্নতি করছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা একসঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আমাদের অবস্থানও বেশির ভাগ সময় এক রকম।'

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ককে 'আন্তরিক' বলে বর্ণনা করে মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন, 'আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের অবস্থান একই।' তিনি বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি বেশ জটিল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ চায় না মধ্যপ্রাচ্য স্থিতিশীল হয়ে উঠুক।'

ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলা ও বেসামরিক প্রাণহানির কঠোর নিন্দা জানান মাসুদ পেজেশকিয়ান। পাশাপাশি ইসরায়েলের এই হত্যাযজ্ঞে ইসরায়েলকে অব্যাহত সমর্থন দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কঠোর সমালোচনা করেন তিনি।

গাজায় এক বছরের বেশি সময় ধরে নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। হামলায় গাজার ৪২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

সম্প্রতি লেবাননে স্থল ও বিমান হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলে দেশটির সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে ইরান-সমর্থিত বিভিন্ন সশস্ত্র সংগঠন। এতে মধ্যপ্রাচ্যে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, যেকোনো সময় যুদ্ধ পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

---

**বিক্ষোভ** গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধ এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পদক্ষেপের দাবিতে বিক্ষোভ। ফ্রাইডেজ ফর ফিউচারের আয়োজনে এ কর্মসূচিতে অংশ নেন সুইডিশ পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ (মাঝে)। গতকাল ইতালির মিলানে। ছবি : এএফপি

---

# নবীন চিকিৎসকদের আমরণ অনশন সপ্তম দিন ছাড়াল

**আর জি করে ধর্ষণ-হত্যা**

**প্রতিনিধি**, *কলকাতা*

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আর জি কর হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার বিচার চেয়ে নবীন চিকিৎসকেরা আমরণ অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের এই কর্মসূচি গতকাল শুক্রবার সপ্তম দিন ছাড়িয়ে আজ অষ্টম দিনে গড়িয়েছে। এ কর্মসূচি চলাকালে একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে এ হাসপাতালেরই নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তাঁকে।

আর জি কর হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার বিচারের দাবিতে গত শনিবার থেকে কলকাতার ধর্মতলায় সাত নবীন চিকিৎসক আমরণ অনশন শুরু করেন।

গতকাল শুক্রবার সকালে অনশন মঞ্চ থেকে জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার রাতে অনশনকারী চিকিৎসকদের একজন অনিকেত মাহাতো গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসায় চার সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁর পানিশূন্যতা দেখা দিয়েছে। অনশনের প্রভাব পড়েছে লিভার ও কিডনিতে। অনশনকালে ক্রমেই তাঁর অবস্থার অবনতি হয়।

নবীন চিকিৎসকেরা বলেন, অনিকেতের শারীরিক অবস্থার দায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিতে হবে। এদিকে চিকিৎসকদের সংগঠন ফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (এফএআইএমএ) গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দিয়ে নবীন চিকিৎসকদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

চিকিৎসকদের আরেক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনও (আইএমএ) গতকাল বলেছে, নবীন চিকিৎসকদের নিরাপত্তার দাবি বিলাসিতা নয়, চাইলেই এর সমাধান সম্ভব।

এদিকে নবীন চিকিৎসকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে গতকাল কলকাতার পি জি হাসপাতালের ৪০ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক গণ-ইস্তফা দিয়েছেন।

ভারতে বৈদেশিক রিজার্ভ কমেছে

ভারতে এক সপ্তাহে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৭০ কোটি ডলার কমে ৭০ হাজার ১১৮ কোটি ডলারে নেমেছে। বিজনেস লাইন

**ফলমূল** নৌকায় নিজের বাগানের কলা, বাতাবিলেবুসহ বিভিন্ন ফলমূল ভরে রাঙামাটি শহরে বিক্রি করতে যাচ্ছেন পাহাড়ি চাষিরা। গতকাল কাপ্তাই হ্রদের রিজার্ভ বাজার এলাকায়। ছবি : সুপ্রিয় চাকমা

# বছর বছর ইলিশ আহরণ বাড়লেও দাম কমেনি

**সরকারি হিসাব**

সাধারণত সরবরাহ বাড়লে দাম কমে; কিন্তু ইলিশের ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। গত ১৮ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়ে দ্বিগুণ হলেও দাম কমেনি।

> রপ্তানির খবরের পর দেশের কিছু জায়গায় ইলিশ বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে। কিছু বাজারে ইচ্ছা করেই দাম বাড়ানো হয়েছে।
>
> **মোহাম্মদ ফয়েজ উল্যাহ** উপপরিচালক জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

**ফাহিম আল সামাদ**, *চট্টগ্রাম*

দেশে ১৩ অক্টোবর থেকে ২২ দিন মা ইলিশ ধরা বন্ধ থাকবে। সে জন্য জেলে ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলো এখন সাধ্যমতো ইলিশ ধরায় ব্যস্ত। তবে এবার মাছ তেমন ধরা পড়ছে না বলে তারা জানায়। এমনটা আগের কয়েক বছরেও শোনা গেছে। যদিও সরকারি নথি ভিন্ন কথা বলছে।

সরকারি হিসাবে দেশে কয়েক বছর ধরে ইলিশের আহরণ বেড়েছে, কিন্তু দাম কমেনি; বরং তা বেড়েই চলেছে। সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে শুধু গত এক বছরে ইলিশের দাম ৩৩ শতাংশের মতো বেড়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রামের বাজারে আকার ভেদে প্রতি কেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায়, যা গত বছর ছিল ৬৫০ থেকে ১ হাজার ৩০০ টাকা। জেলে ও ব্যবসায়ীরা জানান, দাম বেশ বেড়েছে।

বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, সাধারণত সরবরাহ বাড়লে দাম কমে; কিন্তু ইলিশের ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। গত ১৮ বছরে ইলিশের জোগান বা সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। সেই তুলনায় দাম না কমে বরং বেড়েছে।

ইলিশ আহরণ ও বিপণনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কাগজে-কলমে ইলিশের আহরণ বেশি দেখানো হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। বাস্তবে ইলিশ মিলছে কম। এর ওপর সীমান্তবর্তী এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হাতে জব্দ হওয়ার ঘটনায় ইলিশ পাচারের অভিযোগ জোরালো হচ্ছে।

ক্রেতাদের প্রশ্ন—প্রতিবছর ইলিশ আহরণ বাড়লেও দামে কোনো প্রভাব নেই? নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো মাঝেমধ্যে তদারকি অভিযান চালালেও তাতে কখনোই দাম কমে না।

১৩ অক্টোবর ইলিশের প্রজনন মৌসুম শুরু হবে। সে জন্য মা ইলিশ রক্ষায় শুরু হবে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা। এ সময় সাগর-নদীতে সব ধরনের মাছ শিকার বন্ধ থাকবে। নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে এবার ইলিশের মৌসুম শেষ হবে। কারণ, এরপর জাটকা ধরায় নভেম্বর থেকে আট মাসের নিষেধাজ্ঞা শুরু হবে।

**'কাগজে-কলমে' আহরণ বাড়ে**

দেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয় তথা নদী ও সমুদ্র থেকে ইলিশ আহরণ করা হয়। বলা হয়, যে বছর নদীতে আহরণ কমে, সে বছর সমুদ্রে আহরণ বাড়ে। আবার সমুদ্রে আহরণ কমার বছরে নদীতে ধরা বাড়ে। মৎস্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সাত বছর ধরে ইলিশের আহরণ বেড়েছে। এ ছাড়া ১৮ বছরে ইলিশের আহরণ দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। যেমন ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ইলিশ আহরণ হয়েছিল পৌনে তিন লাখ টন বা সাড়ে ২৭ কোটি কেজি, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লাখ ৭১ হাজার টন বা প্রায় ৫৭ কোটি কেজি। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্য এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে চলতি অর্থবছরেও ইলিশের আহরণ বেড়েছে বলে মনে করা হয়।

সরকারি হিসাবে ইলিশের আহরণ বাড়লেও জেলেরা বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁদের দাবি, বিগত পাঁচ বছরে ইলিশের আহরণ কমেছে। বিশেষ করে ছোট নৌকা বা ট্রলারে মাছ আহরণ কমেছে। বাণিজ্যিক জাহাজগুলোও বলছে একই কথা।

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের তথ্যানুযায়ী, দেশে সবচেয়ে বেশি ইলিশ আহরণ হয় চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাগুলোয়। অবশ্য মাছ ধরার সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর হিসাব হয় চট্টগ্রামের নামে। এর বাইরে ভোলা, খুলনা, বরিশাল ও চাঁদপুর জেলায় প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ে।

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের পরিচালক মো. আবদুস ছাত্তার বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন ও সাগরে জেলি ফিশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ইলিশসহ অন্যান্য মাছ আহরণে প্রভাব পড়ছে। তবে ইলিশের আহরণ ভালোই আছে। গত বছরের তুলনায় এবার আহরণ সামান্য কমেছে। বাণিজ্যিক জাহাজের সার্বিক খরচ বেড়েছে, তাই দামে প্রভাব পড়তে পারে।

**দফায় দফায় দাম বেড়েছে**

বাংলাদেশের রপ্তানির নীতিতে ইলিশ রপ্তানি শর্তসাপেক্ষ। সরকার অনুমোদন দিলেই কেবল রপ্তানি করা যায়। যদিও ইলিশের দাম বাড়ার জন্য অনেকেই রপ্তানির কথাই বলেন। গত পাঁচ বছরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশে মোট আহরিত ইলিশের মাত্র শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ রপ্তানি হয়। অর্থাৎ ৯৯ দশমিক ৭১ শতাংশ ইলিশ দেশেই থাকে, তাহলে ভরা মৌসুমেও দাম না কমার কারণ কী—ক্রেতাদের এ প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

সরকারি সংস্থাগুলোর হিসাবে, এ বছর ফেব্রুয়ারি থেকে ইলিশের দাম দফায় দফায় বেড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, জোগান কম হওয়ায় এবং আহরণের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাজারে ইলিশের দাম বাড়তি।

মহাজন বা দাদনদাতাদের কাছ থেকে দাদন তথা চড়া সুদে টাকা নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যান জেলেরা। বিক্রির সময় এই দাদনদাতাদের কমিশন দিতে হয়। এর বাইরে নিলামে ইলিশ কেনার পর ব্যাপারীরা নিজেরাই দাম বাড়িয়ে দেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, ২০১৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সাত বছরে ইলিশের দাম কেজিতে প্রায় ৪০০ টাকা বেড়েছে। ২০১৮ সালে যেখানে প্রতি কেজি ইলিশের গড় দাম ছিল ৭০৫ টাকা ৫০ পয়সা, সেখানে ২০২৩ সালে তা বেড়ে ১ হাজার ৯৫ টাকা ৯০ পয়সা হয়েছে। অর্থাৎ সাত বছরে দাম ৫৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। চলতি ২০২৪ সালে দাম আরও বেড়ে ১ হাজার ১৬৮ টাকা ৫৬ পয়সায় উঠেছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (চট্টগ্রাম বিভাগ) মোহাম্মদ ফয়েজ উল্যাহ *প্রথম আলো*কে বলেন, রপ্তানির খবরের পর দেশের কিছু জায়গায় ইলিশ বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে। কিছু বাজারে ইচ্ছা করেই দাম বাড়ানো হয়েছে। অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ঢাকা, চাঁদপুর, কক্সবাজারসহ বিভিন্ন জেলায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে চট্টগ্রামেও অভিযান হবে।

**দেশে ইলিশ আহরণের চিত্র**

| * অর্থবছর | নদী | সমুদ্র | মোট |
|---|---|---|---|
| ২০১৬-১৭ | ২১৭৪৬৯ | ২৭৮৯৪৮ | ৪৯৬৪১৭ |
| ২০১৭-১৮ | ২৩২৬৯৮ | ২৮৪৫০০ | ৫১৭১৯৮ |
| ২০১৮-১৯ | ২৪২৪৭৯ | ২৯০৩১৬ | ৫৩২৭৯৫ |
| ২০১৯-২০ | ২৪৫৮৬২ | ৩০৪৫৬৬ | ৫৫০৪২৮ |
| ২০২০-২১ | ২৫১৫৯০ | ৩১৩৫৯৩ | ৫৬৫১৮৩ |
| ২০২১-২২ | ২৪৪৭১২ | ৩২১৮৭১ | ৫৬৬৫৮৩ |
| ২০২২-২৩ | ২৭১৩৩০ | ৩০০০১২ | ৫৭১৩৪২ |

*হিসাব টনে

- গত এক বছরে দাম ৩৩% বেড়েছে।
- বর্তমানে বছরে প্রায় ৬ লাখ টন ইলিশ আহরিত হয়।
- ইলিশ পাচার হয়, বিজিবির হাতে জব্দ
- মোট আহরিত ইলিশের মাত্র ০.২৯% রপ্তানি হয়।
- অভিযান চালালেও দাম কমে না।

**দাম বৃদ্ধির প্রবণতা** (কেজিতে, সাত বছর)

| বছর | দাম |
|---|---|
| ২০১৮ | ৭০৫.৫ |
| ২০১৯ | ৭৬৯.২৫ |
| ২০২০ | ৭০১.৫৯ |
| ২০২১ | ৭৯৩.৭৫ |
| ২০২২ | ৯৪১.৫ |
| ২০২৩ | ১০৯৫.৯ |
| ২০২৪ | ১১৬৮.৫৬ |

তথ্যসূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর, টিসিবি ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# শেয়ার বণ্টনে তুঘলকি কাণ্ড, বঞ্চিত সরকার

**ন্যাশনাল টি কোম্পানি**

নাফিজ সরাফাত-ঘনিষ্ঠদের বিশেষ সুবিধা দিতে পর্ষদকে না জানিয়ে নতুন শেয়ার বণ্টন করেছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ।

**সুজয় মহাজন**, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) শেয়ার নিয়ে তুঘলকি কাণ্ড ঘটেছে। কয়েকজন প্রভাবশালী শেয়ারধারীকে বিশেষ সুবিধা দিতে আনুষ্ঠানিকতা শেষ না করেই তড়িঘড়ি করে তাদের মধ্যে নতুন শেয়ার বণ্টন করা হয়েছে। কম দামে কেনা এসব শেয়ার বাড়তি দামে বাজারে বিক্রি করে বিপুল মুনাফার সুযোগ দিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত করা হয়েছে কোম্পানির অন্যতম মালিক সরকারি তিন প্রতিষ্ঠানকে।

শেয়ার বণ্টন করা হয়েছে গত ২ অক্টোবর। অথচ সেটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে শেয়ারধারীদের জানানো হয় ৮ অক্টোবর। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্য সংবেদনশীল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানানোর বিধান থাকলেও কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কিছু ব্যক্তিকে শেয়ার বিক্রির বাড়তি সুবিধা করে দিতে তা ছয় দিন পরে প্রকাশ করে।

কোম্পানিটির সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মূলধন বাড়াতে এনটিসি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিদ্যমান শেয়ারধারীদের মধ্যে নতুন ২ কোটি ৩৪ লাখ শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত নেয়। গত বছরের এপ্রিলে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বিষয়টি অনুমোদন করে। প্রতিটি শেয়ারের বিক্রয়মূল্য নির্ধারিত হয় ১১৯ টাকা ৫৩ পয়সা। ১০ টাকা অভিহিত মূল্য বা ফেসভ্যালুর সঙ্গে ১০৯ টাকা ৫৩ পয়সা অধিমূল্য বা প্রিমিয়ামসহ এ দাম নির্ধারণ করা হয়। প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিদ্যমান শেয়ারধারীদের মধ্যে একটি সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে প্রায় তিনটি নতুন শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত হয়। পরিকল্পনা ছিল, নতুন এই শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে ২৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে।

গত ৫ আগস্টের আগে এনটিসির মালিকানা ও পরিচালনা পর্ষদে ছিলেন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়কালের প্রভাবশালী ব্যক্তি শেখ কবির হোসেন। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ারের মালিকানা নিয়ে পরিচালক ছিলেন শেয়ারবাজার ও আর্থিক খাতের আলোচিত ব্যক্তি চৌধুরী নাফিজ সরাফাত ও তাঁর প্রতিনিধি। পরে শেয়ার কিনে মালিকানায় যুক্ত হন শিল্পপতি শওকত আলী চৌধুরী ও শিল্পোদ্যোক্তা নাদের খানের পরিবারের সদস্য ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। তবে বিপুল শেয়ারের মালিকানা থাকলেও তাঁরা কোম্পানির পর্ষদে ছিলেন না। কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, মূলত নাফিজ সরাফাতই তাঁদেরকে এই চা-বাগানের মালিকানার সঙ্গে যুক্ত করেন। এমনকি কোম্পানির শীর্ষ পদের কর্মকর্তারাও ছিলেন নাফিস সরাফাতের পছন্দ করা ব্যক্তিরা।

**একনজরে ন্যাশনাল টি কোম্পানি বা এনটিসি**

যাত্রা শুরু ১৯৭৮

**মালিকানার ধরন**
সরকারি-বেসরকারি যৌথ মালিকানা

**শুরুর মালিকানা**
৫১% সরকারি, ৪৯% বেসরকারি

**শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তি**
১৯৭৯ সালে, তালিকাভুক্ত একমাত্র চা কোম্পানি

**প্লেসমেন্টে নতুন শেয়ার ইস্যু করছে**
২ কোটি ৩৪ লাখ

**শ্রেণিমান**
লোকসানি কোম্পানি হিসেবে জেড শ্রেণিভুক্ত

**আর্থিক অবস্থা**
সর্বশেষ জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে শেয়ারপ্রতি লোকসান প্রায় ৬৪ টাকা

**অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্য**
২৮০ কোটি টাকা

**জমা পড়েছে**
৫৪ কোটি টাকার আবেদন

**পর্ষদে ছিলেন**
শেখ কবির হোসেন, নাফিজ সরাফাত ও তাঁদের ঘনিষ্ঠরা

**শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য**
২৫৪ টাকা

**বর্তমানে মোট শেয়ার**
১ কোটি ১০ লাখ ৪৬ হাজার ৬২৪টি

**বেশির ভাগ শেয়ারের মালিক**
শওকত আলী চৌধুরীর ছেলে জারান আলী চৌধুরী ও মেয়ে সাবাহ সামরিন এবং নাদের খান

**গত বছরের ১৮ এপ্রিল দাম ছিল :** ৭৪৫ টাকা

**চা-বাগানের সংখ্যা :** ১২

সূত্র : ডিএসই ও ন্যাশনাল টি কোম্পানি

**কাজ শেষের আগেই শেয়ার বিতরণ**

নিয়ম অনুযায়ী, এনটিসির প্লেসমেন্ট শেয়ারের চাঁদা গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বেঁধে দেওয়া সময়সীমা ছিল ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এর মধ্যে গত ১৯ জুন থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে চাঁদা গ্রহণের কার্যক্রম। নির্ধারিত সময়ে ২৮০ কোটি টাকার বিপরীতে চাঁদা জমা পড়ে মাত্র ৫৪ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রত্যাশার মাত্র ১৯ শতাংশ। বাকি ৮১ শতাংশ শেয়ারধারী তাঁদের জন্য বরাদ্দ করা শেয়ারের জন্য চাঁদা জমা দেননি। এ কারণে কোম্পানির পর্ষদের পক্ষ থেকে মূলধন সংগ্রহ কার্যক্রমের সময় আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে আবেদন করা হয়। বিএসইসি সময় বাড়ানোর এ আবেদনের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। এর মধ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এনটিসির পর্ষদ থেকে পদত্যাগ করেন শেখ কবির হোসেন, নাফিজ সরাফাতসহ বিগত সরকার-ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন পরিচালক। এরপর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান পরিচালক শাকিল রিজভী, যিনি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জেরও পরিচালক।

জানা যায়, প্লেসমেন্টের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শেষ হওয়ার আগেই যে ১৯ শতাংশ আবেদনকারী চাঁদা জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ২ অক্টোবর শেয়ার বণ্টন করে দেয় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। কোম্পানির পর্ষদের অনুমোদন ছাড়াই কয়েকজন কর্মকর্তা শেয়ার বণ্টনের এই সিদ্ধান্ত নেন। নতুন বরাদ্দ করা সাড়ে ৪৪ লাখ শেয়ারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বা ২২ লাখ শেয়ার পেয়েছেন শওকত আলী চৌধুরীর ছেলে জারান আলী চৌধুরী ও মেয়ে সাবাহ সামরিন। এর বাইরে শওকত আলী চৌধুরীর বেনামি প্রতিষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য শেয়ার বরাদ্দ পেয়েছে। প্রতিটি শেয়ারের জন্য তাঁরা বিনিয়োগ করেছেন ১১৯ টাকা ৫৩ পয়সা; আর কোম্পানিটির শেয়ারের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২৫৪ টাকা। সেই হিসাবে প্রতি শেয়ারে মুনাফা হবে ১৩৪ টাকা। বাজারমূল্যে শেয়ার বিক্রি করলে শওকত আলী চৌধুরীর ছেলে ও মেয়ের মুনাফা হয় প্রায় ৩০ কোটি টাকা। বাড়তি এই মুনাফার সুযোগ করে দিতেই তড়িঘড়ি করে শেয়ার বরাদ্দ দেওয়ার এ সিদ্ধান্ত হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ মাহমুদ হাসান ও কোম্পানি সচিব মোল্লা গোলাম মোহাম্মদ এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। যদিও নিয়ম অনুযায়ী, পর্ষদকে জানিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নতুন শেয়ার বণ্টন করতে হয়।

এ বিষয়ে জানতে কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত এমডি সৈয়দ মাহমুদ হাসানের সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'সময় বাড়ানোর আবেদন করে বিএসইসির সাড়া না পেয়ে বিধিমোতাবেক শেয়ার বণ্টন করা হয়েছে। বিশেষ কাউকে সুবিধা দিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিইনি।'

এনটিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাকিল রিজভী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'প্লেসমেন্টের শেয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন জমা না পড়ায় আমরা বোর্ডের পক্ষ থেকে বিএসইসির কাছে সময় বাড়ানোর আবেদন করেছি। সেই সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্তের আগে কিছু শেয়ার বিতরণের বিষয়ে আমরা (পর্ষদ) অবগত নই। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিজেদের সিদ্ধান্তে এসব শেয়ার বণ্টন করেছে। তাতে শেয়ার ধারণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।'

**সরকারের মালিকানা খর্ব**

ন্যাশনাল টির মালিকানার বড় অংশই ছিল সরকারের। সরকারের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ও সাধারণ বীমা করপোরেশন কোম্পানিটির প্রায় ৪১ শতাংশ শেয়ার ধারণ করে। বিএসইসির সিদ্ধান্ত ছিল প্লেসমেন্টে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্ধারিত সীমার বেশি শেয়ার দিতে হবে; কিন্তু জুলাই-আগস্টজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পরবর্তী সময়ে সরকার বদলের ফলে সময়মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ারের চাঁদা জমা দিতে পারেনি। এ অবস্থায় নতুন শেয়ার ইস্যু হওয়ায় কোম্পানিটিতে সরকারি মালিকানার অংশীদারত্ব কমে মাত্র সাড়ে ১৬ শতাংশে নেমে এসেছে।

ফলে সরকারের বদলে কোম্পানিটিতে এখন বেসরকারি গুটিকয়েক ব্যক্তির মালিকানা নিরঙ্কুশ হয়ে গেছে।

**ধুঁকছে এনটিসি**

একসময়ের লাভজনক চা কোম্পানি এনটিসি এখন ধুঁকছে। প্রতিবছর লোকসান বাড়ছে। এ কারণে গত বছরের জুনে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশও দিতে পারেনি। অথচ ২০১৯ সাল পর্যন্ত এনটিসি বিনিয়োগকারীদের ২০ শতাংশের বেশি লভ্যাংশ দিয়ে আসছিল। শেখ কবির হোসেন ও নাফিজ সরাফাতদের হাতে যাওয়ার পর এটির আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। পাশাপাশি কোম্পানির অভ্যন্তরে দুর্নীতি, অনিয়মের ঘটনাও বেড়েছে। এতে কোম্পানির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছেন।

বছর বছর এনটিসির লোকসান বাড়তে থাকায় বাজারে এটির শেয়ারের দামও কমেছে। একদিকে লভ্যাংশ পাচ্ছেন না, অন্যদিকে শেয়ারের দরপতনে পুঁজি হারিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অনেকে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। ২০২৩ সালের এপ্রিলেও কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল সাড়ে ৭০০ টাকা। সেই দাম কমে এখন ২৫০ টাকায় নেমেছে।

পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ছাড়া ও সময় বাড়ানোর আবেদনের পরও এনটিসির শেয়ার বণ্টনের বিষয়ে জানতে চাইলে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মোহাম্মদ রেজাউল করিম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পর্ষদের অনুমোদন ছাড়া রাইট বা প্লেসমেন্টের শেয়ার বণ্টনের বিধান নেই। এনটিসির বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। এ ক্ষেত্রে কারা এবং কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হবে। এ বিষয়ে শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কোম্পানিটির এখন পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যদিও সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়াতে বিএসইসি সাধারণ শেয়ারধারীদের চেয়ে প্লেসমেন্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বেশি শেয়ার ইস্যুর সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। সাধারণ শেয়ারধারীদের জন্য যেখানে বিদ্যমান একটি শেয়ারের বিপরীতে প্রায় তিনটি শেয়ার বরাদ্দ করা হয়, সেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটির বিপরীতে প্রায় সাড়ে চারটি শেয়ার বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।

# বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে

**যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি**

চলতি ২০২৪ সালের প্রথম আট মাস জানুয়ারি-আগস্টে মোট ৪৭১ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ।

> সাম্প্রতিক সময়ে অস্থিরতার কারণে বিদেশি ক্রেতারা কিছুটা শঙ্কার মধ্যে আছে। তবে সুশাসন নিশ্চিত করা গেলে আমরা দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াব।
>
> **ফজলে শামীম এহসান** নির্বাহী সভাপতি কিকেএমইএ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঘুরে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, উল্টো প্রতিযোগীদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। চলতি ২০২৪ সালের প্রথম আট মাস জানুয়ারি-আগস্টে বাজারটিতে বাংলাদেশসহ শীর্ষ পাঁচ রপ্তানিকারক দেশেরই রপ্তানি কমেছে। তবে অন্যদের তুলনায় বাংলাদেশের রপ্তানি অনেক বেশি কমেছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যানে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা চলতি বছরের প্রথম আট মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সব মিলিয়ে ৫ হাজার ১৩০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক আমদানি করেছেন। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৪ দশমিক ১১ শতাংশ কম।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত আট মাসে মোট ৪৭১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ কম। গত বছর একই সময়ে দেশটিতে ৭২৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। বর্তমানে এই বাজারে বাংলাদেশ তৃতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানিকারক। তৈরি পোশাকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের বাজার হিস্যা এখন ৯ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে চীন। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ১ হাজার ৬৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে দেশটি, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ৯৮ শতাংশ কম।

মার্কিন বাজারে দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক ভিয়েতনাম। যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ পাঁচ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে ভিয়েতনামই দ্রুত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তারা আলোচ্য জানুয়ারি-আগস্ট আট মাসে ৯৫৬ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ৯৬৬ কোটি ডলারের রপ্তানির চেয়ে ১ শতাংশ কম।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে চতুর্থ ও পঞ্চম শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক যথাক্রমে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানিও কমেছে। গত জানুয়ারি-আগস্ট সময়ে ভারত রপ্তানি করেছে ৩২১ কোটি ডলারের পোশাক। তাদের রপ্তানি কমেছে ১ দশমিক ৪৭ শতাংশ। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি কমেছে ৭ দশমিক ১৬ শতাংশ। তাদের রপ্তানির পরিমাণ ২৬৮ কোটি ডলার।

বাংলাদেশের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। যুক্তরাষ্ট্রে গত ১০ বছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৫৭ শতাংশ। ২০১৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৬৫ কোটি ডলার। ওই বছরের এপ্রিলে সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর দেশটিতে পোশাক রপ্তানি কমে যায়। তবে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আবার অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। চীনের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বাড়তি শুল্ক থেকে বাঁচতে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ক্রয়াদেশ স্থানান্তর করে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো। মাঝের সময়ে করোনার ধাক্কার পর ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রেকর্ড ৯৭২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। যদিও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আবার রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এ বছরের কোটা সংস্কার আন্দোলন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান, বন্যা ও শ্রম অসন্তোষের কারণে টানা তিন মাস পোশাক খাতের উৎপাদন ও রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নিয়ে আশাবাদী পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি নিত্যপণ্য নয়, এমন পণ্যের বিক্রি কমেছিল। তার প্রভাবে আমাদের রপ্তানি কমেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে অস্থিরতার কারণে বিদেশি ক্রেতারা কিছুটা শঙ্কার মধ্যে আছে। তবে সুশাসন নিশ্চিত করা গেলে আমরা দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াব।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে ফজলে শামীম এহসান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নিয়ে আশাবাদী। তাঁর মাধ্যমে আমরা যদি দেশটি থেকে কোনো ধরনের শুল্কসুবিধা নিতে পারি, তাহলে আমাদের রপ্তানি বাড়বে।'

# পাঁচ দিনে প্রবাসী আয় এসেছে ৪২ কোটি ডলার

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

চলতি অক্টোবরের প্রথম ৫ দিনে ৪২ কোটি ৪৭ লাখ মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় এসেছে, যা দেশি মুদ্রায় প্রায় ৫ হাজার ৬৯৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, চলতি মাসের প্রথম ৫ দিনে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এনেছে ইসলামী ব্যাংক, ১০ কোটি ৫৮ লাখ ডলার। জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫ কোটি ১৪ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। এ ছাড়া ব্র্যাক ব্যাংক ৩ কোটি ৫৯ লাখ, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ৩ কোটি ২৭ লাখ ও অগ্রণী ব্যাংক ৩ কোটি ১৩ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এনেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি মাসের প্রথম ৫ দিনে সরকারি ব্যাংক ১০ কোটি ৮০ লাখ ডলার, বিশেষায়িত ব্যাংক দেড় কোটি ও বেসরকারি ব্যাংক ৩০ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এনেছে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রবাসী আয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত মাসে প্রবাসী আয় আবার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়ায়। চলতি বছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৪০ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় আসে দেশে। আর সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছিল জুনে, ২৫৪ কোটি ডলার। একক মাস হিসেবে গত তিন বছরের মধ্যে এটি ছিল দেশে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রবাসী আয় আসার রেকর্ড।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। তিনি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করে আর্থিক খাতের উন্নয়নে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন।

# টাটা গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দাম ঊর্ধ্বমুখী

**নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ**

**বাণিজ্য ডেস্ক**

টাটা ট্রাস্টের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নোয়েল নাভাল টাটার নাম ঘোষিত হওয়ার ফলে পুঁজিবাজারে টাটা গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারদরে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গতকাল শুক্রবার ভারতের এই শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠীর দুটি বাদে বাকি সব কোম্পানির শেয়ারের দাম ১ থেকে ৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এটাকে টাটা গ্রুপের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থার নিদর্শন বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের শেয়ারবাজারে টাটা গ্রুপের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দামে সার্বিকভাবে গতকাল মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে। এই গোষ্ঠীর শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে টাটা মোটরস, টাটা স্টিল, টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস, টাটা কমিউনিকেশনস ও টাইটানসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের শেয়ারদর ১ শতাংশ বেড়েছে। তবে টাটা কেমিক্যালস, ট্রেন্ট, টাটা ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনের শেয়ারের দাম গতকাল ২ থেকে ৩ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেসের (টিসিএস) শেয়ারের দাম প্রায় ২ শতাংশ কমেছে। এ ছাড়া টাটার অটোমোটিভ, ব্রডকাস্ট, কমিউনিকেশন, হেলথকেয়ার ও পরিবহনসংক্রান্ত ডিজাইন ও প্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান টাটা এলক্সজির শেয়ারদর ১ শতাংশের মতো পড়েছে।

নোয়েলের টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হওয়াকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন বিশ্বেষকেরা। তাঁরা মনে করেন, নোয়েলের এই দায়িত্ব পাওয়ার ফলে টাটা সন্সের কোম্পানিগুলোর ওপর টাটা পরিবারের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে, যা তাদের জনহিতকর কার্যক্রমের ধারা সমুন্নত রাখবে। কারণ টাটা সন্সের কোম্পানিগুলোর ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের ৬৬ শতাংশই রয়েছে এই জনহিতকর ট্রাস্টের হাতে। ট্রাস্টটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানুষের জীবিকা উপার্জন এবং শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সমর্থনে অর্থ ব্যয় করে থাকে।

টাটা গোষ্ঠীর জনহিতৈষী কার্যক্রম বিভাগ 'টাটা ট্রাস্ট'-এর নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে গতকাল শুক্রবার রতন টাটার সৎভাই নোয়েল নাভাল টাটার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। টাটা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে তাঁকেই এ সংস্থার নতুন চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। ট্রাস্টি সদস্যরা আশা করেন, নোয়েলের নেতৃত্বেও টাটা ট্রাস্ট দারুণভাবে এগিয়ে যাবে।

রতন টাটা ৯ অক্টোবর ৮৭ বছর বয়সে মুম্বাইয়ের ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন টাটা গ্রুপের ইমেরিটাস চেয়ারম্যান ও টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। তাঁর মৃত্যুতে টাটা ট্রাস্টের নতুন চেয়ারম্যান কে হচ্ছেন, এ নিয়ে মৃদু আলোচনা শুরু হয়। যদিও নোয়েলকেই পদটির জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে মনে করা হয়। কারণ ৬৭ বছরের নোয়েল টাটা স্যার রতন টাটা ট্রাস্ট ও স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্টের সদস্য হওয়ায় টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে তাঁকেই এগিয়ে রাখেন সবাই। খবর আনন্দবাজার ও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের

টাটা সন্সের সাবেক পর্ষদ সদস্য আর গোপালকৃষ্ণণ বলেন, 'নোয়েল খুব ভালো ও বিচক্ষণ মানুষ। তাঁর ব্যবসা পরিচালানা এবং বড় প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো দক্ষতা রয়েছে। ফলে ট্রাস্টে নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পারবেন তিনি। যেটা ট্রাস্ট চালানোর ক্ষেত্রে খুবই জরুরি।'

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ জমির শেয়ার বিক্রয় : মেট্রোরেলের সেন্টার পয়েন্ট থেকে ১০ টাকা অটোভাড়ায় পূর্ব দিকে প্রিয়াংকা রানওয়েসিটি, উত্তরা, ১০তলা প্ল্যান পাস করা, ৫ কাঠা জমির শেয়ার বিক্রয় হবে। ৩ বেড, ৩ বাথ, ২ বারান্দা, ড্রয়িং-ডাইনিং, কিচেন, লিফট-জেনারেটরসহ ১৪৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট। ০১৮১১৩৩৫৫৬৫। ডি-৬০১৩০৪

✱ বসুন্ধরা এম ব্লকে ৪০ ফিট এভিনিউ রোডে দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার প্লটে ২২০০ বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবাইল : ০১৭০৪১৭০০৭৮, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০১১৪৫

✱ শ্যামলী বাবর রোড, মাঠ ফেস, গ্যাস সংযোগসহ ১৫৫০ ব.ফু. আধুনিক সুবিধা সম্পূর্ণ অভিজাত রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১০-০৭৭৮৭৭। সি-৬০১২৩৭

✱ আফতাবনগর আ/এ ১১৭৮, ১৫৭৭, ১৮৭৫, ২১৮৭, ২৩১২ ব.ফু., মেরুল-বাড্ডা ১১৫৬, উত্তর বাড্ডা ১২১০ ও ১২৪৭ ও বনশ্রীতে ১৫৯৩ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭০৮১৪৬৩৮০, ০১৭০৮১৪৬৩৮৫। এসবি-৬০১৪৯৫

✱ কলাবাগান, পান্থপথ, পূর্ব রাজাবাজার, খিলক্ষেতে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছু সংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৭১১-২১৮৪৪১, ০১৭৮৩-৮৩৮৩৭২। সি-৬০১২৩৯

✱ মিরপুর-১ শাহ্আলিবাগে প্রায় রেডি ১২৩০ ব.ফু. ৩ বেড, ৩ বাথের সকল অত্যাধুনিক সুবিধাসহ ফ্ল্যাট লোন সুবিধায় আকর্ষণীয় মূল্যে বিক্রয়। মোবা : ০১৮১১৪৮৫৪৭৯, ০১৮১১৪৮৫৪৮০। সি-৬০১০৬১

✱ উত্তরায় ১৬৭০, গেন্ডারিয়ায় ৭৮৫, ৯৮৫, ওয়ারীতে ৯৮৫ ও সাভার ডিওএইচএস ১৩৯০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৭৩৬-৫৫৪২৮৫, ০১৭৩৪-২০৯৯৯৮। সি-৬০১২৩৮

✱ পশ্চিম ধানমন্ডি, শেরেবাংলা রোডে প্রাইম লোকেশনে নির্মাণাধীন ভবনে আকর্ষণীয় মূল্যে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে; সাইজ : ১৬৫০, ১৫৫০, ১৫০০, ১২০০ বর্গফুট। জেমস্টোন রিয়েল এস্টেট লি.। ০১৭৭৬-৭৬৭৬৮৭, ০১৭৭৬-৭৬৭৬৮৫। ডি-৬০১৪৮২

✱ উত্তরা ১৭নং সেক্টরে, মেট্রোরেল স্টেশন-২ সংলগ্ন ১৮৭৬ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ সিঙ্গেল ইউনিট ফ্ল্যাট। ০১৮৯৬২৬২৫৮১। ডি-৬০১৪৫৫

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং বনশ্রী জি ব্লকে মেইন রোডের সন্নিকটে ১২৪১ ও ১২৭৪ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৪৩৩৩৫৯৯৯। ডি-৬০১৪৫৭

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং আফতাবনগর এফ ও এইচ ব্লকে ১৬৮০ ও ১৩৪৮ বর্গফুটের ৪/৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৮৯৬২৬২৫৮৩, ০১৮৯৬২৬২৫৮৪। ডি-৬০১৪৫৯

✱ মনোরম পরিবেশে দয়াল হাউজিং মোহাম্মদপুরে ২২০০ বর্গফুটের ৪ বেড রুমের এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৮১০০৩২৫১১, ০১৮১০০৩২৫১৪। মো.বু-৬০১১৫২

## পাত্রী চাই

✱ ডেপুটি ডাইরেক্টর বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএ এমবিএ ঢাবি, স্টাবলিস্ট পরিবার (৩২-৫´-৮´´) পাত্রের জন্য শিক্ষিত পরিবারের পাত্রী। মোবা : ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। ডি-৬০১৫০৭

✱ আমেরিকান গ্রিনকার্ড হোল্ডার, লেকচারার প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি, বিএসসি ঢাবি, এমএস আমেরিকা, উচ্চশিক্ষিত ওয়েলস্টাবলিস্ট পরিবার (৩০-৫´-১১´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। মোবাইল : ০১৭১৬০৬৯৫৩৭। ডি-৬০১৫০৮

✱ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ৪১তম বিসিএস এডমিন ক্যাডার, অনার্স-মাস্টার্স ঢাবি, ঢাকায় সেটেল্ড (৩০-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী। মোবা : ০১৭৩২২৩১৩০৭। ডি-৬০১৫০৯

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র অস্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৬-৫´-৭´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল : ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/ ০১৬১৮-৮৭০৬৮৫। ডি-৬০১৫০২

✱ নিউইয়র্কে বসবাসরত সরকারি চাকরিরত পাত্রের (২৮-৫´-৮´´) এর জন্য লক্ষ্মী ও সুন্দরী (২৪-৫´-৪´´) দেশী/আমেরিকান পাত্রী। মোবাইল : ০১৭৭২২১০২০১। ডি-৬০১৪৯৯

✱ এমএস/পিএইচডি ইমিগ্রান্ট ফ্যাকাল্টি বিসিএস, এমএনসি, সামরিক অফিসার ও ব্যবসায়ী সুদর্শনদের 'গুলশান মিডিয়া'। বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬৫৯০৮৮৪। www.gulshanmedia.net ডি-৬০১৫১১

✱ ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষিতা ধার্মিক পাত্রী চাই। (৬´-০´´+৩৪) বারএট'ল (ইউকে) ও পাত্র (৬´-২´´+৩০) এমবিএ (ইউএসএ)। যোগাযোগ : ০১৭১১৬৮০২৭৭; E-mail :kabirrn@fargroupbd.com টিবু-৬০১১৫০

✱ বিসিএস এ্যাডমিন (৩০-৫´-৯´´) বিদেশী ব্যাংকে কর্মরত এমবিএ আইবিএ (৩৫-৫´-৮´´) লেকচারার নর্থ সাউথ (৩৩-৫´-৯´´) পাত্রদের উপযুক্ত লগন, গুলশান-১। মোবাইল : ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০১৪৭১

✱ ঢাকায় সেটেল্ড, ব্যবসায়ী পিতার একমাত্র ছেলে (৫´-৭´´+৩০) ও/এ লেভেল, বিবিএ, এমবিএ মালয়েশিয়া। ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোর এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পাত্রের পাত্রী। মোবা : ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। ডি-৬০১৫২৩

## পাত্র চাই

✱ এমবিবিএস আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ইন্টার্নিরত, বাবা সরকারি কর্মকর্তা (২৪-৫´-৫´´) সুন্দরী পাত্রীর জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/উচ্চশিক্ষিত পাত্র। ০১৭৪১৮৭৩৭০৭। ডি-৬০১৫১০

✱ বিশিষ্ট শিল্পপতি পরিবারের কন্যা ও/এ লেভেল লন্ডন হতে এলএলবি (২৭-৫´-৩´´) পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৯৯২-৪৩৩৩২৮/০১৬১৮-৮৭০৬৮৩। ডি-৬০১৫০৬

✱ ইঞ্জিনিয়ার এম, এস ভার্জিনিয়াটেক আমেরিকান সিটিজেন উচ্চপদে কর্মরত সুন্দরী (৫´-৫´´-২৫) পাত্রীর পাত্র চাই। মোবাইল : ০১৭১২-৭৭৯৬২০ alammoudud@gmail.com ডি-৬০১৫০৩

✱ বাবা-মা সরকারি অফিসার, অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড ও/এ লেভেল, বিএসসি ইইই নর্থসাউথ, এমএসসি, পিএইচডি আমেরিকা (২৭-৫´-৫´´ ফর্সা সুন্দরী পাত্রীর। ০১৭৬৮০০৩৬৮২। যাবু-৬০১৪৯০

✱ ঢাকায় সেটেল্ড উচ্চশিক্ষিত পদস্থ চাকরিজীবী পরিবারের এমবিএ (২৬-৫´-৪´´) ব্যাংক কর্মকর্তা মেয়ের উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবক : ০১৬০২৫৯১৩৪৩। মিবু-৬০১৫১৯

✱ এসএসসি/২০০৯ বিবিএ এমবিএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাইভেট ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পাত্রীর জন্য ঢাকায় বসবাসরত সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা বা সমপদস্থ, বয়স অনূর্ধ্ব ৩৮ পাত্র চাই। যোগাযোগ : ০১৬৭১৯৫৩২৬৯ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০১৫১৫

✱ অস্ট্রেলিয়ায় চাকরিরত একাউন্টটিং-এ অনার্স-মাস্টার্স সিডনি ও/এ লেভেল ঢাকায় সেটেল্ড উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার (৩০-৫´-৩´´) সুন্দরী নামাজি পাত্রীর পাত্র। ০১৭০৪৭৩৯০৮৫। ডি-৬০১৫২৪

✱ শর্ট ডিভোর্স ঢাকায় সেটেল্ড উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার অনার্স-মাস্টার্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসএসসি-এইচএসসি ভিকারুননিসা সুন্দরী মার্জিত (২৯-৫´-৩´´) পাত্রীর পাত্র। ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫। ডি-৬০১৫২৫

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরায় ভিকারুননিসা স্কুল সংলগ্ন ২০৯৬ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮৪৪০৫০৯১৪, ০১৮৪৪০৫০৯১৫। ডি-৬০১১৬০

✱ বসুন্ধরা এফ ব্লক রানিয়া এভিনিউতে ১৮৫০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৮। মো.বু-৬০১১৪৬

✱ শ্যামলী রিং রোডসংলগ্ন মোহাম্মদপুর এবং আদাবরে নিরিবিলি পরিবেশে ১৪৭৫-১৮২০ ব.ফুটের দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১০, ০১৮১০০৩২৫১৫। মো.বু-৬০১১৫৩

✱ উত্তরা-৫নং সেক্টরে ১৮৩৮ ব.ফু., বসুন্ধরা আ/এ ১২৯১, ১৫৭৫, ১৮১৬, ২১৮০, ২৭৩৯ ব.ফু., বারিধারায় ২০৩৯ ব.ফু. ও মনিপুরীপাড়ায় ১৬০৪ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭০৮১৪৬৩৮৫, ০১৭০৮১৪৬৩৮৭। এসবি-৬০১৪৯৬

✱ মোহাম্মদপুরে মোহাম্মদী হাউজিং সোসাইটিতে এখনই বসবাসযোগ্য দক্ষিণমুখী ১৪৪৩, ১৩৮৫ ও ১৩৩৮ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৩০০১৯৭৫০। মো.বু-৬০১১৫৪

✱ বসুন্ধরা এফ-ব্লকে প্রায়রেডি দক্ষিণমুখী চমৎকার লোকেশনে সিঙ্গেল ইউনিটের ১৯৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। জেমস্টোন রিয়েল এস্টেট লি.। মোবাইল : ০১৭৭৬-৭৬৭৬৮৭, ০১৭৭৬-৭৬৭৬৮৫। ডি-৬০১৪৮০

✱ বসুন্ধরা চমৎকার লোকেশনে সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধায় দক্ষিণমুখী এবং চারপাশ খোলামেলা প্রজেক্টে, ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং-ডাইনিং ও কিচেনসহ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ : ১৫০০, ১৬৯০, ২০২৫ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭৬২৬৮৫১২৩, ০১৭৬২৬৮৫১২৪। সি-৬০১৩৩৭

✱ মোহাম্মদপুরে তিন বেডরুমের রেডি ফ্ল্যাট তিতাস গ্যাস সংযোগসহ সুলভ মূল্যে বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮৮৩৩৯২৭। ডি-৬০১৪৫১

✱ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ৩০০০, ২৩২৮ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১, ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। সি-৬০১৩৩১

✱ বারিধারা জে-ব্লকে সিঙ্গেল ইউনিটের রেডি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৩১৬৮১৪৮২৩। ডি-৬০১৪৫২

✱ ওয়ারী বলধা গার্ডেনের পার্শ্বে দক্ষিণমুখী ২১০০-২২৬০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৩০০৮৯৯০৮, ০১৭৩০০৮৯৯০৭। সি-৬০১৩১৬

✱ বসুন্ধরা এফ ব্লক দক্ষিণমুখী ১৮০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৩০০৮৯৯০৮, ০১৭৩০০৮৯৯০৭। সি-৬০১৩১৭

✱ বসুন্ধরা আ/এ, জি-ব্লকে (সানিডেলের বিপরীত পার্শ্বে) ৮০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন এভিনিউতে ১৬৫৬-১৮৩০ ব.ফুট রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৩২১১৬৬৩২০, ০১৮১৯৫১৮০১৪। ডি-৬০১২৬৮

## বিবিধ

✱ **রিসোর্ট শেয়ার মালিকানা :** ঢাকার হেমায়েতপুর থেকে ৬ কিমি ভিতরে পানিশাইল সিংগাইর আলোকিত জহির রিসোর্ট শেয়ারে ১০ লাখ টাকায় ২ শতক জমির মালিকানায় মাসে ১২ হাজার টাকা লভ্যাংশ পরের মাস থেকেই। ১৬ বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আলোকিত শিশু। ০১৭০৬০৩৫২৩৩। ডি-৬০১৪৭৩

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বনানী ডি-ব্লকে মনোরম পরিবেশে পার্কসংলগ্ন ২৯৮৯ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮৪৪০৫০৯১৫, ০১৮৪৪০৫০৯১৪। ডি-৬০১১৫৭

✱ বসুন্ধরায় এফ, জি ও কে-ব্লকে ১৩৮০-২১৭০ বর্গফুটের ৩ ও ৪ বেডের নির্মাণাধীন ও রেডি ফ্ল্যাট কিস্তিতে বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩৫০২৫৯৩, ০১৭১৩৫০২৩৯২। মো.বু-৬০১১৫১

✱ বসুন্ধরা বারিধারা আ/এ, আই-ব্লকে ওয়ালটন অফিসের সন্নিকটে ১৭০০-২৩৫০ ব.ফুটের নির্মাণাধীন বিলাসবহুল এপার্টমেন্ট বিক্রয় হইবে। মোবাইল : ০১৭১২-০০৫৬৩৩। টিবু-৬০১২৮১

✱ উত্তরা-১৬নং সেক্টরে ১৫০২, ১৬৭৭ ব.ফু., ১৭নং সেক্টরে ১৭১৬, ১৭৬৫ ও ১৬৯১ ব.ফু., পশ্চিম ধানমন্ডিতে ১০৭৩ ব.ফু. ও শ্যামলী রিং রোডে ১২৩৫, ১২৮৫, ১২৬৫, ১৩১৯ ব.ফু. ফ্ল্যাট। ০১৭০৮১৪৬৩৮৭, ০১৭৩০০৮৮০০১। এসবি-৬০১৪৯৭

✱ গুলশান, বনানী, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে বিভিন্ন সাইজের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। এক্সেল প্রপার্টি বিডি। ০১৭১২৯৪৯৬৯০। মহাবু-৬০১৪৬৭

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে স্বল্প ব্যবহৃত ২৯৫০ বর্গফুটের ৪ বেড রুমের দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১৪৭৩১৭৩। ডি-৬০১৪৭৪

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ী ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। মোবা : ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০১৪৭৫

✱ বসুন্ধরা সি-ব্লকে আকর্ষণীয় লোকেশনে ১৮৫০ (রেডি) এবং ১৯২৫-৩৯০০ (প্রায় রেডি) বর্গফুটের অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭৩০৩১২৫৭৮, ০১৭৩০৩১২৫৭৭। ডি-৬০১৪৭৯

✱ মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বাঁশবাড়ি মেইনরোড ও মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিমিটেড, নির্মাণাধীন প্রায়রেডি ৩/৪ বেডের ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭৩০-৪৬৪৩৩১। ডি-৬০১৪৮৩

✱ শেখেরটেক ৬নং রোড মোহাম্মদপুর ১৫০০ বর্গফুটের ৩ বেডের সকল সুযোগ সুবিধাসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০১৪৯৩

✱ বায়তুল আমান হাউজিং আদাবর ১৫০০ বর্গফুটের ৩ বেডের লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। যোগাযোগ করুন : ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০১৪৯৪

✱ ধানমন্ডি ১৬৩৫ বর্গফুট ৩ বেডের প্রাইম লোকেশনে পার্কিং গ্যাস সুবিধাসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। ০১৭১৩৭৩১২০৯, ০১৭১৩৩৫৮৮৯১। ডি-৬০১০৩৪

## পাত্র-পাত্রী চাই

✱ বিসিএস ডাক্তার, বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাজিস্ট্রেট, মেজর ও এমবিএ সুন্দরীসহ পাত্র-পাত্রীর প্রতিষ্ঠান। সোনিয়া আপা, নিজ বাড়িতে অফিস (হোম সার্ভিস)। ০১৭০৬৬৮৭১৪৪। ডি-৬০১৫২৯

✱ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টি ভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৬১৭-০১৪১৪০/ ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯। ডি-৬০১৫০৪

✱ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশীপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা-হোম সার্ভিস # ০১৭৮৭৫১১৭১৭, tamannamediaonline@gmail.com ডি-৬০১৫০৫

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ ঢাকার বিভিন্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে ইকবাল রোড, ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, বসুন্ধরা, বারিধারা, ডিপ্লোমেটিক জোনে স্বনামধন্য ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন সাইজের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৭০০৭৬৪৭৩০, ০১৭৩০৩৫৬৬৬৪। সি-৬০১০৫৭

✱ ধানমন্ডি ৮/এ কেয়ারী প্লাজার পাশে সুনামধন্য কোম্পানির ১৯৯০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯তলায় সামনে কর্ণার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। সি-৬০১৩২৭

✱ সাভার ডিওএইচএস ১৩৯৭ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী এবং পূর্বমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭০৮১৪৬৩৮১, ০১৭০৮১৪৬৩৮২। এসবি-৬০১৪৯৮

✱ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ ব.ফু. পার্কিংসহ ৬তলা ভবনের ৩য় তলার সামনে ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৪৮৫৫১১০। সি-৬০১৩২৮

✱ আসাদ এভিনিউ ব্র্যান্ডনিউ ২০৫০ ব.ফু. সিঙ্গেল ইউনিট ও লালমাটিয়া ব্লক-জি ২২০০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী ৪ বেড ২ পার্কিংসহ ও ডি ব্লকে ১৪৯৫ ব.ফু. ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৯১৮৭৩৬১২৭। সি-৬০১৩২৯

✱ উত্তরা ৩নং সেক্টরের ৪নং (৬০ ফুট) রোডে, ৩২০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি পূর্বমুখী সিঙ্গেল ইউনিট এপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবা : ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬। টিবু-৬০১২৭২

✱ ১৮৭২ বর্গফুট (৬ তলা), তিন বেড রুমের, সুইমিংপুল, বাচ্চাদের খেলার মাঠ সুবিধাসহ ফ্ল্যাট বিক্রয়, বিজয় রাকিনসিটি, মিরপুর-১৩। মোবাইল : ০১৯৭০-৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০১১০৫

✱ আফতাবনগরের ডি-ব্লকে ৩ বেড রুমের প্রায়রেডি ১৬০০ বর্গফুটের ও বনশ্রীর এম-ব্লকে ১৬৫০ বর্গফুটের ৩ বেড রুমের ১০০% রেডি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭৩১৫২৯৪৬৮। ডি-৬০১৫০১

✱ গুলবাগ, মালিবাগে অবস্থিত ১৫৮৬ ব.ফু. ৩য়তলায় (১.৫ কোটি টাকা) ও ৮৩২ ব.ফু. ৪র্থতলায় (৫০ লক্ষ টাকা) আয়তনের (দুটি গাড়ি পার্কিংসহ) ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষে। প্রকৃত ক্রেতাগণ। ০১৭১১৩৬০৮৭৪। ডি-৬০১৫০০

## জমি শেয়ার বিক্রয়

✱ রাজউক পূর্বাচল সেক্টর-২এ ৩০০ ফিটের সাথে এবং লেকের পাশে ১০ কাঠা জমিতে ২২২৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের জমির শেয়ার বিক্রয় হবে। ০১৯১৫৫৬৮৮৪০। ডি-৬০১৪৭৬

✱ উত্তরা ৫নং সেক্টরে ব্যাংকারদের সাথে ২০৫০ স্কয়ার ফুট ফ্ল্যাটের জমির শেয়ার। মোবাইল : ০১৭১১৯৭৫০৩৭, ০১৯১৪৩৩১৭২৪। ডি-৬০১৪৬৪

✱ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কে-ব্লকে ৫৫ লক্ষ টাকায় ৮ কাঠা জমিতে ১৭০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের ২টি শেয়ার বিক্রয় হবে। ০১৯১৫৫৬৮৮৪০। ডি-৬০১৪৭৮

## জমি বিক্রয়

✱ আসাদ এভিনিউ মেইন রোডে উত্তরমুখী ৩ কাঠা জমিসহ ৩ তলা ভবন ও বসিলা আরশীনগর ৩ কাঠা উত্তর-পূর্ব কর্নারে ১২/১২ রাস্তায় জমি বিক্রয়। ০১৮১৫৭৫০৭২১। সি-৬০১৩২৫

✱ মোহাম্মাদপুর-কলাতিয়া রোডের পাশেই জমিতে বিনিয়োগ করে বুঝে নিন নিশ্চিত মুনাফা। যোগাযোগ : ০১৭৯৯৯৯৩৫২৮। ডি-৬০১৪৭৭

✱ ঢাকা উত্তরখানের (ময়নারটেক) ২০ ফিট রাস্তার পাশে ৫.৫ কাঠা নিষ্কণ্টক জমি বিক্রয় হবে। ফাইন হোমস্ লি.। ০১৭১১৩২১০৫৭, ০১৭০৬৩১৪১০১। ডি-৬০১৪৭২

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ শ্যামলী পার্কের দক্ষিণ পশ্চিম কর্নার বাবর রোডে পার্কিং লিফট জেনারেটর+স্বল্প ব্যবহৃত ১৬১০ ব.ফু., ৫মতলার দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট। মোবা : ০১৬২৮৮৮৬৬৬৮। সি-৬০০৭৭৯

✱ উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে টঙ্গী আনারকলি রোডে আধুনিক কনডোমিনিয়াম প্রকল্পে ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। এখানে রয়েছে সুইমিংপুল, জিম, ছাদবাগান ও নাগরিক জীবনের অন্যান্য সকল সুবিধাদি। মোবাইল : ০১৩৩২৮০৭০৯৪, ০১৮১৯৮১৫৯৩৭। সি-৬০১০৮২

✱ বনশ্রী জি-ব্লক ৩নং রোডে দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ভবনে সর্বোচ্চ মূল্য ছাড়ে ৪ বেড রুমের ফ্ল্যাট বিক্রি চলছে। যোগাযোগ : ০১৮৯৬০৮৮৮০৪, ০১৮৯৬০৮৮৮০৫। খিলবু-৬০১৫১২

✱ ১৯০০ বর্গফুটের ১টি প্রায়রেডি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে। বসুন্ধরা, ব্লক-ডি। ০১৯৩৯৯১৯৮০২, ০১৯৩৯৯১৯৮০১। টিবু-৬০১২৮৯

✱ জলসিঁড়ি আবাসনে আর্মি হাউজিং ১৬নং সেক্টরে সেন্ট্রাল পার্ক, শপিংমল, মসজিদের পাশে ফেয়ার ফেইসড ২৮০০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ০১৭১১০১৭৮৪৬। ডি-৬০১৪৯১

✱ উত্তরা ১০নং সেক্টরে ২৩নং রোডে দক্ষিণমুখী ১২৯১ ব.ফু. সিঙ্গেল ইউনিট ফ্ল্যাট, ৬তলা (পার্কিং নাই) সরাসরি যোগাযোগ : ০১৭১৫৩০৪৮০২। ডি-৬০১৫২২

## প্লট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে চমৎকার লোকেশনে এন-ব্লকে ৪ কাঠা দক্ষিণমুখী ও ১০ কাঠা দক্ষিণমুখী উক্ত প্লট দুটি জরুরি কম দামে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৩৮৯৯৯১১১। ডি-৬০১৩৮৮

✱ পূর্বাচল ২৫নং সেক্টরে পূর্বমুখী ৭.৫ কাঠার একটি ব্যবসায়িক ক্যাটাগরির প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ০১৮৬৪৯৯৮৮৪৯। ডি-৬০১৪৩৭

✱ ইষ্টার্ণ হাউজিং আফতাব নগর এল ব্লকে ১০ কাঠা প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ০১৬০৯৭৩৬২৭৯। ডি-৬০১৪৩৮

✱ জলসিঁড়ি ৪নং সেক্টর ও পূর্বাচল সংলগ্ন বালিভরাটকৃত রেডি প্লট বুকিং চলছে। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৪৪-৯৯২২১৬। ডি-৬০১৪৭০

✱ বসুন্ধরা (ঢাকা) আবাসিক এলাকার এন-ব্লকে প্রশস্ত রাস্তার সাথে বাউন্ডারী করা ১টি আকর্ষণীয় কর্নার প্লট বিক্রয় হবে। ০১৭১২৮৯৯৩২৬, ০১৬১৩৫১২২৯৯। খিলবু-৬০১৫১৩

✱ জাপান ইকোনোমিক জোনের পাশে বাংলাদেশের সবচেয়ে নান্দনিক লোকেশনে যদি হয় আপনার বসবাস, সাথে আপনার বিনিয়োগ হবে স্বল্প সময়ে কয়েক গুণ। উন্নয়নকাজ দেখে আজই বুকিং করুন। ০১৪০১-১৪৪১২৯। ডি-৬০১৪৯২

✱ রাজউক পূর্বাচলে ৫নং সেক্টরে, ৩১৪নং রোডে প্লট নং ১৫, ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। মালিক নিজে : ০১৭১২৬৭৩৯৪০। যাবু-৬০১৫২০

## বিবিধ বিক্রয়

✱ **বাণিজ্যিক ফ্লোর :** ঢাকার পল্টনে ডক্টর টাওয়ার ও চট্টগ্রামের সিডিএ এভিনিউ ইউনিসকো সেন্টারে, ৬০০০ থেকে ১৪০০০ ব.ফু. পর্যন্ত বাণিজ্যিক ফ্লোর বিক্রয়। মোবা : ০১৭১১৫২০৪২৫, ০১৭১৩২০২৭২০। মহাবু-৬০১৪৬৯

✱ **দোকান ও শোরুম :** উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে, টঙ্গীর বাণিজ্যিক এলাকায় সম্পূর্ণ এসি মার্কেটে সাফ কবলায় মালিকানাসহ দোকান ও শোরুম। এখানে রয়েছে একাধিক লিফট, আধুনিক এস্কেলেটর এবং পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা। ০১৮১৯৮১৫৯৩৭, ০১৩৩২৮০৭০৯৪। সি-৬০১০৮৪

✱ **পুরাতন বিল্ডিং :** ৬৪৬, বড় মগবাজারস্থিত একতলা একটি পুরাতন (স্ক্যাপ) বিল্ডিং বিক্রয় হইবে। ০১৭১১৮৪৭৯৭৫, ০১৯২৬৭৮২৮৯৩। ডি-৬০১০৫১

## ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় বসুন্ধরা জে-ব্লকে ১২০০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী, আফতাবনগর বি-ব্লকে মেইনরোড ২২০০ বর্গফুট, সরাসরি : ০১৭৫৩৮৮৯১৯১। টিবু-৬০১১১৬

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ ব.ফু.র আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩, ০১৮৪৪৬০০৩৫১। সি-৬০১৩৩০

✱ হাতিরঝিল সংলগ্ন পশ্চিম রামপুরায় তিন বেড, তিন বাথ, বারান্দা, ড্রয়িং, ডাইনিং, লিফট, জেনারেটর সুবিধাসহ অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ : ১২১০ বর্গফুট। মোবাইল : ০১৭৭৭৭৮৬৭০২। ডি-৬০১৫১৬

## প্লট বিক্রয়

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গাঁ ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৩২৯৬৯৩০৪৭। টিবু-৬০১২৮৬

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৬৬। টিবু-৬০১২৮৭

✱ বসুন্ধরা আবাসিকে এল ব্লকে ৪ কাঠা সামনে ৪০ ফুট রাস্তা ও ৩ কাঠা, পি-ব্লকে ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৯১৯৪৯১৪৩৫। যাবু-৬০১৪৮৮

✱ বারিধারা বসুন্ধরা পি-এক্সটেনশন ব্লকে প্লট ৩৮৯৫ রেজিস্ট্রেশন মিউটেশন করা ৪ কাঠা দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার। মোবা : ০১৭৩৭৫১২১৪৬, ০১৭১১২২৪১০২। যাবু-৬০১৪৮৯

✱ বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিক এলাকায় এম-ব্লকে ২০০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা ও এন ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩ কাঠার প্লট বিক্রয়। ০১৭১০০০৬২৩৮, ০১৬৪৪৯২৮২৭২। যাবু-৬০১৪৮৫

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে ৬ কাঠা রেজিস্ট্রেশন মিউটেশন ও বাউন্ডারি করা প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৭১৩৬১৪৮৯৪, ০১৭১৫৫৯৫০৭৬। যাবু-৬০১৪৮৬

✱ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিকে আই-ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭৭৯২১৪১৩২, ০১৯৭৯২১৪১৩২। যাবু-৬০১৪৮৭

✱ বারিধারা বসুন্ধরায় এল-ব্লকের ৩০০´ সন্নিকটে ৫ কাঠার বাউন্ডারীকৃত, জরুরি টাকার প্রয়োজনে কম মূল্যে প্লট বিক্রয়। ০১৭১১৮৫৩৯৪২, ০১৬৭৭৭১৪৩১২। মহাবু-৬০১৪৬৮

✱ বসুন্ধরায় সুসজ্জিত পি-ব্লকে ৫০´ রাস্তার সাথে ৫ কাঠা ও ৬ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট এবং এল-ব্লকে ১৩০´ রোডের সাথে ৪ কাঠার প্লট বিক্রয় হবে। ০১৯৭৮১৬৭১৬৮, ০১৭৮৯৯০২৮১০। ডি-৬০১৪৮৪

✱ পূর্বাচল ৩০০ ফুট রোডে ১০ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭১২০২১০৭২। ডি-৬০১৪৮১

✱ উত্তরা থার্ডফেস ১৫ নম্বর সেক্টর ব্লক-এ, ৬০/৩০ ফিট রাস্তার ওপর, খেলার মাঠ এবং স্কুল জোনের কাছাকাছি ০৩ (তিন) কাঠা কর্নার প্লট বিক্রয়। ০১৯৭০৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০১১১০

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৯৭-৬২৩৯৭৬। টিবু-৬০১১২১

## ভাড়া হবে

✱ **আবাসিক হোটেল :** বিজয়নগরে অবস্থিত ৭৭টি রুম সম্বলিত লিফট, জেনারেটর ও কারপার্কিংসহ ১টি স্বনামধন্য আধুনিক মানের আবাসিক হোটেল ভাড়া দেওয়া হবে। ০১৭১১৫৪৮৮৩৩, ০১৭১১৬৪০২৭৭। টিবু-৬০১১৬৪

## আবশ্যক

✱ সৌদির নাগরিক ঢাকায় বসবাসরত শিল্পপতির বাসায় ০১ জন ম্যানেজার প্রয়োজন। এসএসসি-বিএ, ১৮০০ রিয়াল। থাকা ও খাওয়া ফ্রি। বয়স ৩৬-৭২ বছর। ৯৯/২, কাকলী বনানী। ০১৭৪৫৭৭১৩৯৩। ডি-৬০১৫২৬



Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Executive Engineer, RHD
Gopalganj Road Division, Gopalganj
email: eegopal@rhd.gov.bd

**e-GP Tender Notice**

This is an online Tender, where only e-Tenders will be accepted in e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, please register on e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd)

E-Tenders are invited in e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) by Executive Engineer, RHD, Road Division, Gopalganj for the procurement of following works. E-Tender details can be downloaded from e-GP System Portal "http://www.eprocure.gov.bd" for purchase.

| Tender ID and Package No. | Name of work | Last date and time of purchasing/ downloading document | Closing date and Time |
|---|---|---|---|
| 1024694 06/e-GP/ GRD/ 2024-2025 | Supplying of Electric Cable, Led Light, PVC Pipe And Transformer for electrification at 7th March Chottar Portion (CH: 68th (p) KM), Bedgram Portion (Ch. 69th (p) KM) and Ghonapara Portion (Ch. 77th (p) KM) of Bhanga-Bhatiapara-Mollahat-Fakrihat-Noapara (N-805) Road, under Road Division Gopalganj, during the year 2024-2025. | 23-Oct-2024 16:00 | 24-Oct-2024 13:30 |

Accepted tenders will be opened online immediately after opening time.

(Md. Azharul Islam)
ID No. : 602306
Executive Engineer (C.C), RHD
Road Division, Gopalgonj.

> নিজের বিশ্বাসের প্রতি সবার সম্মান চান, তাহলে প্রথমে অন্যের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান কায়েম করেন!

ফেসবুকে লিখেছেন **নওশাবা**

## টুকরো খবর

### আসছে ‘সেকশন ৩০২’

আসছে নতুন ওয়েব কনটেন্ট *সেকশন ৩০২*। রিয়াদ মাহমুদের কনটেন্টটির প্রথব পর্ব *আয়নামহল* ১৮ অক্টোবর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পাবে। মার্ডার মিস্ট্রি ধাঁচের প্রকল্পটির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শাহাজাদা শাহেদ। এতে অভিনয় করেছেন তাসনুভা তিশা, প্রান্তর দস্তিদার, নীল হুরেজাহান, নিশাত প্রিয়ম, জিল্লুর রহমান প্রমুখ। **বিনোদন প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

*সেকশন ৩০২*-এর পোস্টার

### দ্বিতীয় মৌসুম আসছে

গত ২৬ সেপ্টেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায় রোমান্টিক কমেডি সিরিজ *নোবডি ওয়ান্টস দিস*। এবার জানা গেল, এরিন ফস্টারের সিরিজটির দ্বিতীয় মৌসুমও আসবে। এতে অভিনয় করেছেন ক্রিস্টেন বেল, অ্যাডাম ব্রডি প্রমুখ। **বিনোদন ডেস্ক**

*নোবডি ওয়ান্টস দিস*-এর দৃশ্য। ছবি : নেটফ্লিক্স

### কোরিয়ায় গাইবেন চার্লি পুথ

প্রায় এক বছর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় কনসার্টের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের গায়ক চার্লি পুথ। ৭ ডিসেম্বর সিউলের গোচক স্কাই ডোমে এ কনসার্টের আয়োজন করছে লাইভ নেশন কোরিয়া। এর আগে গত বছরের অক্টোবরে কোরিয়ায় শো করেছেন চার্লি পুথ। **বিনোদন ডেস্ক**

**চার্লি পুথ।** ছবি : লাইভ নেশন কোরিয়া

### আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে চলচ্চিত্র উৎসব

ফরাসি নির্মাতা ফ্রঁসোয়া লেভি কিৎজের সিনেমা ও প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে ‘আর্ট চলচ্চিত্র উৎসব’ করছে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা। গতকাল শুরু হওয়া উৎসবটি মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে। এতে প্রতিদিন পাবলো পিকাসো, সালভাদর দালিকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রসহ নির্মাতার কয়েকটি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। **বিনোদন ডেস্ক**

### ঘুম নেই

মা হওয়ার পর সাক্ষাৎকার দিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ‘লিভ লাভ লাফ ফাউন্ডেশন’-এর অনুষ্ঠানে আরিয়ানা হাফিংটনের সঙ্গে আলাপচারিতায় নানা বিষয়ে কথা বলেন। অভিনেত্রী বলেন, ‘যখন ঠিকভাবে ঘুম হয় না, অতিরিক্ত স্ট্রেস থাকে; তখন ভুলভাল সিদ্ধান্ত নিই। বুঝতে পারি যে দিনগুলোয় আমার ঘুম হয় না বা নিজের যত্ন নেওয়া হয় না, সেদিনগুলোতে অতিরিক্ত চাপ অনুভব করি। বুঝতে পারি, কিছু ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হচ্ছে।’ অভিনেত্রী জানান, ধৈর্য নিয়ে পরিস্থিতি বুঝে ওঠার চেষ্টা করছেন তিনি। গত ৮ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো কন্যাসন্তানের মা হন তিনি। **বিনোদন ডেস্ক**

**দীপিকা পাড়ুকোন।** ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

# নতুন পরিচয়ে কুসুম সিকদার

**চলচ্চিত্র**

**মনজুরুল আলম,** *ঢাকা*

গতকাল ১১ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে কুসুম সিকদার অভিনীত, পরিচালিত ও প্রযোজিত সিনেমা *শরতের জবা*। নিজের সিনেমার মুক্তি ছাড়াও কুসুমের কাছে ১১ অক্টোবর তারিখটা বিশেষ কিছু। ২০০২ সালের এই ১১ অক্টোবরেই ‘নতুন জীবন’ পেয়েছিলেন অভিনেত্রী। ২২ বছর পর সেই একই তারিখে আবার নতুন যাত্রা শুরু হলো তাঁর।

কুসুমের মতে, সিনেমা মুক্তির জন্য সময়টা সুবিধার নয়। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে অনেক দিন তারকাবহুল সিনেমা মুক্তি পায়নি। কিন্তু ১১ অক্টোবর তারিখটা হাতছাড়া করতে চাননি তিনি। কিন্তু কেন? বলতে গিয়ে কুসুম ফিরে গেলেন ২২ বছর আগে। যে কুসুমকে তখন কেউই চেনেন না। সাধারণ এক নারী। সেদিন সন্ধ্যায় জীবনটা যেন বদলে গিয়েছিল তাঁর।

খোলাসা করে কুসুম বলেন, ‘আমি প্রথম পথচলা শুরু করি এই দিনে। “লাক্স-আনন্দধারা মিস ফটোজনিক” প্রতিযোগিতা দিয়ে ১১ অক্টোবর আমার ভাগ্য বদলে যায়। দিনটি আমি কখনোই ভুলতে পারি না। এবার সিনেমা মুক্তির জন্য যখন ডেট দেখছিলাম, তখন হঠাৎ লক্ষ করি, কোনো একটি শুক্রবার একই দিনে। সেই দিনে সিনেমা মুক্তি দিলে কেমন হয়। সেই ভাবনা থেকেই সিনেমাটি মুক্তি দিয়েছি। ১১ অক্টোবর আগে আমাকে নতুন জীবন দিয়েছিল। ২২ বছর পর ১১ অক্টোবরে আবার নতুন জন্ম হলো।’

গতকাল থেকে কুসুমের নামের সঙ্গে নতুন পরিচয় যুক্ত হয়েছে। কেবল অভিনেত্রী নন, তিনি একাধারে *শরতের জবার* পরিচালক, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার। এ জন্যই বারবার এটিকে ‘নতুন জন্ম’ বলছেন তিনি। আগে নায়িকা হিসেবে সিনেমার সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু এবার কাঁধে নিতে হয়েছে বড় দায়িত্ব। যে কারণে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কীভাবে রাত আর কীভাবে দিন হচ্ছে, সেটাও কাজে মগ্ন থেকে ভুলে যেতে হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার কুসুম *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘সিনেমার প্রচারে বেলা ১১টায় বের হয়েছি। প্রতিদিন বাসায় ফিরেছি রাত ১০-১১টায়। প্রচার থেকে শুরু করে ডিস্ট্রিবিউশন, পোস্টপ্রোডাকশনের সব কাজ একহাতে করতে হচ্ছে। এটা নতুন অভিজ্ঞতা। আগে জানতামই না, একটা সিনেমা মুক্তির জন্য এত দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, আমাকে আতঙ্কিত করেছে। আমাকে দীর্ঘ সময় চিন্তার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, যা হয়তো আমাকে নতুনভাবে অভিজ্ঞতা দেবে।’ তবে এটাও বলে রাখলেন, সিনেমা দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া জটিল হলেও কাজগুলো উপভোগ করেছেন।

তবে বিরূপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখিও হতে হয়েছে। দীর্ঘদিনের কাছের মানুষের ওপর কিছুটা ভরসা করেছিলেন। আশা ছিল, তাঁরা হয়তো নিজেদের জায়গা থেকে কিছুটা হলেও সহযোগিতা করবেন। কিন্তু কুসুম জানান, তাঁর টিম ও পরিবারের মানুষের বাইরে অন্য কারও কাছ থেকে সেই অর্থে সহায়তা পাননি। এমনকি নারী নির্মাতা ও প্রযোজক হিসেবেও তাঁকে পদে পদে বঞ্চিত হতে হয়েছে।

মন ভার করে কুসুম বলেন, ‘আমি যদি নারী না হতাম, তাহলে অনেক জায়গা থেকে সহায়তা পেতাম। শুধু একজন নারী হিসেবে নতুন পরিচয়ে আসায় আমাকে ইচ্ছা করে অনেকেই হয়তো সহায়তা করেননি। অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, অনেক বাধা এসেছে, সেগুলো নারী না হয়ে আমি পুরুষ হলে ওভারকাম করা আরও সহজ হতো। আরও বেশি সহায়তা পেতাম। তবে আমি অভিজ্ঞতা নিয়েই সামনে এগোতে চাই। আমি থেমে থাকব না। আমার মতো করেই কাজ করে যাব।’

কুসুমকে সর্বশেষ দেখা যায় *শঙ্খচিল* সিনেমায়। সেটা আট বছর আগে। সেই সিনেমায় অভিনয় করে পেয়েছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। যে কারণে এবারের সিনেমাটিও তাঁকে নানা দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করেছে। ‘এবার তো আর শুধু অভিনেত্রী নয়; পরিচালক, প্রযোজক হিসেবেও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে। আমি শুধু দর্শকদের উদ্দেশে বলব, আমার শুরু জিরো থেকে। আমি চেষ্টা করেছি সিনেমাটিকে সৃষ্টিশীল একটা জায়গায় নিয়ে যেতে। কষ্টের পাশাপাশি জীবনে আনন্দের দরকার আছে। দর্শক পূজার এই ছুটিতে আমাদের সিনেমাটি দেখুক। আলোচনা-সমালোচনা হোক, সেটা প্রত্যাশা করি,’ বলেন কুসুম সিকদার।

গতকাল রাজধানীর স্টার সিনেপ্লেক্সের বিভিন্ন শাখা, ব্লকবাস্টার সিনেমাস ছাড়াও চট্টগ্রামের বালি আর্কেডের সিনেপ্লেক্সেও চলছে ছবিটি। এতে কুসুম ছাড়াও অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান, জিতু আহসান, শহীদুল আলম সাচ্চু, নরেশ ভূঁইয়া, নিদ্রা দে নেহা, মাহমুদুল ইসলাম, অশোক ব্যাপারী প্রমুখ।

**কুসুম সিকদার।** ছবি : খালেদ সরকার

# অমিতাভ, রজনীকান্ত ৩৩ বছর পর

**বলিউড**

**বিনোদন ডেস্ক**

৩৩ বছর কেটে গেছে। তবে কথা রেখেছেন অমিতাভ বচ্চন ও রজনীকান্ত। দীর্ঘ বিরতির পর ভারতীয় সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় দুই তারকাকে পাওয়া গেল এক সিনেমায়। টি জে জ্ঞানভেল পরিচালিত *ভেটাইয়ান* মুক্তি পেয়েছে গত বৃহস্পতিবার। পর্দায় দুই তারকার পুনর্মিলন ছাড়াও ভক্তদের জন্য ছিল আনন্দের আরও একটি উপলক্ষ, গতকাল শুক্রবার ছিল অমিতাভের ৮৩তম জন্মদিন।

রজনীকান্তের দিনকাল ভালো যাচ্ছিল না। গতানুগতিক বাণিজ্যিক সিনেমা করে তিনি ‘অতি অনুমানযোগ্য’ হয়ে পড়েছিলেন। সেখান থেকে গত বছর নেলসন দিলীপকুমারের *জেলার* দিয়ে নতুনভাবে শুরু হয় এই দক্ষিণি তারকার, *ভেটাইয়ান*-এ সে সিনেমার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন। মুক্তির প্রথম দিন ছবিটি ৩০ কোটি রুপি আয় করেছে, যা রজনীকান্তের সিনেমা হিসেবে খুব বেশি নয়। এ ছবিতে রজনীকান্তসুলভ মসলা কিছুটা কম থাকায় ব্যবসা কম হয়েছে। এতে অনেক রজনীভক্ত হতাশ হলেও সমালোচকেরা খুশি। ৭৩ বছর বয়সে এসে নিজের ১৭০তম সিনেমায় এই তারকা নিজেকে যেভাবে ভাঙছেন, সেটার তারিফ করেছেন তাঁরা।

*ভেটাইয়ান* পুলিশি তদন্ত ধরনের সিনেমা। এক শিক্ষিকা ধর্ষণের শিকার হন। সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেন এসপি আথিয়ান ওরফে আথি (রজনীকান্ত)। কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে এনকাউন্টারের সময় তাঁর হাতে মারা যান এক নিরপরাধ ব্যক্তি। ঘটনা মোড় নেয় ভিন্ন দিকে। এ সিনেমায় মূলত নির্মাতা টি জে জ্ঞানভেল পুলিশের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে বার্তা দিতে চেয়েছেন। গত কয়েক মাসে ভারত আর জি কর মেডিকেলের ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত ছিল। সমালোচকেরা মনে করেন, বাস্তবঘেঁষা গল্প হওয়ায় ছবিটি তরুণ প্রজন্মও পছন্দ করবে।

রজনীর সামনে অস্ত্র, শত শত লড়াকু, কিছুই যথেষ্ট নয়—এ ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে সিনেমার একটি চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন নির্মাতা। অযৌক্তিক অ্যাকশনের চেয়ে তিনি বরং জোর দিয়েছেন চিত্রনাট্যে, যার প্রশংসা করেছেন আরেক জনপ্রিয় তামিল নির্মাতা কার্তিক শুভরাজ।

রজনীকান্ত, অমিতাভ বচ্চন ছাড়াও এ ছবিতে নির্মাতা কার্যত তারকার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। আছেন ফাহাদ ফাসিল, রান্না দাগ্গুবতি, মঞ্জু ওয়ারিয়রের মতো তারকারা। তবে ভালো চিত্রনাট্য, ব্যতিক্রমী রজনীকান্ত থাকার পরও *ভেটাইয়ান* অসাধারণ ছবি না হয়ে ওঠার কারণও এটি। এত বড় বড় তারকা থাকলেও সবার চরিত্র ঠিকঠাক লেখা হয়নি। এর ফলে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেননি তাঁরা। সমালোচকেরা বলছেন, তিন দশকের বেশি সময় পর রজনীকান্ত ও অমিতাভের পর্দায় উপস্থিতি আরও স্মরণীয় হতে পারত। তবে অল্প সময় পর্দায় থেকেও ঠিকই নিজের ছাপ রেখেছেন ‘বিগ বি’।

তবে এসব সমালোচনা থাকলেও বক্স অফিস বিশ্লেষকদের ধারণা, ৩০০ কোটি রুপি বাজেটের *ভেটাইয়ান* হেসেখেলে লাভের মুখ দেখবে।

সূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়া

**অমিতাভ বচ্চন ও রজনীকান্ত।** কোলাজ

# পরিণতি পেল ৬ বছরের প্রেম

**বিনোদন প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

বিয়ে করলেন চিত্রনায়িকা শিরিন শিলা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে ঘরোয়া আয়োজনে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় বলে *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর বর আবিদুল মহায়মীন সাজিল পেশায় ফার্মাসিস্ট।

২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর প্রেমিকের সঙ্গে পরিচয় হয় শিরিন শিলার। ছয় বছর পর এবার সেই দিনেই বিয়ে করলেন এই নায়িকা।

বৃহস্পতিবার শিরিন শিলা *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘২০১৮ সালে আজকের দিনে (১০ অক্টোবর) আমাদের পরিচয় হয়। ঠিক ছয় বছর পর বিয়ের জন্য আমরা এ দিনটিকে বেছে নিয়েছি। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে ঘরোয়া আয়োজনে আমাদের বিয়ে হয়েছে। চলতি বছর শেষে অথবা আগামী বছরের শুরুতে বিবাহোত্তর সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে।’

৪ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে শিরিন শিলা অভিনীত সিনেমা *জিম্মি*।

**যেদিন পরিচয়, সে তারিখেই নতুন জীবন শুরু করলেন সাজিল ও শিরিন শিলা।** ছবি : অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে

## ওমেক্স সম্মেলনে সুমী

**বিনোদন প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

এর আগে পর্তুগাল ওমেক্স ওয়ার্ল্ড মিউজিক এক্সপোতে অংশ নিয়েছিলেন চিরকুট ব্যান্ডের শারমীন সুলতানা সুমী। গত বৃহস্পতিবার আবারও এ সম্মেলনে অংশ নিতে যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে বাংলাদেশ ছাড়লেন তিনি। তবে এবার ভিন্ন পরিচয়ে। সেখানে তিনি বিচারক হিসেবে থাকবেন, পাশাপাশি এবার অফিশিয়াল বক্তাও তিনি। একই সঙ্গে জানালেন আগামী মাসের শুরুতে নরওয়ের অ্যাগডার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিস্টিয়ানস্যান্ড রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে অংশ নেওয়ার খবরও।

**সুমী।** ছবি : গায়িকার সৌজন্যে

**বিনোদন ও সংস্কৃতিবিষয়ক অনুষ্ঠানসূচি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো এবং যাবতীয় যোগাযোগ এই ঠিকানায়**
**binodon@prothomalo.com**

**আলাপন**

মুক্তি পেয়েছে ওয়েব সিরিজ *এন্ড কাউন্টার*। শেষ করেছেন মডেলদের জীবন নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *গ্ল্যামার গার্ল*-এর কাজ। কয়েক দিনের মধ্যে শুরু করছেন নতুন নাটকের শুটিং। কথা হলো **সাদিয়া মাহি**র সঙ্গে।

# আমার উপস্থাপনটা নতুন

**‘এন্ড কাউন্টার’ তো মুক্তি পেয়েছে। কেমন প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন?**

গল্পটা ভালো। আমার অভিনয় নিয়েও কথা বলেছে। অনেক দিন পরপর একটা-দুটো করে আমার কাজ আসে। মুক্তির পর বুঝতে পারি, মানুষের প্রত্যাশা থাকে, আরও কাজ করব। পর্দায় আরও দেখা যাবে। আমারও দেখতে ভালো লাগে। এই রিভিউটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি সেটাই নিতে চাইছি। কতটুকু ইতিবাচকভাবে নিচ্ছে, সেটা নিয়েও ভাবছি।

**নতুন সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে না, শুটিংও হচ্ছে না…**

শিল্পী হিসেবে হতাশা তো আছে। আবার আশাও করছি যে নতুন কিছু হবে হয়তো। ভালো কিছু হবে। অনেক ধরনের পরিবর্তন আসছে। তরুণ প্রজন্মের যারা আছে, তারাও সম্পৃক্ত হচ্ছে। যেহেতু রাজনৈতিক একটা চাপ বা দেশের এই অবস্থা—অস্থিরতা প্রতিটি সেক্টরে থাকবে। অস্থিরতা আমাদের সবার মধ্যে আছে। এর মধ্যে আমরা সারভাইভ করার চেষ্টা করছি। একটু একুট করে গোছানোর চেষ্টা করছি। একেকজন একেক রকমভাবে তা করছে। আমি তো শুরু থেকে এমনিতে বেছে কাজ করি। যেকোনো প্রোডাকশনে সময় দেওয়ার চেষ্টা করি। তাই আমি বলব না, নিজে খুব একটা হতাশ সময় পার করছি। কিছুদিন আগেও এমন কিছু প্রজেক্টের কাজ করেছি, প্রতিটাই ভিন্নধর্মী। ওই পরিচালক অ্যাকশন ঘরানার তিনটি শর্টফিল্ম বানিয়েছে। আমারটার নাম *গ্ল্যামার গার্ল*। সেটার ডাবিং শেষ করেছি। পরিচালক যিনি, সাব্বির মাহমুদ তিনটা স্টোরি বলার চেষ্টা করেছেন। তিনটিই অ্যাকশন ঘরানার। একটা ১৫ মিনিট, আরেকটা ৩০ মিনিট আর আমারটার দৈর্ঘ্য ৪৫ মিনিট। এটাতে গল্পটা একজন উঠতি মডেল ও নায়িকার। নায়িকার চরিত্রে কাজ করেছে বহ্নি হাসান। সেন্টুও একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে কাজ করেছে।

**এ ধরনের কাজ আগে করেছেন?**

নাহ্, আমি সব সময় একটু আলাদা ধরনের কাজ করার চেষ্টা করেছি। সব সময় অফ ট্র্যাকের চিন্তা করেছি। এবারেরটায় একটু কমার্শিয়াল ফিল আছে। আমাকে একটু গ্লামারাসভাবে দেখা যাবে।

**এটাতে কাজ করে মডেলিং সম্পর্কে নতুন কিছু জেনেছেন?**

সচরাচর যা শুনি, তা-ই। আমাদের যেসব গল্প চারপাশে ঘোরে, সেখান থেকে তুলে আনা হয়েছে। বলা যেতে পারে, আমার উপস্থাপনটা নতুন। আমি আসলে আগ্রহী হয়েছি, আমার ক্যারিয়ারের শুরুটা ছিল ফ্যাশন মডেল হিসেবে। ২০১৪ থেকে বিভিন্ন পণ্যের ফটোশুট করছি। আমি জানি, একজন মডেলের অর্জন কী। আন্তর্জাতিক ফটোশুট আর বড় বড় আয়োজনের ফ্যাশন শো ছাড়া তার জীবনে কিছুই থাকে না। একটা পর্যায়ে তাই মডেলদের হতাশার জায়গা তৈরি হয়। আর একজন হিরোইনের যে পরিমাণ কাজের সুযোগ থাকে এবং জনপ্রিয়তা পায়, তা কোনো দিন একজন মডেল পায় না। এসবই এই গল্পে উঠে এসেছে। সবকিছু মিলিয়ে নতুনভাবে একটা গল্প বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

**সামনে নতুন কী কী কাজ আসছে?**

একটা অ্যানথোলজি ফিল্মের কাজ করেছিলাম। পার্থ শেখ সহশিল্পী আর গিয়াস উদ্দিন সেলিম আমার বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সেটা মুক্তির অপেক্ষায় আছে। গত বছর শুটিং করেছিলাম, এটার পরিচালক রাজীব সালেহীন। এর বাইরে কয়েকটা ফিকশন আসবে। একটা নতুন সিনেমার ব্যাপারেও কথা হচ্ছে। গেল মাসে কয়েকটা ফিকশনের শুটিং শুরুর কথা ছিল। কিন্তু বন্যা ও নানা অস্থিরতায় শুরু করা আর হয়নি। এই মাসে শুরু করব।

সাক্ষাৎকার : **বিনোদন প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

**সাদিয়া মাহি।** ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

# প্রিয়াঙ্কার পর মাতিলদা, অপেক্ষায় সামান্থা

**বিনোদন ডেস্ক**

অ্যাকশন সিনেমায় নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন রুশো ভ্রাতৃদ্বয় (জো ও অ্যান্থনি)। নির্মাণ ছাড়াও একের পর এক প্রকল্পে প্রযোজক বা নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন তাঁরা। যার সর্বশেষ উদাহরণ *সিটাডেল : ডিয়ানা*। অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও সিরিজটি মুক্তি পেয়েছে গত বৃহস্পতিবার।

*সিটাডেল* ইউনিভার্সের স্রষ্টা জশ অ্যাপেলবাম, নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে আছেন রুশো ভ্রাতৃদ্বয়। বছর তিনেক আগে তাঁরা বিভিন্ন ভাষায় এই ইউনিভার্সের সিরিজ নির্মাণের ঘোষণা দেন। যার প্রথম কিস্তি *সিটাডেল* মুক্তি পায় গত বছরের এপ্রিলে। যেখানে অন্যতম প্রধান চরিত্রে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এবার এসেছে এই ইউনিভার্সের ইতালীয় সংস্করণ *সিটাডেল : ডিয়ানা*। প্রতিটি সিরিজের গল্প আলাদা। তবে মূল সুর একই। সিটাডেল এক কাল্পনিক গুপ্তচর সংস্থা। এই সংস্থার এজেন্টের বিভিন্ন অভিযানের গল্প নিয়ে নির্মিত হয় সিরিজগুলো। এবারের *ডিয়ানা* কেমন হলো?

***সিটাডেল : ডিয়ানায়* মাতিলদা দি অ্যাঞ্জেলিস।** ছবি : অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও

প্রিয়াঙ্কার *সিটাডেল* সমালোচকদের সেভাবে মন ভরাতে পারেনি। সারা দুনিয়ায় গুপ্তচরভিত্তিক এন্তার সিরিজ-সিনেমা হয়েছে; সেগুলোর মধ্যে আলাদা নজর কাড়তে পারেনি সিরিজটি। মুক্তির পর *ডিয়ানাকেও* মাঝারি মানের বলে রায় দিয়েছেন সমালোচকেরা। তবে ডিয়ানা চরিত্রে নজর কেড়েছেন ইতালীয় অভিনেত্রী মাতিলদা দি অ্যাঞ্জেলিস। অ্যাকশন, আবেগের দৃশ্যগুলোতে তাঁর অভিনয় আলাদা করে প্রশংসা পেয়েছে।

সিরিজটি ইতালীয় এক কিশোর ডিয়ানার গল্প। আল্পসে এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। পরে সে জানতে পারে, সেটা দুর্ঘটনা ছিল না! কিন্তু এই হত্যার প্রতিশোধ সে কীভাবে নেবে? প্রতিশোধের নেশায় মরিয়া ডিয়ানাকে পেয়ে দলে ভেড়ায় সিটাডেল, সে হয়ে ওঠে সংস্থার অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট। কিন্তু যে স্বপ্ন নিয়ে ডিয়ানা সিটাডেলে যোগ দেয়, তা পূরণ হয় না। মওকা পেয়ে ঠিক করে ‘স্বাভাবিক’ জীবনে ফিরে যাবে। কিন্তু কাজ তো সহজ নয়।

সমালোচকেরা বলছেন, অ্যাকশন, আবেগ আর বাস্তবঘেঁষা চিত্রনাট্য মিলিয়ে সিরিজটি মন্দ নয়, তবে বড্ড চেনা গল্প। তবে এটা যে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনীত প্রথম সিরিজটির চেয়ে ভালো, সেটা প্রায় সব সমালোচকই বলেছেন।

ডিয়ানা চরিত্রে অভিনয় করা মাতিলদাকে ইতালির অন্যতম সম্ভাবনাময় অভিনেত্রী মনে করা হচ্ছে। অভিনয়ের সঙ্গে তিনি গানটাও ভালো করেন। ২৯ বছর বয়সী অভিনেত্রী এখন পর্যন্ত *ইতালিয়ান রেস*, *রোজ আইল্যান্ড*, *দ্য ল অ্যাকর্ডিং টু লিডা পোয়েট*, *দ্য আনডুয়িং*-এর মতো সিনেমা-সিরিজ করেছেন। এই *ডিয়ানাকে* দেখা হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর পরিচিতি পাওয়ার মঞ্চ হিসেবে। এ প্রসঙ্গে অনলাইন গণমাধ্যম কোলাইডারকে তিনি বলেন, ‘আমি শুটিংয়ের আগে চার মাস নিবিড় অনুশীলন করেছি, যাতে পর্দায় নিজের ছাপ রাখতে পারি। বেশির ভাগ অ্যাকশন দৃশ্যের স্টান্ট নিজেই করেছি, বারবার চিত্রনাট্য পড়ে চরিত্রটির মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করেছি। এই সিরিজ আমার জন্য বড় সুযোগ। সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করেছি।’ মুক্তির আগে বারবার প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে তাঁর তুলনা হয়েছে। তবে মাতিলদা মনে করেন, প্রিয়াঙ্কার মতো বৈশ্বিক তারকার সঙ্গে তাঁর তুলনাই চলে না।

কেবল প্রিয়াঙ্কা, মাতিলদা নন, *সিটাডেল*-এ আলোচনায় ঢুকে পড়েছেন সামান্থা রুথ প্রভুও। এই ইউনিভার্সের ভারতীয় সংস্করণ *সিটাডেল : হানিবানি* মুক্তি পাবে আগামী ৭ নভেম্বর। রাজ ও ডিকের সিরিজটির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে সামান্থাকে। ১৫ অক্টোবর মুক্তি পাবে সিরিজটির ট্রেলার।

“ একজন যদি ৯৫-১০০ কেজি ওজনের হয় আর আরেকজন যদি হয় ৬৫ কেজি, তাহলে একজন তো বেশি দূরে বল পাঠাবেই।

**নিক পোথাস**
বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা কেন ভারতীয়দের মতো ছক্কা মারতে পারেন না, সেটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দলের ফিল্ডিং কোচ





# শেষটা কি রঙিন হবে মাহমুদউল্লাহর

**বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টি**

ভারত সফরের শেষ ম্যাচ আজ। বাংলাদেশের হয়ে শেষ টি-টোয়েন্টি খেলবেন মাহমুদউল্লাহ।

**মোহাম্মদ জুবাইর**, *হায়দরাবাদ থেকে*

রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে ঢুকতেই কমলা রঙের উজ্জ্বল আভা চোখে পড়বে। হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এ স্টেডিয়ামের গ্যালারির সব কটি সিটের রং কমলা। এই শহরের আইপিএল দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিও কমলা রঙের। দলটির সমর্থকগোষ্ঠীর নামও 'অরেঞ্জ-আর্মি'। আজ এমন উজ্জ্বল আবহেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজের ১৪১তম ম্যাচটা খেলতে নামবেন মাহমুদউল্লাহ, যা দেশের হয়েও তাঁর শেষ টি-টোয়েন্টি হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি খেলা সাবেক এই অধিনায়কের জন্যই আজ ভারতের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচটা জিততে চাইবে নাজমুল হোসেনের দল। প্রথম দুই ম্যাচ হারায় অবশ্য সিরিজ আগেই হেরে গেছে বাংলাদেশ দল। তবু নিয়ম রক্ষার ম্যাচে একটা জয় হতে পারে মাহমুদউল্লাহর জন্য দলের বিদায়ী উপহার। মাহমুদউল্লাহ নিজেও চাইবেন দারুণ কিছু করে এই সংস্করণকে বিদায় বলতে। ২০২১ সালে হারারেতে যেমন অপরাজিত ১৫০ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলেছিলেন। আজ হায়দরাবাদে এমন কিছু করতে পারলে তো দারুণ ব্যাপারই হবে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারত সফরে বাংলাদেশের এই শেষ ম্যাচের আগে মাহমুদউল্লাহই মূল চরিত্র। বিশেষ করে গতকাল হায়দরাবাদে বাংলাদেশের সাংবাদিকেরাও অপেক্ষায় ছিলেন—মাহমুদউল্লাহ কখন অনুশীলনে আসেন। শেষ টি-টোয়েন্টির আগে তাঁর শেষ অনুশীলনের ছবিটাই তো আজ দেশের পত্রিকায় খেলার পাতার 'ডিমান্ড'; কিন্তু ঐচ্ছিক অনুশীলন হওয়ায় মাহমুদউল্লাহ মাঠেই এলেন না। হোটেল তাজ কৃষ্ণতেই দিনটা কাটালেন। মাঠে এলেন নাজমুল হোসেন, লিটন দাস, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, রকিবুল হাসান ও তানজিদ হাসান। এই সফরে দলের সঙ্গে থাকা ইবাদত হোসেনও ছিলেন গতকাল অনুশীলনে। ক্রিকেটাররা মাঠে থাকা অবস্থায়ই তিনবার বৃষ্টি এল। তিনবার মাঠ কাভারে ঢাকা পড়ল।

আজও বৃষ্টির শঙ্কা আছে। সন্ধ্যায় শুরু হতে যাওয়া ম্যাচটায় সেটা কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই দেখার বিষয়। আবার ভয় আছে ছক্কা-বৃষ্টিরও। গোয়ালিয়র, দিল্লির মতো হায়দরাবাদও বড় স্কোরের মাঠ। বাউন্ডারি কিছুটা বড় হলেও এ মাঠের উইকেটকে হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক মাঠকর্মী 'হায়দরাবাদ হাইওয়ে'র সঙ্গে তুলনা করলেন। সর্বশেষ আইপিএলে ছয়টি ম্যাচ হয়েছে এ মাঠে। এর মধ্যে চারটিতেই প্রথম ইনিংসে রান হয়েছে ২০০-এর বেশি। যে দুটি ম্যাচে ২০০-এর কম রান হয়েছে, সেগুলোতে তাড়া করতে নেমে হেসেখেলে জিতেছে সানরাইজার্স। মুম্বাইয়ের বিপক্ষে সানরাইজার্সের ৩ উইকেটে ২৭৭ রানও এই মাঠেই।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বড় স্কোরই হয়েছে এই মাঠে। ভারতের দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের মধ্যে একটিতে অস্ট্রেলিয়া ১৮৬ রান করেছে হেরেছে, অন্যটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হেরেছে ২০৭ রান করে।

আর বড় স্কোরের উইকেটে বাংলাদেশ স্বাগতিকদের চেয়ে কতোটা পিছিয়ে, তা প্রথম দুই ম্যাচেই দেখা গেছে। দুই ম্যাচের একটিতেও ১৫০ রান করতে পারেনি বাংলাদেশ। কেন পারছে না বাংলাদেশ, সেটার ব্যাখ্যা দিতে গিতে গতকাল বাংলাদেশ দলের ফিল্ডিং কোচ নিক পোথাস প্রথমে বললেন অভিজ্ঞতার ঘাটতির কথা, 'আমরা দারুণ প্রতিপক্ষের বিপক্ষে তাদেরই মাঠে খেলছি। দুই দলের পার্থক্য দেখলে বোঝা যাবে সব। টপ অর্ডারে দেখুন ইমন (পারভেজ হোসেন) মাত্র দুই ম্যাচ খেলেছে। হ্যাঁ, আমাদের দলে অভিজ্ঞরাও আছে।' পরে অবশ্য বলেছেন, 'আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যাটিং করতে পারিনি। অবশ্যই ১৭০-১৮০ রান করতে পারতাম। আমাদের আরও বেশি রান করা দরকার ছিল। দারুণ উইকেট ছিল। ভারতও অনেক ভালো বল করেছে। আমরাও ম্যাচের অনেক সময়ে অনেক সুযোগ নিতে পারিনি।'

তবে বাংলাদেশ দলকে শুধু এই সিরিজের পারফরম্যান্স দিয়ে বিচার করতে রাজি নন পোথাস, 'আমরা গতকাল এবং আজ কী ঘটেছে, তা মনে রাখি ভালোই; কিন্তু গত ১২ মাসে কী ঘটেছে, তা মনে করতে পারছি না। গত ১২ মাসে অনেক উন্নতি হয়েছে। ফলে সেটা মেনে নিন এবং কৃতিত্ব দিন।'

হতাশার এই ভারত সফর থেকে ইতিবাচক কিছুই খুঁজে নিতে চান পোথাস, 'এখানে অনেক কিছু শেখা হয়েছে আমাদের। শিক্ষাটা নিষ্ঠার সঙ্গে নিতে হবে। ভারতের মতো জায়গায় এসে আপনি যা শিখবেন, সেটাই আপনাকে সামনে এগিয়ে নেবে। কারণ, ভারত আপনাকে জানিয়ে দেবে আপনার কোথায় উন্নতি করতে হবে। ফলে সব সময় আপনাকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।'

এখন এই শিক্ষাসফরের শেষটা কেমন হয়, সেটা দেখার অপেক্ষা।

মাহমুদউল্লাহ নিজেও চাইবেন দারুণ কিছু করে এই সংস্করণকে বিদায় বলতে। ২০২১ সালে হারারেতে যেমন অপরাজিত ১৫০ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলেছিলেন।

### ৩৮ বছর ২৫১ দিন

৩৮ বছর ২৫১ দিন আজ বাংলাদেশের হয়ে শেষ টি-টোয়েন্টি খেলার দিন মাহমুদউল্লাহর বয়স। বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে টি-টোয়েন্টি খেলার রেকর্ডটা ২০২২ সালের জুলাই থেকেই তাঁর। তিন সংস্করণ মিলিয়ে বাংলাদেশের হয়ে মাহমুদউল্লাহর চেয়ে বেশি বয়সে ম্যাচ খেলেছেন শুধু সাবেক পেসার জাহাঙ্গীর শাহ বাদশা (৪০ বছর ২৮৩ দিন)।

# বোলিং নিয়েও এখন দুশ্চিন্তা বাংলাদেশের

**ক্রীড়া প্রতিবেদক**, *হায়দরাবাদ থেকে*

মেহেদী হাসান মিরাজ বল ফেলছেন। আর নীতিশ কুমার ছক্কা মারছেন। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের দুই দিন আগের সেই দৃশ্যটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সেও। বাংলাদেশ সিরিজেই অভিষেক হওয়া এই তরুণ এখন পর্যন্ত মিরাজের ১৩টি বল খেলেছেন। যার মধ্যে ডট বল ৪টি। বাকি ৯ বলের মধ্যে ছক্কা ৩টি, চার ১টি। তিন সংস্করণের ক্রিকেটে ম্যাচসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ স্পিনারকে মাত্র দুটি টি-টোয়েন্টি খেলা ক্রিকেটার এভাবে মারলেন! আর রিশাদ হোসেন? বাংলাদেশের হয়ে বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে রেকর্ড ১৪ উইকেট নেওয়া লেগ স্পিনারের ১২ বলে নীতিশের রান ২৫, ছক্কা ৩টি।

দুটি ম্যাচেই বাংলাদেশ দলের দুই মূল স্পিনারের বল যেভাবে ছক্কায় ওড়ালেন নীতিশ, তা দেখে অনেকে সাকিব আল হাসানের শূন্যতা অনুভব করতেই পারেন। ডানহাতি নীতিশের সামনে অভিজ্ঞ সাকিবের বাঁহাতি স্পিনটা হয়তো আরও কার্যকর মনে হতো। কিন্তু বাংলাদেশের এখন সাকিবকে ছাড়াই ভাবতে হবে। আর এই সিরিজে বাঁহাতি স্পিনার বলতে গেলে আছেন একমাত্র রাকিবুল হাসান। এশিয়ান গেমসে গত বছর দুটি ম্যাচ খেলা এই তরুণ এখনো জাতীয় দলের হয়ে কোনো ম্যাচ খেলেননি। কাল অবশ্য বাংলাদেশ দলের অনুশীলনে প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন রাকিবুলকেই। কে জানে, আজ হয়তো রাকিবুল টি-টোয়েন্টি ক্যাপটা পেয়ে যেতে পারেন।

দলে ফিরতে পারেন আরেক স্পিনার মেহেদী হাসানও। ভালো উইকেটে তাঁর অফ স্পিন বোলিংয়ের প্রশংসা শোনা যায়। মিরাজকে জায়গা দিতে গিয়ে প্রথম দুই ম্যাচে মেহেদীর একাদশে জায়গা হয়নি। যদিও প্রথম দুই ম্যাচ মিলিয়ে মিরাজ বোলিং করেছেন মাত্র ৪ ওভার। টিম ম্যানেজমেন্টের মিরাজ-ভাবনাটা অবশ্য অন্য রকম। কাল নিক পোথাস সংবাদ সম্মেলনে এসে জানালেন, 'আমরা মিরাজের মতো একজনকে পেয়ে দারুণ ভাগ্যবান। কারণ, সে ব্যাট করতে পারে টপ ও মিডল অর্ডার, দুই জায়গাতেই। বলও করতে পারে ভালো।'

পরে মিরাজকে নিয়ে পোথাস আরও বলেছেন, 'সে আমাদের অনেক বিকল্প দিচ্ছে। কারণ, তার ৩টি স্কিল রয়েছে, যা অনেক উঁচু মানের। যেহেতু সে সর্বশেষ বিশ্বকাপে ছিল না, আমরা এখন তাকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করে দেখব যে কেমন করে, কোন দায়িত্বটা তার জন্য আদর্শ। সেই দায়িত্বেই তাঁকে ভবিষ্যতে দেখা যাবে। আমরা অনেক ভাগ্যবান তার মতো একজনকে বিভিন্ন দায়িত্বে খেলাতে পারছি, বিভিন্ন কন্ডিশনে।'

গতকাল হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে অনুশীলনে মোস্তাফিজ। ছবি : বিসিবি

যদিও ব্যাটিং-সহায়ক কন্ডিশনে ধারাবাহিকভাবে জিততে হলে যেকোনো দলের অধিনায়ককে কমপক্ষে পাঁচ বিশেষজ্ঞ বোলারের ২০ ওভার নিয়ে মাঠে নামতে হয়। সাকিবের মতো অলরাউন্ডার দলে থাকলে ৬ বোলার নিয়েও দল সাজানো যায়। কিন্তু নাজমুলকে দিল্লির দ্বিতীয় ম্যাচে একটা পর্যায়ে বোলার শূন্যতায় ভুগতে দেখা গেছে। বাধ্য হয়ে মাহমুদউল্লাহকে দিয়ে ১ ওভার করাতে হয়েছে। স্পিনাররা ভালো না করায় আর ২০ ওভার শেষ করতেই যেন কষ্ট হচ্ছিল অধিনায়কের।

এর মধ্যেও বোলিং বিভাগে কিছুটা স্বস্তির খবর তাসকিন আহমেদের বোলিং। গোয়ালিয়রে যিনি ২.৫ ওভারে ৪৪ রান দিয়েছিলেন, সেই তাসকিনই ছোট্ট বাউন্ডারির দিল্লিতে ৪ ওভারে ১৬ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট। ২ উইকেট নেওয়া মোস্তাফিজুর রহমানও প্রথম ম্যাচের চেয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে ভালো বোলিং করেছেন। রান দিলেও সিরিজে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে দারুণ বোলিং করে ২ উইকেট নিয়েছেন তানজিম হাসান।

পেস বোলিং বিভাগের এই উন্নতিটা স্পিন বিভাগেও ছড়িয়ে পড়ুক, এটাই চায় বাংলাদেশ।

# কত দূর এগোল সার্চ কমিটি

**ক্রীড়া ফেডারেশনে সংস্কার**

**ক্রীড়া প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের লক্ষ্যে গত ৩০ আগস্ট ৫ সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করেছিল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এই কমিটিকে দুই মাসের মধ্যে তাদের প্রস্তাবনা দিতে বলা হয়েছে। ৪২ দিন পার হলেও সার্চ কমিটি এখনো কিছু দৃশ্যমান করেনি।

তবে প্রস্তাব তৈরির পথে অনেকটা এগিয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিটির এক সদস্য। গতকাল তিনি *প্রথম আলোকে* বলেছেন, 'আমরা এখন পর্যন্ত ২৪টি ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বসেছি গত বুধবার পর্যন্ত। ১৪-১৫টি ফেডারেশনে অ্যাডহক কমিটির খসড়া প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। প্রস্তাব আকারে এগুলো আগামী মঙ্গল-বুধবারের দিকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। মন্ত্রণালয় সংযোজন বা বিয়োজন প্রয়োজন মনে করলে তা করবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রজ্ঞাপন দিয়ে কমিটিগুলো ঘোষণা করবে।'

কমিটি সূত্রের দেওয়া তথ্য, যেসব ফেডারেশনে অ্যাডহক কমিটি মোটামুটি তৈরি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হকি, অ্যাথলেটিকস, কাবাডি, দাবা, টেনিস, বাস্কেটবল, স্কোয়াশ অ্যান্ড র‍্যাকেটস, ক্যারম, রোলার স্কেটিং, খো খো।

সার্চ কমিটিকে সরকারের তরফে বলে দেওয়া হয়েছিল, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ফেডারেশনের চেয়ার আঁকড়ে আছেন, এমন ব্যক্তিদের সরিয়ে নতুনদের আনতে। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এক পদে দুই মেয়াদের বেশি কেউ থাকতে পারবেন না বলেছেন। সার্চ কমিটি সেই নির্দেশনা অনুযায়ী অ্যাডহক কমিটি সাজাচ্ছে। যাঁরা অনেক দিন ধরে বিভিন্ন ফেডারেশনে আছেন, তাঁদের জায়গা হবে না এই কমিটিতে। বর্তমানে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে আছেন, এমন কেউই অ্যাডহক কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক পদে জায়গা পাবেন না। ফেডারেশনের বেশির ভাগ বর্তমান কর্মকর্তাই বাদ যাবেন। তাঁদের জায়গায় নতুন মুখ আসবে। কমিটির সভাপতি পদেও নাম প্রস্তাব করবে সার্চ কমিটি। অ্যাডহক কমিটির কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকবে না। শিগগিরই নির্বাচন করতে বলা হবে তাদের। এমনটাই জানিয়েছে সার্চ কমিটি সূত্র।

# পানিতে আটকাল আর্জেন্টিনা, জয়ের স্বস্তি ব্রাজিলের

**বিশ্বকাপ বাছাই**

**খেলা ডেস্ক**

হঠাৎ দেখে বর্ষায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কোনো ফুটবল ম্যাচের মতো মনে হয়েছে হয়তো কারও কারও। যদিও এটা সে রকম কোনো ম্যাচ ছিল না। ছিল না এমনকি সাধারণ কোনো প্রীতি ম্যাচও। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ম্যাচ ছিল সেটা, যেখানে মুখোমুখি হয়েছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ও ভেনেজুয়েলা। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচেই দেখা গেছে এমন দৃশ্য। মাঠজুড়ে থই থই পানি, আর তাতেই খেলতে নেমেছেন লিওনেল মেসিরা। শট নিলে বলের সঙ্গে উড়ছিল পানিও।

পানিময় সেই ম্যাচটা অবশ্য কোনো দলই জেতেনি, শেষ পর্যন্ত ড্র হয়েছে ১-১ গোলে। শুরুতে আর্জেন্টিনার হয়ে গোল করেন নিকোলাস ওতামেন্দি। পরে সেই গোল শোধ করেন ভেনেজুয়েলার সালোমন রোনডন।

একই দিন আর্জেন্টিনার মতো মাঠে নেমেছিল ব্রাজিলও। নাটক কম হয়নি সেই ম্যাচেও। ২ মিনিটের মধ্যে পিছিয়ে পড়ে চাপে থাকা ব্রাজিল। তবে শেষ মুহূর্তের গোলে চিলির বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জিতেই মাঠ ছাড়ে সেলেসাওরা। ব্রাজিলের গোল ২টি ইগর জেসাস ও লুইস হেনরিকের। চিলির একমাত্র গোলটা এদুয়ার্দো ভার্গাসের।

পরশু রাতে ভেনেজুয়েলার মাঠ মাতুরিনে বৃষ্টির কারণে পানি জমে যাওয়ায় খেলা শুরু হয় আধা ঘণ্টা পর। দেরিতে শুরু হওয়ার পরও মাঠটি একেবারেই খেলার উপযুক্ত ছিল না। ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসকে মেসি বলেছেন, 'খুব কঠিন ছিল (এ রকম মাঠে খেলা)। (এসব মাঠে) ম্যাচগুলো খুব কুৎসিত হয়ে যায়। আমরা টানা দুটি পাসও খেলতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে ডান প্রান্তে কিছুটা খেলতে পেরেছি। কিন্তু এভাবে খেলা খুব কঠিন।'

এমন মাঠে জয়ের জন্য খুব বেশি কিছু করার ছিল না বলেও মনে করেন চোট কাটিয়ে আর্জেন্টিনা দলে ফেরা মেসি, 'যা করতে চেয়েছি, মাঠের কারণে সম্ভব হয়নি। প্রস্তুতির বাইরে অন্যভাবে খেলতে হয়েছে। পেছনে খুব বেশি পাস খেলার ঝুঁকি নিইনি। পানির মধ্যে যেভাবে খেলা সম্ভব, আমরা সেভাবেই খেলেছি।'

মাঠের এমন পরিস্থিতিতে খেলা চালিয়ে নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনার লিওনেল স্কালোনিও, 'খেলার জন্য যেমন কন্ডিশন প্রয়োজন, এই ম্যাচে তা ছিল না। কিন্তু (ম্যাচ চালিয়ে নেওয়ার) সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন রেফারি।'

আর্জেন্টিনার এই আক্ষেপ-ক্ষোভের রাতে কোনোরকমে জিতেছে ব্রাজিল। চিলির সান্তিয়াগোতে স্বস্তির এই জয়ের পর সমর্থকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র, 'আপনি কিন্তু দ্রুত ফল পাবেন না। আমাদের দেশে কাজের আগে সাফল্য চাওয়া হয়। কিন্তু এটা বাস্তবে কখনোই সম্ভব নয়। আমি সবার কাছ থেকে ধৈর্য আশা করি।'

ড্রয়ের পরও ৯ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে বাছাইপর্বে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চারে ব্রাজিল। ৯ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে কলম্বিয়া দুইয়ে।

**একনজরে ফল**

**বিশ্বকাপ বাছাই : দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল**

| | | |
|---|---|---|
| ভেনেজুয়েলা | ১ : ১ | আর্জেন্টিনা |
| চিলি | ১ : ২ | ব্রাজিল |
| বলিভিয়া | ১ : ০ | কলম্বিয়া |
| ইকুয়েডর | ০ : ০ | প্যারাগুয়ে |

**উয়েফা নেশনস লিগ**

| | | |
|---|---|---|
| ইসরায়েল | ১ : ৪ | ফ্রান্স |
| ইতালি | ২ : ২ | বেলজিয়াম |
| ইংল্যান্ড | ১ : ২ | গ্রিস |
| নরওয়ে | ৩ : ০ | স্লোভেনিয়া |

ভেনেজুয়েলায় মেসিদের খেলতে হয়েছে এমন পানি থই থই মাঠে। ছবি : রয়টার্স

ব্রাজিলকে ২-১ ব্যবধানে জেতানো ম্যাচের জয়সূচক গোলটি করার পর হেনরিকের উচ্ছ্বাস। এএফপি

# মিরপুর টেস্টে নেই বাভুমা

**দক্ষিণ আফ্রিকার বাংলাদেশ সফর**

**খেলা ডেস্ক**

চোট পেয়েছিলেন আগেই। গতকাল জানা গেল, আবুধাবিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলার সময় পাওয়া চোটের কারণে বাংলাদেশ সফরের প্রথম টেস্টে ছিটকে গেছেন বাভুমা। মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে তাঁর জায়গায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দেবেন এইডেন মার্করাম। বাভুমা না থাকায় বাংলাদেশে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে, মিরপুরে সিরিজের প্রথম টেস্টে এমন কোনো খেলোয়াড় আর থাকল না দক্ষিণ আফ্রিকা দলে। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা জানিয়েছে, বাভুমা ঢাকায় আসার পর দক্ষিণ আফ্রিকার চিকিৎসক দলের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। তাঁর অবস্থার উন্নতি হলে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন। বাংলাদেশের বিপক্ষে মিরপুরে প্রথম টেস্টটি শুরু হবে ২১ অক্টোবর। ২৯ অক্টোবর দ্বিতীয় টেস্ট শুরু চট্টগ্রামে। বাভুমার জায়গায় প্রথম টেস্টের দলে নেওয়া হয়েছে ডেভাল্ড ব্রেভিসকে।

# এবার নির্বাচক আলিম দার

**খেলা ডেস্ক**

ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে দুই টেস্টের সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন মোহাম্মদ ইউসুফ। ইংল্যান্ডের কাছে গতকাল প্রথম টেস্ট হারার দিনে নির্বাচক কমিটিতে আরেক দফায় পরিবর্তন এনেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এবার নির্বাচক কমিটিতে সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। আসাদ শফিক ও হাসান চিমার সঙ্গে নির্বাচক কমিটিতে যুক্ত করা জয়েছে সাবেক আম্পায়ার আলিম দার, সাবেক ফাস্ট বোলার আকিব জাভেদ ও সাবেক ব্যাটসম্যান আজহার আলীকে।

## ছোট পর্দায় আজ

| | |
|---|---|
| **৩য় টি-টোয়েন্টি** | *টি স্পোর্টস, স্পোর্টস ১৮-১* |
| **বাংলাদেশ-ভারত** | সন্ধ্যা ৭-৩০ মি. |
| **নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ** | *নাগরিক টিভি, স্টার স্পোর্টস ১* |
| **নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা** | বিকেল ৪টা |
| **বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা** | রাত ৮টা |
| **টেনিস : সাংহাই মাস্টার্স** | *সনি স্পোর্টস টেন ৫* |
| **সেমিফাইনাল** | দুপুর ২-৩০ মি. |
| **উয়েফা নেশনস লিগ** | *সনি স্পোর্টস টেন ২* |
| **লিথুয়ানিয়া-কসোভো** | সন্ধ্যা ৭টা |
| **ক্রোয়েশিয়া-স্কটল্যান্ড** | রাত ১০টা |
| **পোল্যান্ড-পর্তুগাল** | রাত ১২-৪৫ মি. |
| **উয়েফা নেশনস লিগ** | *রাত ১২-৪৫ মি.* |
| **স্পেন-ডেনমার্ক** | সনি স্পোর্টস টেন ১ |
| **সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড** | সনি স্পোর্টস টেন ৫ |
| **বেলারুশ-উত্তর আয়ারল্যান্ড** | সনি স্পোর্টস টেন ৩ |

# এমন হার শুধু পাকিস্তানেরই

**মুলতান টেস্ট**

**খেলা ডেস্ক**

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের তিন দিন আগের পোস্টটা কি পাকিস্তান দলের কারও নজরে এসেছিল? সেই পোস্ট চোখে পড়ুক কিংবা না পড়ুক, অশ্বিনের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেলাতেই বোধ হয় দ্বিতীয় ইনিংসে এতটা বাজে ব্যাটিং করেছেন বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানরা।

'মহাসড়ক' নামে ট্রল হতে থাকা মুলতান টেস্টের ব্যাটিংবান্ধব পিচে তৃতীয় দিন শেষে মাত্র ১৩ উইকেট পড়েছে, ম্যাচের দুটি ইনিংসও তখন শেষ হয়নি। তা দেখে অশ্বিন লিখেছিলেন, 'এখন এই টেস্টে বিজয়ী দেখার একমাত্র উপায় (ম্যাচের) তৃতীয় ইনিংসে বাজে ব্যাটিং করা।' ম্যাচের তৃতীয় ইনিংস মানে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস। এই শতাব্দীতে টেস্টের এক ইনিংসে ইংল্যান্ডের রেকর্ড সংগ্রহের পর পরশু আক্ষরিক অর্থেই বাজে ব্যাটিং করেছে পাকিস্তান। ৮২ রান করতেই ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে।

পাকিস্তানকে হারিয়ে ইংল্যান্ডের উদ্‌যাপন। এএফপি

হ্যারি ব্রুক আর জো রুটে মহাকাব্যিক জুটিতে প্রথম ইনিংসে ২৬৭ রানের লিড নেওয়া ইংল্যান্ড তখন থেকেই জয়ের সুবাস পেতে শুরু করেছিল। গতকাল টেস্টের শেষ দিনে বাকি কাজ সারতে ইংলিশ বোলারদের লেগেছে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। আরও স্পষ্ট করে বললে এই সময় লেগেছে জ্যাক লিচের। ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বাকি উইকেটগুলো যে লিচ কাল একাই নিয়েছেন। এতেই পাকিস্তানের ইনিংস ও ৪৭ রানের হার নিশ্চিত হয়েছে, যাতে দলটি গড়েছে বিব্রতকর এক বিশ্ব রেকর্ডও। টেস্টের ১৪৭ বছরের ইতিহাসে পাকিস্তানই প্রথম দল, যারা প্রথম ইনিংসে ৫০০-এর বেশি রান তুলেও ইনিংস ব্যবধানে হেরেছে।

অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে থাকায় আবরার আহমেদ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করবেন না, তা জানাই ছিল। ফলে জয়ের জন্য ইংল্যান্ডকে কাল নিতে হতো ৩ উইকেট। প্রথমে আগা সালমানকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন লিচ। এতে ভাঙে জামালের সঙ্গে সালমানের ১০৯ রানের জুটি। এরপর দুই টেলএন্ডার শাহিন আফ্রিদি আর নাসিম শাহকেও আউট করেন লিচ।

ম্যাককালাম কোচ হওয়ার পর প্রতিপক্ষ দল তিনবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসে ৫০০-এর বেশি রান করেছে, প্রতিবারই জিতেছে ইংলিশরা। পাকিস্তানকে কাল 'বাজবল' মানসিকতায় হারানোর পর ইংল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ওলি পোপ বলেছেন, 'ওরা যদি (দ্বিতীয় ইনিংসে) ৪০০ রানও করত, তবু আমরা ছোট্ট একটি রান তাড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতাম।' অধিনায়ক হিসেবে এ নিয়ে নিজের প্রথম ৬ টেস্টেই হারা শান মাসুদ পুরোনো কথাগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন, 'হারের দায় নিজেদের কাঁধে নিচ্ছি। দল হিসেবে এবং ক্রিকেট খেলুড়ে জাতি হিসেবে আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক করতে হবে।'

মাসুদের পাকিস্তানকে সবকিছু ঠিকঠাক করার কাজটা শিগগিরই করতে হবে। মঙ্গলবার মুলতানেই শুরু হতে যাচ্ছে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

**সংক্ষিপ্ত। স্কোর**

**পাকিস্তান :** ৫৫৬ ও ৫৪.৫ ওভারে ২২০ (সালমান ৬৩, জামাল ৫৫*; লিচ ৪/৩০, অ্যাটকিনসন ২/৪৬, কার্স ২/৬৬)
**ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস :** ১৫০ ওভারে ৮২৩/৭ (ডি.) (ব্রুক ৩১৭, রুট ২৬২; আইয়ুব ২/১০১)
**ফল :** ইংল্যান্ড ইনিংস ও ৪৭ রানে জয়ী।
**ম্যান অব দ্য ম্যাচ :** হ্যারি ব্রুক (ইংল্যান্ড)।
**ফল :** ৩ ম্যাচের সিরিজে ইংল্যান্ড ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

টেস্ট ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে প্রথম ইনিংসে ৫০০+ রান করার পরও ইনিংস ব্যবধানে হারল পাকিস্তান।

এক ইনিংসে ৫০০+ রান করে ম্যাচ হেরে যাওয়ার এটি ১৯তম ঘটনা। পাঁচবার এমন হারের শিকার হয়ে সবার ওপরে পাকিস্তান।

ঢাকার সড়ক

# একটু পরপর গর্ত, খানাখন্দ

**ঢাকা দক্ষিণ সিটি**

দক্ষিণ সিটির প্রকৌশল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ৩০ শতাংশ সড়কে গর্ত-খানাখন্দ তৈরি হয়েছে।

**মোহাম্মদ মোস্তফা**, *ঢাকা*

পুরান ঢাকার জুরাইন রেলগেট থেকে দয়াগঞ্জ মোড় পর্যন্ত সড়কের দৈর্ঘ্য আড়াই কিলোমিটারের কিছুটা বেশি। গেন্ডারিয়া নতুন রাস্তা হিসেবে পরিচিত এ সড়কের প্রায় পুরোটাই উঁচু-নিচু। কোথাও বড় গর্ত, কোথাও পিচ উঠে গেছে, কোথাও দেবে গেছে। দুই বছর ধরে এ অবস্থা। শুষ্ক মৌসুমে এই সড়কে কেউ রিকশা বা লেগুনায় চলাচল করলে ঝাঁকুনিতে শরীর ব্যথা হয়ে যায়। আর বৃষ্টির সময় আতঙ্কে থাকতে হয়, এই বুঝি গাড়ি উল্টে গেল!

গত মঙ্গলবার বিকেলে সামান্য বৃষ্টিতেই গেন্ডারিয়া নতুন রাস্তার কিছু অংশ ডুবে যায়। সড়কের যে অংশে পানি জমেনি, সে অংশ প্রায় এক ফুট গভীর কাদা জমে যায়। রিকশাচালকদের বেশির ভাগই ওই কাদাপথে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। পানি-কাদার মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে যাত্রী পরিবহন করছিল লেগুনা। সড়কের কিছু অংশ হয়ে রিকশা চলারও কোনো উপায় নেই।

জুরাইন রেলগেট থেকে মঙ্গলবার বিকেলে কোনোরকমে ওই পথটুকু লেগুনায় করে পার হন বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী মো. জাকারিয়া। তাঁর সঙ্গে কথা হয় দয়াগঞ্জ মোড়ে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, জুরাইন-দয়াগঞ্জের মানুষ কীভাবে যে এই সড়কে চলাচল করে, তা অন্য এলাকার লোকজন বুঝবে না!

গেন্ডারিয়া নতুন রাস্তার মতো ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন বেশ কিছু সড়ক চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। করপোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের তথ্য বলছে, দক্ষিণ সিটির আওতাধীন এলাকায় ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটারের বেশি সড়ক রয়েছে। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ সড়কের কোথাও গর্ত, কোথাও খানাখন্দ তৈরি হয়েছে। এসব সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে মানুষের সমস্যা হচ্ছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কাজী মো. বোরহান উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, বিভিন্ন এলাকার সড়ক সংস্কারে কাজ শুরু হয়েছে। তবে বৃষ্টির কারণে কাজের গতি বাড়ানো যাচ্ছে না। আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ভাঙা সড়ক সংস্কারে পুরোদমে কাজ শুরু হবে।

**সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ীর সড়ক বেশি খারাপ**

ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রকৌশল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী এলাকার সড়কের অবস্থা এখন বেহাল। এর মধ্যে টিকাটুলীর মোড় থেকে যাত্রাবাড়ী মোড় পর্যন্ত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উড়ালসড়কের নিচের অংশের অবস্থা খুব খারাপ। সেখানে সড়কে একটু পরপর বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে গাড়ি চলতে না পারায় যানজট লেগেই থাকছে।

খানাখন্দে ভরা সড়কে ঘটছে দুর্ঘটনা। গত মঙ্গলবার গেন্ডারিয়া নতুন সড়কে। ছবি : দীপু মালাকার

টিকাটুলীর মোড় থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত হাটখোলা সড়কে পণ্য নিয়ে সপ্তাহে অন্তত তিনবার যাতায়াত করেন পিকআপ ভ্যানের (ছোট ট্রাক) চালক আবদুল কাদের। এ সড়কের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ সড়কে চলতে হয়। ভাঙা সড়কে চলতে গিয়ে পিকআপের অবস্থাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

এ ছাড়া দয়াগঞ্জ রেলসেতুর নিচের সড়ক, যাত্রাবাড়ীর মীরহাজীরবাগ এলাকা ও দোলাইরপাড় থেকে যাত্রাবাড়ী মোড় পর্যন্ত সড়কও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসব সড়কে বিভিন্ন সেবা সংস্থার খোঁড়াখুঁড়ি ও বৃষ্টির পানি জমে থাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একই অবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের পেছনের সড়কেরও। এই সড়ক কাটা হয়েছে পানিনিষ্কাশনের জন্য পাইপ বসানোর জন্য। কয়েক মাস ধরে এ কাজ চলায় মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে।

সিটি করপোরেশনের প্রকৌশলীরা বলছেন, মতিঝিলের অভিসার সিনেমা হল-সংলগ্ন পদচারী-সেতুর নিচের সড়ক এবারের বৃষ্টিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ লাইনের জন্য এ সড়ক কাটতে হয়েছে।

বৃষ্টিতে খানাখন্দ তৈরি হয়েছে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালের আশপাশের সব সড়কে। একই অবস্থা ডেমরার বর্ণমালা স্কুল রোডেরও। এ ছাড়া ধলপুর আউটফল স্টাফ কোয়ার্টারের পশ্চিম পাশের সড়ক, বাসাবো-মাদারটেক প্রধান সড়ক, হাতিরপুল বাজারের সামনের সড়ক, মগবাজার থেকে মালিবাগের দিকে যাওয়ার প্রধান সড়ক, মুগদা হাসপাতালের সামনের সড়ক ও বাসাবো-মাদারটেক প্রধান সড়কে ছোট-বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।

সড়কের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন বলে জানান ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রশাসক নজরুল ইসলাম খান। তিনি গতকাল শুক্রবার রাতে মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, করপোরেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে দ্রুত সড়কের সংস্কারকাজ শুরু করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

**সড়ক সংস্কার হয় না দীর্ঘদিন**

জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য বংশাল থেকে তাঁতীবাজার মোড় হয়ে বাবুবাজার ব্রিজ পর্যন্ত সড়কের এক পাশ কেটে পাইপ বসাচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি। নর্থ-সাউথ রোড নামে পরিচিত এ সড়কে পাইপ বসানোর কাজটি গত দেড় বছরেও শেষ করা যায়নি। গুলিস্তান থেকে সদরঘাটমুখী মানুষকে এই পথ হয়েই চলাচল করতে হয়। আবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সদরঘাট হয়ে রাজধানীতে আসা মানুষ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় যেতে বংশালের এ সড়ক ব্যবহার করেন। পদ্মা সেতু দিয়ে বাবুবাজার হয়ে অনেকে ঢাকায় আসেন এ সড়কপথেই।

পুরান ঢাকার অন্যতম ব্যস্ত এ সড়ক দীর্ঘদিন ধরে কেটে ফেলে রাখায় দিনের বেশির ভাগ সময় যানজট হচ্ছে। রাতেও যানজট থাকছে।

নগর-পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সভাপতি অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকার যেসব সড়কে খানাখন্দ, সেসব সড়ক জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারে সিটি করপোরেশনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। একই সঙ্গে সংস্কারকাজ যেন দায়সারাভাবে না হয়, সেদিকে সিটি করপোরেশকে খেয়াল রাখতে হবে।

# সড়কে খোঁড়াখুঁড়ি, মানুষের দুর্ভোগ

**ঢাকা উত্তর সিটি**

**ড্রিঞ্জা চাম্বুগং**, *ঢাকা*

জুলাইয়ের শুরুর দিকে রাজধানীর মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া মসজিদ সড়কের সংস্কারকাজ শুরু করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। এর পর থেকে তিন মাস এ সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এর কারণ সড়কের কিছু জায়গা কাটা হয়েছে। আবার কিছু অংশে ফেলে রাখা হয়েছে নালা নির্মাণের জন্য আনা কংক্রিটের পাইপ। পরিস্থিতি এমন যে এখন হাঁটাও কঠিন হয়ে পড়েছে এ সড়কে।

এ সড়কের পাশের একটি খাবার হোটেলের মালিক ফরিদ উদ্দিনের সঙ্গে কথা হয় গত মঙ্গলবার। তিনি বলেন, আন্দোলন (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন) শুরুর পর সড়ক সংস্কারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ঠিকাদারের লোকজন আর আসছেন না। তাঁদের খননযন্ত্রটিও (এক্সকাভেটর) পড়ে আছে। মানুষের চলাচলে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আবার বৃষ্টি হলে এ সড়কে জলাবদ্ধতা হয়। কোথাও কোথাও হাঁটুপানি জমে।

কাজীপাড়া মসজিদ সড়ক প্রায় ৮০০ মিটার দীর্ঘ। এ সড়ক দিয়ে কাজীপাড়া থেকে মিরপুর ৬০ ফুট এলাকায় যেতে হয়। প্রতিদিন হাজারো মানুষকে ভোগান্তি নিয়ে এ সড়ক পার হতে হয়।

কাজীপাড়ার ওই সড়কই নয়, ঢাকা উত্তর সিটির আওতাধীন অনেক এলাকার সড়ক খোঁড়াখুঁড়ি-কাটাকাটি কিংবা খানাখন্দের কারণে এখন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কোথাও সড়ক সংস্কারের কাজ করছে খোদ সিটি করপোরেশন। কোথাও আবার ঢাকা ওয়াসার পানির সরবরাহের সংযোগ স্থাপন ও অন্যান্য সেবা সংস্থার উন্নয়নকাজের জন্য সড়ক কেটে রাখা হয়েছে। আবার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক এলাকার সড়কের পিচ উঠে খানাখন্দ তৈরি হয়েছে।

ঢাকা উত্তর সিটি এলাকায় সড়ক রয়েছে প্রায় ১ হাজার ৩৪০ কিলোমিটার। এর মধ্যে প্রধান সড়ক ১৯০ কিলোমিটার, সংযোগ সড়ক (সেকেন্ডারি রোড) প্রায় ৩৪৫ কিলোমিটার ও অলিগলির সড়ক প্রায় ৮০৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে সিটি করপোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের হিসাবে ১৫০ কিলোমিটারের বেশি সড়কের সংস্কার বা মেরামত এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

ঢাকা উত্তর সিটির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) ফারুক হাসান মো. আল মাসুদ বলেন, যেসব সড়কে ছোটখাটো গর্ত হয়েছে, সেগুলো মেরামত করা হচ্ছে। যেসব সড়ক বিভিন্ন সংস্থা কাটছে, তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর তা মেরামত করা হবে।

**বছরজুড়ে কাটাকাটি-খোঁড়াখুঁড়ি**

মোহাম্মদপুর এলাকার বেশির ভাগ সড়কে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হয় এ বছরের শুরুতে। সেখানকার বিভিন্ন সড়কের নিচ দিয়ে নালা নির্মাণের জন্য পাইপ বসাচ্ছে সিটি করপোরেশন। আবার কিছু সড়কে ঢাকা ওয়াসা পানির পাইপ বসাচ্ছে। আবার কিছু সড়ক কাটা হয়েছে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের লাইন বসাতে। ফলে পুরো মোহাম্মদপুর এলাকার বেশির ভাগ সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে মানুষ।

রাজধানীর মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া মসজিদ সড়কের বর্তমান অবস্থা। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

গত মঙ্গল ও বুধবার মোহাম্মদপুর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, আসাদ গেট থেকে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ পর্যন্ত সড়কের এক পাশে প্রায় দুই ফুট চওড়া করে কাটা। কাটা অংশ দেবে গিয়ে মূল রাস্তা থেকে নিচু হয়ে গেছে। আসাদ গেট থেকে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার সড়ক আসাদ অ্যাভিনিউর চিত্রও একই। এ ছাড়া কাটাসুর, শের-শাহ সুরি রোড, তাজমহল রোড, বাঁশবাড়ি রোড, রাজিয়া সুলতানা রোড ও নুরজাহান রোডের সংযোগ সড়কগুলোর (বাইলেন) কোথাও এক পাশে, আবার কোথাও কিছু দূর পরপর আড়াআড়ি করে কেটে রাখা হয়েছে।

মোহাম্মদপুরে নবোদয় ও মোহাম্মদিয়া হাউজিং লিমিটেডের প্রধান রাস্তা, রিং রোড, ইকবাল রোড, আওরঙ্গজেব রোড, গজনবী রোড, শাহজাহান রোড, হাজি চিনু মিয়া রোড, জান্নাতবাগ, বাবর রোড, মাদ্রাসা রোডেও চলছে খোঁড়াখুঁড়ি।

**চলাচল অনুপযোগী ৬০ ফুট সড়ক**

আগারগাঁও থেকে পীরেরবাগ হয়ে মিরপুর-২ পর্যন্ত ৬০ ফুট সড়কের (কামাল সরণি) তিন কিলোমিটার অংশ এখন যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর পীরেরবাগ এলাকায়। সেখানকার সড়কে কিছু দূর পরপর ছোট-বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো অংশে সড়ক দেবে গেছে। মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা উত্তর সিটির কর্মীরা ওই সড়কের গর্ত ভরাটের জন্য পরিত্যক্ত ইটের টুকরা (রাবিশ) ফেলছিলেন।

পীরেরবাগের বাসিন্দা আকমল হোসেন বলেন, সড়কের অবস্থা এমন যে রিকশায় উঠলেও উল্টে যাওয়ার ভয় করে। এ সড়ক অটোরিকশা-রিকশায় পার হওয়ার সময় কোমর ব্যথা হয়ে যায়। আবার সড়ক ভাঙাচোরা হওয়ায় যানজট হচ্ছে।

**আরও যেসব সড়ক বেহাল**

গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে শ্যামলীর দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ও মিরপুর সড়কের অবস্থাও খারাপ। সড়কের পিচঢালাই বিভিন্ন জায়গায় উঠে গেছে। দেবে গিয়ে কিছু অংশ উঁচু-নিচু হয়ে আছে। অনেক দিন ধরেই সড়কের এ অবস্থা বলে জানান বাসচালকেরা।

উত্তর সিটির প্রকৌশলীরা বলছেন, এ সড়কে বড় ধরনের সংস্কারকাজ করতে হবে। নিয়মিত ব্যবস্থাপনায় সড়ক মেরামত করলে তা টেকসই হবে না।

এদিকে ঢাকা উত্তর সিটিতে নতুন যুক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে রাজধানীর উত্তরখান ও দক্ষিণখান এলাকার সড়কগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। উন্নয়নকাজের কারণে সড়ক খুঁড়ে দীর্ঘদিন ফেলে রাখায় বৃষ্টি ও নালার পানিতে চরম ভোগান্তিতে রয়েছেন ওই দুই এলাকার সাতটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ঢাকা উত্তর সিটির প্রকৌশল বিভাগের হিসাবেই ওই সব এলাকার ৯০ শতাংশ সড়ক এখন চলাচলের অনুপযোগী।

এমন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে গতকাল শুক্রবার সকালে দক্ষিণখান বাজারে মানববন্ধন করেন বাসিন্দারা। 'দক্ষিণখান-উত্তরখান সচেতন নাগরিক কমিটি' আয়োজিত ওই মানববন্ধন থেকে দ্রুত সড়কের কাজ শেষ করে চলাচলের উপযোগী করে দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

» বিক্ষুব্ধ উত্তর ও দক্ষিণখানের মানুষ পৃষ্ঠা ৭

# সৎভাই নোয়েল টাটা হচ্ছেন রতন টাটার উত্তরাধিকারী

**পিটিআই**, *মুম্বাই*

নোয়েল টাটা

টাটা ট্রাস্টের পরবর্তী চেয়ারম্যান হচ্ছেন সদ্য প্রয়াত ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি রতন টাটার সৎভাই নোয়েল টাটা। এই ট্রাস্টের পরিচালনা পর্ষদ ৬৭ বছর বয়সী নোয়েলকে এই পদের জন্য বেছে নিয়েছে। মানবহিতৈষী এই ট্রাস্টের মাধ্যমেই টাটা সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়।

এত দিন রতন টাটার ছায়া হয়ে কাজ করে আসা নোয়েল এখন থেকে টাটা ট্রাস্টের নেতৃত্ব দেবেন। টাটা গ্রুপ অব কোম্পানিজের হোল্ডিং প্রতিষ্ঠান টাটা সন্সের ৬৬ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত হয় টাটা ট্রাস্টের মাধ্যমে।

৮৬ বছর বয়সে গত বুধবার মারা যান রতন টাটা। তাঁর উত্তরাধিকারী বেছে নিতে গতকাল শুক্রবার টাটা ট্রাস্টগুলোর বোর্ড সভা হয়। সেখানেই নোয়েল টাটাকে বেছে নেওয়া হয়।

১৯৯৯ সাল থেকে টাটা গ্রুপের সঙ্গে কাজ করছেন নোয়েল। তিনি ফ্যাশন ব্র্যান্ড জুডিও ও অনলাইন শপিং সাইট ওয়েস্টসাইড পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান টাটা ট্রেন্টের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছেন। একই সঙ্গে তিনি ভোল্টাস ও টাটা ইন্টারন্যাশনালেরও চেয়ারম্যান।

টাটা গ্রুপের সব বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় টাটা সন্সের মাধ্যমে। গত বছর তাদের রাজস্ব দাঁড়ায় ১৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রতন টাটার মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠেছিল—টাটা সামাজ্যের উত্তরাধিকারী কে হবেন। কারণ, রতন টাটা বিয়ে করেননি। বিয়ে করেননি তাঁর আপন ভাই জিমি টাটাও। তাঁরা নাভাল টাটা ও সুনি কমিসারিয়াতের সন্তান।

রতন টাটার বয়স যখন মাত্র ১০ বছর, তখন তাঁর মা-বাবার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। বলা হয়ে থাকে, মা-বাবার অসুখী জীবন দেখেই দুই ভাইয়ের কেউই আর বিয়ে পথে হাঁটেননি।

টাটা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত পারসি ধর্মের অনুসারী জামশেদজি টাটা। ১৮৭০-এর দশকে একটি কাপড়ের কারখানা স্থাপন করে তিনি শিল্পপতি হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী হীরাবাই ডাবুর এক মেয়ে ও দুই ছেলে ছিল। বড় মেয়ে ছিলেন ধুনবাই টাটা। বড় ছেলে দোবারজি টাটা ছিলেন টাটা গ্রুপের দ্বিতীয় চেয়ারম্যান। শিল্পপতি হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না।

জামশেদজি টাটার দ্বিতীয় ছেলে রতনজি টাটা। লোকহিতৈষী হিসেবে খ্যাতি পাওয়া রতনজির স্ত্রী ছিলেন নাভাজবাই টাটা। তাঁদেরও কোনো সন্তান ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সম্প্রসারিত টাটা পরিবারের শিশু নাভালকে দত্তক নেন। এই নাভাল পরে টাটা গ্রুপের বেশ কয়েকটি কোম্পানির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সুনি কমিসারিয়াতের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নাভাল টাটা আবার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর চেয়ে ২৬ বছরের ছোট ফরাসিভাষী সুইস নারী সিমোন ডুনেয়ারকে ১৯৫৫ সালে বিয়ে করে তিনি। তাঁদের একমাত্র ছেলে নোয়েল টাটার জন্ম ১৯৫৭ সালে।

পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের ১০০টি দেশে এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কার্যক্রম রয়েছে। জ্বালানি, গাড়ি, প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতে তাদের ব্যবসা রয়েছে। বিশ্বজুড়ে টাটা কোম্পানিগুলোয় কাজ করেন আট লাখ কর্মী। বিশাল এই ব্যবসায়ী সাম্রাজ্য পরিচালনা করার দায়িত্ব পড়ল নতুন নেতৃত্বের হাতে।

বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস আজ

বিশ্বের সবচেয়ে বিরল পরিযায়ী চামচঠুঁটো বাটানের দেখা মেলে সোনাদিয়া দ্বীপে। ছবি : সায়েম চৌধুরী

# চেনা পথের অচেনা পরিযায়ীরা

**সীমান্ত দীপু**, *বন্য প্রাণী গবেষক*

গত বুধবার আচমকা এক খবর শুনলাম ইন্দোনেশিয়ার বোগর শহরে গিয়ে। ব্রিটিশ পাখি-গবেষক বন্ধু ড. বারেন্ড ভান জিমারডেন জানালেন, 'বাতাসি' প্রজাতির এক পাখির পরিযায়ন রহস্যের তথ্য পেয়েছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে পাখিটির পরিযায়ন নিয়ে কথা চলল অনেকক্ষণ। বাতাসি যাকে ইংরেজিতে আমরা চিনি সুইফট নামে, এ রকম একটি পাখি চীন থেকে চলে গেছে নামিবিয়ায়। তিন মাসের মধ্যে আবার পাখিটি ফিরে এসেছে চীনের একটি শহরে। এ সময় পাখিটি প্রায় ১৬ হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করেছে এবং একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করেছে। একেবারেই অচেনা এই পাখির পরিযায়ন পথের এই সন্ধান সত্যিই বিরল ঘটনা। ড. বারেন্ডের গবেষণায় আরও উঠে এসেছে দুনিয়াব্যাপী পরিযায়ী পাখির পথের বর্তমান অবস্থা ও দিন দিন সংকুচিত হওয়ার তথ্য।

গত আগস্ট মাসে পৃথিবীর সবচেয়ে বিরল পরিযায়ী পাখি চামচঠুঁটো বাটানের ওপর এক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, প্রজাতিটি প্রতিবছর গড়ে পাঁচ ভাগ কমে যাচ্ছে। গোটা পৃথিবীতে এই প্রজাতির প্রজনন পাখির সংখ্যা মাত্র ৪৯০। আর তা এখন নেমে এসেছে ৪৪৩টিতে। বিশ্বের বড় বড় গবেষকই এই পাখি নিয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পরও সংখ্যা হ্রাসের হার ঠেকানো যাচ্ছে না। মাত্র ৩০ গ্রাম এই ওজনের পাখিটি প্রজনন করে রাশিয়ার কামচাটকা আর চুটকটা অঞ্চলে। শীতে পাখিটি দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করে বাংলাদেশ সীমানায় (সোনাদিয়া) আসে। গত ১০ বছর আগেও এই দ্বীপে গড়ে ৩০টি চামচঠুঁটো বাটানের দেখা মিলত। এখন এই সংখ্যা নেমে এসেছে ৩-এ।

রাশিয়ার আমুর অঞ্চলের নামে একটি শিকারি পাখি আছে। পাখিটির নাম আমুর শাহিন বা আমুর ফ্যালকন। রাশিয়ার এই অঞ্চলে প্রজননকাল শেষ করে বের হয় খাবারের খোঁজে। এই সময় তারা আরব সাগরের মতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়। এ সময় হাজার হাজার আমুর ফ্যালকন একসঙ্গে পরিভ্রমণ করে। মূলত এরা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যায় এবং পুরো শীত মৌসুমটা কাটায়। এই পরিবারের যেকোনো প্রজাতির ফ্যালকনের চেয়ে এই পাখির পরিযায়ন মনে দাগ কাটে। এই প্রজাতির পাখি শীতে বাংলাদেশ, ভারত আর নেপালেও দেখা যায়। আমাদের দেশে এই প্রজাতির পাখির অবস্থান ক্ষণস্থায়ী হয়। পরিযায়নের সময় এরা এখানে শুধু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কিছু সময় কাটায়।

পরিযায়ী পাখিরা এভাবে ছুটছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। পরিযায়ী পাখির বিভিন্ন ভ্রমণ পথ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। পাখিরা কোন পথে পরিভ্রমণ করে, তা আমাদেরও জানা। গোটা পৃথিবীতে মোট ৯টি পরিযায়ন পথ ব্যবহার করে পাখিরা ভ্রমণ করে। আমাদের দেশেও আসে দুটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে। এর একটি হলো ইস্ট এশিয়ান অস্ট্রেলেশিয়ান ফ্লাইওয়ে আর অন্যটি হলো সেন্ট্রাল এশিয়ান ফ্লাইওয়ে।

বাংলাদেশে ৭২৮টি প্রজাতির পাখির মধ্যে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা প্রায় ৩০০। এই প্রজাতিগুলোর বেশির ভাগই দেখা যায় শীতকালে। গত ৩০ বছরের পাখির শুমারি তথ্য আমাদের হাতে আছে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে পরিযায়ী পাখির হার কমেছে বিভিন্ন অঞ্চলে। পাখি-গবেষক বন্ধু সায়েম চৌধুরীর এক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গোটা উপকূলীয় এলাকায় সৈকত পাখির সংখ্যা সর্বোচ্চ হতে পারে ১ লাখ ৭০ হাজার। আর প্রতিবছর আমরা হাওর অঞ্চলে পাখিশুমারি করি। এর ফলাফল থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন জাতের হাঁস প্রজাতির প্রায় দুই লাখ পাখি আসে। এ দেশে ৩২টি অঞ্চল পরিযায়ী পাখির গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের প্রায় সব কটিতেই পাখির সংখ্যা কমেছে গত তিন যুগে।

আমাদের দেশের পরিযায়ী হয়ে আসা বেশির ভাগ জলজ পাখিই পোকাখেকো ও তৃণভোজী। অচেনা এই পরিযায়ীদের সুরক্ষায় খুব বেশি উদ্যোগ চোখে পড়ে না। আজ বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস। আমরা যদি পরিযায়ীদের আবাসস্থল সুরক্ষা করি, তাহলে পাখিগুলো তাদের ভালো খাবার পাবে। এ ক্ষেত্রে পাখি সুরক্ষায় বিশ্বব্যাপী আমরা অবদান রাখতে পারব। এ বছর পরিযায়ী পাখি দিবসের প্রতিপাদ্য প্রটেক্ট ইনসেক্ট, প্রটেক্ট বার্ড। প্রতিবছর যদি পাখির একটি আবাসস্থলেরও সুরক্ষায় আমরা এগিয়ে আসি, তাহলে পরিযায়ীরা সুরক্ষা পাবে।

# মহাষ্টমীতে কুমারীপূজা, আজ মহানবমী

**শারদীয় দুর্গোৎসব**

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ পূজামণ্ডপে এই পূজা করা হয়। কুমারীপূজা ঘিরে সকাল থেকেই মঠপ্রাঙ্গণ ছিল ভক্ত ও অনুসারীদের আগমনে মুখর। এদিন সকাল ৬টা ১০ মিনিটে মহাষ্টমী পূজা শুরু হয়। পরে সকাল ১০টায় পুষ্পাঞ্জলি দেন ভক্তরা।

হিন্দুশাস্ত্রমতে অগ্নি, জল, বস্ত্র, পুষ্প ও বাতাস—এই পাঁচ উপকরণে দেওয়া হয় 'কুমারীপূজা'। গতকাল কুমারীপূজা চলে প্রায় এক ঘণ্টা। এর আগে কুমারীকে নতুন লাল শাড়ি, গয়না, পায়ে আলতা ও ফুলের মালায় দেবীরূপে সাজিয়ে মণ্ডপে আনা হয়। পদ্মফুল হাতে দেবী পূজার আসনে বসার পর মন্ত্রপাঠে শুরু হয় পূজা। শেষে দেবী মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পরে হয় প্রসাদ বিতরণ।

কুমারীপূজার সময় পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের ফাঁকে ফাঁকে বাজানো হয় ঢাকঢোলের বাদ্য, কাঁসরঘণ্টা ও শঙ্খ। এ সময় ভক্তরা উলুধ্বনি দেন এবং জয়ধ্বনি দিয়ে কুমারী দেবী ও দুর্গা দেবীর স্তুতি করেন।

পূজার কার্যক্রম শেষে কুমারী মায়ের নাম জানান রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, এ বছর কুমারী মা হয়েছে সংহিতা ভট্টাচার্য। তার বয়স ৮ বছর, জন্ম ২০১৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। শাস্ত্রমতে, এদিন তার নামকরণ করা হয় কুবজিকা। সংহিতার বাবার নাম সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মা অর্পিতা ভট্টাচার্য। কক্সবাজারের রামুর একটি স্কুলের কেজি শ্রেণির শিক্ষার্থী সংহিতা। ঢাকার রামপুরার বনশ্রী এলাকায় তাঁদের বাসা।

শারদীয় দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ পূজামণ্ডপে বিপুল আয়োজনের মধ্য দিয়ে কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

পূজা আয়োজন নিয়ে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ আরও বলেন, 'আমরা খুব স্বচ্ছন্দভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূজা করেছি। আমরা কোনো নিরাপত্তার অভাব অনুভব করিনি। হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন। কোনো বিশৃঙ্খলা হয়নি।'

এ সময় কুমারী দেবী সংহিতা ভট্টাচার্য বলে, 'আমি সবাইকে আশীর্বাদ করেছি। সবার কল্যাণ হোক।'

# তাঁতীবাজারে পূজামণ্ডপে 'পেট্রলবোমা' নিক্ষেপ, ছুরিকাঘাতে আহত ৫

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারে পূজামণ্ডপে একটি 'পেট্রলবোমা' নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। সেটিতে সামান্য আগুন ধরলেও কেউ হতাহত হয়নি। কালো হয়ে যাওয়া সলতেসহ পেট্রলভর্তি কাচের বোতলটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় লোকজন বলছেন, পূজামণ্ডপের পাশের একটি গলি থেকে কয়েকজন যুবক পূজার মঞ্চ লক্ষ্য করে একটি বোতল ছুড়ে মারেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা হামলাকারীদের ধরতে গেলে তাঁরা ছুরিকাঘাত করেন। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।

পূজামণ্ডপে হামলার ঘটনার পর ঘটনাস্থলে আসেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। আটক একজনের কাছ থেকে একটি স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার জসীম উদ্দিন জানিয়েছেন।

তবে তাঁতীবাজার পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, পেট্রলবোমা হামলা ও ছিনতাই দুটি পৃথক ঘটনা। পূজামণ্ডপে নাশকতার জন্য পেট্রলবোমা হামলা করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আহত ব্যক্তিরা সবাই শঙ্কামুক্ত এবং আটক ব্যক্তিরা কোতোয়ালি থানা হেফাজতে আছেন।

১১ অক্টোবর, ২০২৪

- পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে- প্রধান বিচারপতির বাসভবন।
- বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস মতে, চলতি বছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়াতে পারে- চার শতাংশে।
- চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানি আয় বেড়েছে- গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় ৬.৭৮%।
- চলতি বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন- দক্ষিণ কোরিয়ার লেখিকা হান কাং।
- হান কাংকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে- মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্টের কাব্যিক রূপায়নের স্বীকৃতি হিসেবে।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট দল কেনিয়াকে হারিয়ে প্রথম ওয়ানডে জয়ের স্বাদ পেয়েছিল- হায়দ্রাবাদের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

# দৈনিক আপডেট

১১ অক্টোবর, ২০২৪
২৬ আশ্বিন, ১৪৩১
০৭ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহাক আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ জন্মগ্রহণ করেন-

  উত্তর: ১১ অক্টোবর, ১৮৭১

- 'লালসালু' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

  উত্তর: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, ১৯৭১)

- 'বিশ শতকের মেয়ে' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

  উত্তর: নীলিমা ইব্রাহিম। (জন্ম: ১১ অক্টোবর, ১৯২১)

- বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে?

  উত্তর: ৭২৪টি।

- ৩১তম APEC সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

  উত্তর: পেরু।

- প্রস্তাবিত মিসরের নতুন রাজধানীর নাম কী?

  উত্তর: নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল (NAC)।

- ২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায় কোন প্রতিষ্ঠান?

  উত্তর: Nihon Hidankyo (নিহন হিদানকায়ো); জাপানের পরমাণু অস্ত্রবিরোধী সংগঠন।

- ২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে?

  উত্তর: হান কাং (দক্ষিণ কোরিয়ান লেখক)।

আজকের
# সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. রিবুট করতে বা কোনো কিছু মুছে ফেলতে কম্পিউটারে ব্যবহৃত শর্টকাট কী কোনটি?

ক. Ctrl+Alt+Z খ. Ctrl+Alt+V
গ. Ctrl+Alt+Delete ঘ. Shift+Alt+Delete

২. সাহিত্যে নোবেলজয়ী প্রথম এশীয় কে?

ক. ওরহান পামুক খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. আব্দুস সালাম ঘ. ক্বাও জিনজিয়াং

৩. ২০২৪ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কে?

ক. ইয়োন ফসে খ. হান কাং
গ. হারুকি মুরাকামি ঘ. অ্যানি এরনো

৪. বাংলা একাডেমির প্রথম নারী মহাপরিচালক কে ছিলেন?

ক. নীলিমা ইব্রাহিম খ. সেলিনা হোসেন
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. সনজিদা খাতুন

৫. সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানীর নাম কী?

ক. দোহা খ. আবু ধাবি
গ. শারজাহ ঘ. দুবাই

৬. 'The White Book' কার রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ?

ক. হান কাং খ. অরবিন্দ আদিগা
গ. সালমান রুশদী ঘ. খালেদ হোসেইনি

৭. এ পর্যন্ত কতজন এশীয় নারী সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন?

ক. পাঁচ জন খ. তেরো জন
গ. ছয় জন ঘ. একজন

৮. 'আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস' কত তারিখে পালিত হয়?

ক. ৮ মার্চ খ. ১১ অক্টোবর
গ. ৮ অক্টোবর ঘ. ২০ মার্চ

৯. সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন কোনটি?

ক. ইয়াহু খ. বিং
গ. গুগল ঘ. ডাকডাকগো

১০. আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ দলীয় রান কোন দেশের?

ক. ইংল্যান্ড খ. ভারত
গ. দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ. শ্রীলঙ্কা

## সঠিক উত্তর:

| ১. গ | ২. খ | ৩. খ | ৪. ক | ৫. খ | ৬. ক | ৭. ঘ | ৮. খ | ৯. গ | ১০. ঘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## জাতীয় সংবাদ:

তারিখ: ১১ অক্টোবর, ২০২৪
রোজ: শুক্রবার

### ✍ বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

উত্তর: ৮৪তম।

[গ্লোবার হাঙ্গার ইনডেক্স কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের অবনতি হয়েছে। গত বছর ১৯ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮১তম। তবে এ বছর ১২৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম, স্কোর ১৯ দশমিক ৪। বাংলাদেশে ক্ষুধার মাত্রা মধ্যম পর্যায়ে।] সূত্র: সমকাল।

Image Ref.
GHI index

### ✍ বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: কক্সবাজার।

[বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অবস্থান কক্সবাজারের রামুতে এবং এটি মূলত সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে সরকারকে সহায়তা করে থাকে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক পদে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা কমোডর মো. মিনারুল হককে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।] সূত্র: প্রথম আলো।

Image Ref.
BSS

### ✍ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান কে?

উত্তর: খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।

[বাংলাদেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) সম্প্রতি একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। শেয়ারবাজারের উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মানের সুশাসন নিশ্চিত করতে পুঁজিবাজার সংস্কারের সুপারিশের জন্য পাঁচ সদস্যের এই টাস্কফোর্সটি গঠন করা হয়েছে।] সূত্র: ঢাকা ট্রিবিউন।

Image Ref.
RisingBD

### ✍ রবিদাস সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত পেশা কোনটি?

উত্তর: জুতা তৈরী বা মেরামত।

[বাংলাদেশে বসবাসকারী রবিদাস সম্প্রদায় মূলত দলিত শ্রেণিভুক্ত। পেশাগত পরিচয়ে রবিদাস জনগোষ্ঠীর মানুষকে মুল ধারার মানুষরা মুচি হিসাবেই সম্বোধন করে থাকে। রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষরা নওগাঁ সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে।] সূত্র: বাসস।

Image Ref.
BSS

## আন্তর্জাতিক সংবাদ:

তারিখ: ১১ অক্টোবর, ২০২৪
রোজ: শুক্রবার

### ২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী-

উত্তর: নিহন হিদানকিও [Nihon Hidankyo]

[এটি মূলত জাপানের একটি সংগঠন এবং আন্দোলন। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ভয়াল পারমানবিক বোমা হামলায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিগণ এই সংগঠনের উদ্যেক্তা। পারমানবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গঠনে নিরলস প্রচেষ্টা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যনুযায়ী পারমানবিক অস্ত্রের পুনর্ব্যবহার রোধ দাবী করার জন্য এবছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে সংগঠনটি।]- সূত্র: ডেইলি স্টার।

Image Ref. NobelPrize.org

### বৈশ্বিক শান্তি সূচক- ২০২৪ অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ন দেশ কোনটি?

উত্তর: আইসল্যান্ড।

[অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস বৈশ্বিক শান্তিসূচক প্রকাশ করে। শান্তিপূর্ণ দেশ নির্ধারণে নানা বিষয় বিবেচনায় নিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। প্রধান তিনটি বিষয় হলো—সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, চলমান অভ্যন্তরীণ-আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সামরিকীকরণ।] সূত্র: প্রথম আলো।

Image Ref. Britannica

### "SIFT' মেথড কী?

উত্তর: গুজব বা ভুল তথ্য চিহ্নিত করার পদ্ধতি।

[গুজব/ভুল তথ্য চিহ্নিত করার জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে তার একটি হলো 'SIFT' । এই পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন, মাইক কউলফিল্ড। এর পূর্ণরুপ হলো: Stop, Investigate the Source, Find Better Coverage, Trace Claims] সূত্র: বিবিসি বাংলা।

Image Ref. BBC

### আন্তর্জাতিক মৃত্যুদণ্ড বিরোধী দিবস পালিত হয় কবে?

উত্তর: ১০ অক্টোবর।

[২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে কাউন্সিল অব ইইউ 'ইউরোপীয়ান ডে অ্যাগেইনস্ট ডেথ পেনাল্টি'প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়। যা ২০০৮ সালের ১০ অক্টোবর থেকে পালিত হয়ে আসছে। 'ওয়ার্ল্ড কোয়ালিশন অ্যাগেইনস্ট ডেথ পেনাল্টি' কর্তৃক একই বছর থেকে একই দিনে 'আন্তর্জাতিক মৃত্যুদন্ডাদেশ বিরোধী দিবস' পালন শুরু হয়। উল্লেখ্য বাংলাদেশে ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ অন্তত ৩০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে] সূত্র: প্রথম আলো।

Image Ref. BangladeshPratidin

# শান্তিতে নোবেল-২০২৪
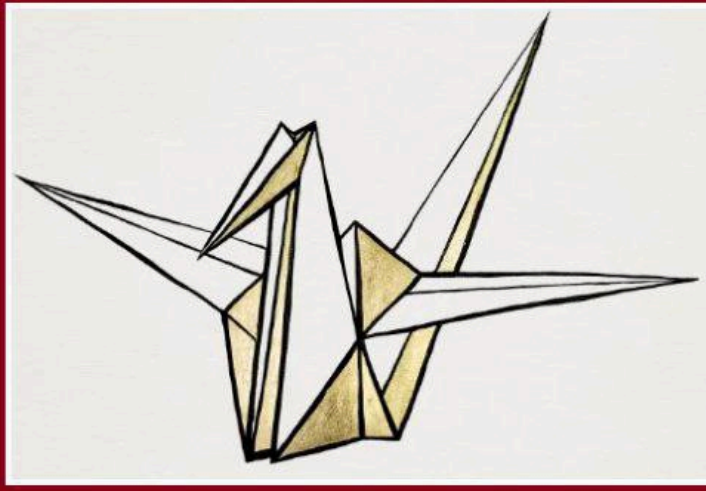
## নিহন হিদানকায়ো

নিহন হিদানকায়োকে মূলত পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব অর্জনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা জন্য ও ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

# নোবেল পুরস্কার-২০২৪

## পদার্থবিজ্ঞান

জন হোপফিল্ড
যুক্তরাষ্ট্র

জিওফ্রে হিন্টন
কানাডা

**অবদান**

কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের সাহায্যে 'মেশিন লার্নিং'কে সক্ষম করে এমন মৌল আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য তাদের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

## রসায়ন

ডেভিড বেকার
যুক্তরাষ্ট্র

ডেমিস হ্যাসাবিস
যুক্তরাষ্ট্র

জন এম জাম্পার
যুক্তরাষ্ট্র

**অবদান**

কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইন ও প্রোটিনের গঠন অনুমানের জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের এ কাজ দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, গঠন ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

## চিকিৎসা শাস্ত্র

ভিক্টর অ্যামব্রোস
যুক্তরাষ্ট্র

গ্যারি রুভকুন
যুক্তরাষ্ট্র

**অবদান**

মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ও জিন নিয়ন্ত্রণে ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী ভূমিকাবিষয়ক গবেষণার জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের এ কাজ কোনো প্রাণীর দেহ গঠন ও কাজ কীভাবে করে, তা বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

## সাহিত্য

হান কাং
দক্ষিণ কোরিয়া

**অবদান**

হান কাংয়ের গদ্য তীক্ষ্ণ ও কাব্যময়। তাতে ইতিহাসের যন্ত্রণাবিদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা আছে। তাঁর গদ্যে আছে মানবজীবনের ভঙ্গুরতার কথাও।

## শান্তি
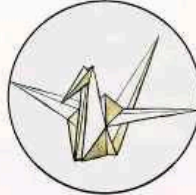
নিহন হিদানকায়ো
জাপানি সংস্থা

**অবদান**

পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব অর্জনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা জন্য ও ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সংগঠনটিকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।